প্রথম খন্ড

পরিচ্ছেদ - ১

ইখলাস প্রসঙ্গে
প্রকাশ্য ও গোপনীয় আমল, (কর্ম) কথা ও অবস্থায় আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধ নিয়ত জরুরী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (٥) سورة البينة

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। *(সূরা বাইয়িনাহ ৫নং আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى منكُمْ)

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে কখনোও ওগুলির মাংস পৌঁছে না এবং রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক□ওয়া (সংযমশীলতা)*(সূরা হাজ্জ ৩৭ নং আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

(قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ)

অর্থাৎ, বল, তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা অবগত আছেন। *(সূরা আলে ইমরান ২৯ নং আয়াত)*

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (متفقٌ على صحته)

১/ ১। উমার ﷺ বলেন, আমি রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যাবতীয় কার্য **নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল**। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, **যার সে নিয়ত করবে**। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

এই হাদীসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল (রঃ) এটিকে এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক দ্বীন বলে অভিহিত করেছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এটিকে ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে সাত জায়গায় বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক স্থানে এই হাদীসটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে হল কর্মের বিশুদ্ধতা ও কর্মের প্রতিদান নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত এটা প্রমাণ করা।

وَعَن أُمِّ الْمُؤمنِينَ أُمِّ عَبد الله عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّـه ﷺ : يَغْـزُو جَـيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه! كَيْـفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِـرِهِمْ، ثُـمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. (متفقٌ عليه. هذا لفظ البخاري)

২/২। উম্মুল মু'মেনীন উম্মে আব্দুল্লাহ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "একটি বাহিনী কা'বা ঘরের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হবে। অতঃপর যখন তারা সমতল মরুপ্রান্তর (বাইদা) পৌঁছবে তখন তাদের প্রথম ও শেষ ব্যক্তি সকলকেই যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তিনি (আয়েশা) বলেন যে, আমি (এ কথা শুনে) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কেমন করে তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে? অথচ তাদের মধ্যে তাদের বাজারের ব্যবসায়ী এবং এমন লোক থাকবে, যারা তাদের (আক্রমণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি বললেন, তাদের প্রথম ও শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। **তারপর তাদেরকে তাদের নিয়ত অনুযায়ী পুনরুত্থিত করা হবে।**" *(বুখারী-মুসলিম, শব্দগুচ্ছ বুখারীর)*

وعَن عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنهَا قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَـادٌ وَنِيَّـةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا)). متفق عليه

৩/৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন মক্কা বিজয়ের পর (মক্কা থেকে) হিজরত নেই; বরং **বাকী রয়েছে জিহাদ ও নিয়ত**। সুতরাং যদি তোমাদেরকে জিহাদের জন্য ডাক দেওয়া হয়, তাহলে তোমরা (জিহাদে) বেরিয়ে পড়। *(বুখারী-মুসলিম)*

'মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই' এর অর্থ এই যে, মক্কা এখন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হল। ফলে এখান থেকে মুসলমানেরা আর হিজরত করতে পারবে না।

وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاريِّ رَضي الله عنهما ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبيِّ ﷺ في غَزَاة ، فَقالَ : ((إنَّ بالمدينَة لَرِجَالاً ما سِرْتُمْ مَسيراً ، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادياً ، إلاَّ كَـانُوا مَعَكـمْ حَبَـسَهُمُ الْمَرَضُ)) . وَفي روَايَة : ((إلاَّ شَرَكُوكُمْ في الأجْرِ)). رواهُ مسلمٌ

৪/৪। আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী ﷺ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক অভিযানে ছিলাম। তিনি বললেন, মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। **অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে**। আর একটি বর্ণনায় আছে যে, তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার। *(মুসলিম)*

ورواهُ البخاريُّ عن أنسٍ ﷺ ، قَالَ : رَجَعْنَا منْ غَزْوَة تَبُوكَ مَعَ النَّبيِّ ﷺ، فقـال : ((إنَّ أقْوامـاً خَلْفَنَا بالْمَدينَة مَا سَلَكْنَا شِعْباً وَلاَ وَادياً ، إلاَّ وَهُمْ مَعَنَا ؛ حَبَسَهُمُ العُذْرُ)) .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫/৫। সহীহ বুখারীতে আনাস ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী ﷺ-এর সাথে তাবূক অভিযান থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বললেন যে, আমাদের পিছনে মদীনায় এরূপ কিছু লোক আছে যারা প্রত্যেক গিরিপথ বা উপত্যকা অতিক্রমকালে আমাদের সাথে রয়েছে। **বিশেষ ওজর তাদেরকে ঘরে থাকতে বাধ্য করেছে**।

وعن أبي يَزيدَ مَعْنِ بنِ يَزيدَ بنِ الأخنسِ ﷺ، وهو وأبوه وَجَدُّه صحابيُّون ، قَالَ : كَانَ أبي يَزيدُ أخْرَجَ دَنَانيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِد ، فَجِئْتُ فأخذْتُها فَأَتَيْتُهُ بِهَا . فقالَ : واللهِ ، مَا إيَّاكَ أرَدْتُ ، فَخَاصَمْتُهُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقَالَ : ((لكَ مَا نَوَيْتَ يَا يزيدُ ، ولَكَ مَا أخَذْتَ يَا مَعْنُ)). رواهُ البخاريُّ .

৬/৬। আবূ ইয়াযীদ মা'ন ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আখনাস ﷺ - তিনি (মা'ন) এবং তাঁর পিতা ও দাদা সকলেই সাহাবী - তিনি বলেন, আমার পিতা ইয়াযীদ দান করার জন্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন। অতঃপর তিনি সেগুলি (দান করতে) মসজিদে একটি লোককে দায়িত্ব দিলেন। আমি (মসজিদে) এসে তার কাছ থেকে (অন্যান্য ভিক্ষুকের মত) তা নিয়ে নিলাম এবং তা নিয়ে বাড়ী এলাম। (যখন আমার পিতা এ ব্যাপারে অবগত হলেন তখন) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার নিয়ত আমার ছিল না। (ফলে এগুলি আমার জন্য হালাল হবে কি না তা জানার উদ্দেশ্যে) আমি আমার পিতাকে নিয়ে রসূলের খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, হে ইয়াযীদ! **তোমার জন্য সেই বিনিময় রয়েছে যার নিয়ত তুমি করেছ** এবং হে মা'ন! তুমি যা নিয়েছ তা তোমার জন্য হালাল। *(বুখারী)*

وَعَن أبي إسحَاقَ سَعدِ بنِ أبي وَقَّاصٍ مالكِ بنِ أُهَيْبِ بنِ عبدِ مَنَافِ بنِ زُهرَةَ بنِ كلاَبِ بنِ مُرَّةَ بنِ كَعبِ بنِ لُؤيٍّ القُرشيِّ الزُّهريِّ ﷺ، أَحَدِ العَشَرَةِ المشهودِ لَهُم بالْجَنَّـةِ ﷺ، قَـالَ : جَـاءَنِي رسولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي ، فقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنِّي قَدْ بَلَـغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مالٍ وَلا يَرِثُنِي إلا ابْنَةٌ لِي ، أفأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ : ((لا)) ، قُلْتُ : فالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فقَالَ : ((لا)) ، قُلْتُ : فالثُّلُثُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثِيرٌ _ أَوْ كبيرٌ _ إنَّكَ إنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أغنِيَاءَ خيرٌ مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يتكفَّفُونَ النَّـاسَ ، وَإنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجهَ اللهِ إلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ)) ، قَـالَ : فَقُلتُ : يَا رسولَ اللهِ ، أُخلَّفُ بعدَ أصْحَابِي ؟ قَالَ : ((إنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعملَ عَمَلاً تَبتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ إلاَّ ازْدَدتَ بِهِ دَرَجةً ورِفعَةً ، وَلَعلَّكَ أنْ تُخَلَّفَ حَتّى يَنتَفِعَ بِكَ أقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِـكَ آخـرونَ . اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ولاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أعقَابِهِمْ ، لكنِ البَائِسُ سَعدُ بْنُ خَوْلَةَ)) يَرْثِي لَـهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أنْ ماتَ بمَكَّة . مُتَّفَقٌ عليه .

৭/৭। সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ বলেন, যে দশজন সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল ইনি তাঁদের মধ্যে একজন। বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার রুগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখা করতে এলেন। সে সময় আমার শরীরে চরম ব্যথা ছিল। আমি বললাম, হে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহর রসূল! আমার (দৈহিক) জ্বালা-যন্ত্রণা কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যা আপনি স্বচক্ষে দেখছেন। আর আমি একজন ধনী মানুষ; কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী বলতে আমার একমাত্র কন্যা। তাহলে আমি কি আমার মাল-সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দিব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক মাল হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তাহলে কি এক তৃতীয়াংশ দান করতে পারি? তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ (দান করতে পার), তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক। কারণ এই যে, তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনবান অবস্থায় ছেড়ে যাও, তাহলে তা এর থেকে ভাল যে, তুমি তাদেরকে কাঙ্গাল করে ছেড়ে যাবে এবং তারা লোকের কাছে হাত পাতবে। (মনে রাখ,) **আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও তুমি বিনিময় পাবে।** আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার সঙ্গীদের ছেড়ে পিছনে (মক্কায়) থেকে যাব? তিনি বললেন, "তুমি যদি তোমার সঙ্গীদের মরার পর জীবিত থাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ কর, তাহলে তার ফলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বর্ধন হবে। আর সম্ভবতঃ তুমি বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা কিছু লোক (মু'মিনরা) উপকৃত হবে। আর কিছু লোক (কাফেররা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! তুমি আমার সাহাবীদেরকে হিজরতে পরিপূর্ণতা দান কর এবং তাদেরকে (হিজরত থেকে) পিছনে ফিরিয়ে দিও না। কিন্তু মিসকীন সা'দ ইবনে খাওলা।" তাঁর মৃত্যু মক্কায় হওয়ার জন্য নবী ﷺ দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেন। *(বুখারী)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَبدِ الرَّحمَانِ بنِ صَخرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إنَّ اللهَ لاَ يَنْظُـرُ إِلى أَجْسَامِكُمْ ، وَلاَ إِلَى صُوَرِكمْ ، وَلَكن يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعمَالِكُم)). رواه مسلم

৮/৮। আবূ হুরাইরা আব্দুর রহমান বিন স্বাখ্‌র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং **তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল** দেখেন। *(মুসলিম)*

وعن أبي موسى عبدِ اللهِ بنِ قيسٍ الأشعريِّ ﷺ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُـلِ يُقاتـلُ شَجَاعَةً ، ويُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ويُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذلكَ فِي سبيلِ اللهِ ؟ فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((مَنْ قَاتَـلَ لِتَكونَ كَلِمَةُ اللهِ هي العُلْيَا ، فَهوَ فِي سَبِيلِ اللهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه .

৯/৯। আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আশআরী ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য যুদ্ধ করে এবং লোক প্রদর্শনের জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করে, এর কোন্ যুদ্ধটি আল্লাহর পথে হবে? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, **যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে**, একমাত্র তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وعن أبي بَكرَةَ نُفيع بنِ الحارثِ الثقَفيِّ ﷺ : أَنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَـالَ : ((إِذَا التَقَـى الْمُـسلمَان بسَيْفَيهِمَا فالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في النّارِ)) قُلتُ : يا رَسُولَ اللهِ! هذا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ ؟ قَالَ : ((إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قتلِ صَاحِبه)). مُتَّفَقٌ عليه.

১০/১০। আবূ বাক্‌রাহ নুফাই বিন হারেষ ষাক্বাফী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

যখন দু'জন মুসলমান তরবারি নিয়ে আপোসে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই দোযখে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ রসূল! হত্যাকারীর দোযখে যাওয়া তো স্পষ্ট; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কি? তিনি বললেন, **সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।** *(বুখারী-মুসলিম)*

وعن أبي هريرةَ ﷺ ، قَالَ : قالَ رَسُول الله ﷺ : ((صَلاةُ الرَّجلِ في جَماعَة تَزيدُ عَلَى صَلاته في سُوقه وبيته بضْعاً وعشرينَ دَرَجَةً ، وَذَلكَ أنَّ أحدَهُمْ إذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضوءَ ، ثُمَّ أَتَى المَسْجدَ لا يُريدُ إلاَّ الصَّلاةَ ، لاَ يَنْهَزُهُ إلاَّ الصَلاةُ : لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إلاَّ رُفِعَ لَهُ بهَا دَرجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بهَا خَطيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ المَسْجدَ ، فإذا دَخَلَ المَسْجدَ كَانَ في الصَّلاة مَا كَانَت الصَّلاةُ هي تَحْبسُهُ ، وَالمَلائكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدكُمْ مَا دَامَ في مَجْلسه الَّذي صَلَّى فيه ، يَقُولُونَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، اللَّهُمَّ اغْفرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيه ، مَا لَم يُؤْذ فيه ، مَا لَمْ يُحْدثْ فيه)) . مُتَّفَقٌ عليه ، وهذا لفظ مسلم .

১১/ ১১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ ﷺ বলেছেন মানুষের জামাআতের সঙ্গে নামায পড়ার নেকী, তার বাজারে ও বাড়ীতে নামায পড়ার চেয়ে (২৫ বা ২৭) গুণ বেশী। আর তা এ জন্য যে, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে এবং নামাযই তাকে মসজিদে নিয়ে যায়, তখন তার মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা উন্নত হয় ও একটি পাপ মোচন করা হয়। অতঃপর যখন সে মসজিদে প্রবেশ করে, তখন যে পর্যন্ত নামায তাকে (মসজিদে) আটকে রাখে, সে পর্যন্ত সে নামাযের মধ্যেই থাকে। আর ফিরিশ্তারা তোমাদের কোন ব্যক্তির জন্য সে পর্যন্ত রহমতের দুআ করতে থাকেন যে পর্যন্ত সে ঐ স্থানে বসে থাকে, যে স্থানে সে নামায পড়েছে। তাঁরা বলেন, হে আল্লাহ! এর প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ! একে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ! এর তওবাহ কবুল কর। (ফিরিশ্তাদের এই দুআ সে পর্যন্ত চলতে থাকে) যে পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেবে, যে পর্যন্ত তার ওযূ নষ্ট না হবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أبي العبَّاس عَبد الله بن عَبَّاس بن عَبد المُطَّلب رَضيَ اللهُ عنهما ، عَن رَسُول الله ﷺ ، فيمَا يَروي عَن رَبّه تَبَارَكَ وَتَعَالى ، قَالَ : ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الحَسَنَات والسَّيِّئَات ثُمَّ بَيَّنَ ذلكَ ، فَمَنْ هَمَّ بحَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَها اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالى عنْدَهُ حَسَنَةً كاملَةً ،وَإنْ هَمَّ بهَا فَعَملَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَشْرَ حَسَنَات إلى سَبْعمئة ضعْف إلى أَضعَاف كَثيرة ، وإنْ هَمَّ بسَيِّئَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ تَعَالَى عنْدَهُ حَسَنَةً كَاملةً ، وَإنْ هَمَّ بهَا فَعَملَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحدَةً)) مُتَّفَقٌ عليه .

১২/ ১২। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বর্কতময় মহান প্রভু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যসমূহ ও পাপসমূহ লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোন নেকী করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত করতে পারে না, আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তার জন্য (কেবল নিয়ত করার বিনিময়ে) একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুণ, বরং তার চেয়েও অনেক গুণ নেকী লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট একটি পূর্ণ নেকী হিসাবে লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর ঐ পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ মাত্র একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أبي عَبد الرَّحمَان عَبد الله بن عُمَرَ بن الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنهما ، قَالَ : سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول : ((انطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ ممَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المَبيتُ إلى غَارٍ فَدَخلُوهُ، فانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ منَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ ، فَقالُوا : إنَّهُ لاَ يُنْجيكُمْ منْ هذه الصَّخْرَة إلاَّ أنْ تَدْعُوا اللهَ بصَالحِ أعْمَالكُمْ . قَالَ رجلٌ منْهُمْ : اللَّهُمَّ كَانَ لي أَبَوان شَيْخَان كبيران ، وكُنْتُ لا أغْبقُ قَبْلَهُمَا أهْلاً ولاَ مالاً ، فَنَأَى بي طَلَب الشَّجَرِ يَوْماً فلم أَرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا ، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُما نَائمَين ، فَكَرِهْتُ أنْ أُوقظَهُمَا وَأَنْ أغْبقَ قَبْلَهُمَا أهْلاً أو مالاً ، فَلَبَثْتُ - والْقَدَحُ عَلَى يَدي - أنتَظرُ اسْتيقَاظَهُما حَتَّى بَرقَ الفَجْرُ والصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عنْدَ قَدَميَّ ، فاسْتَيْقَظَا فَشَربا غَبُوقَهُما . اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلكَ ابتغَاء وَجْهكَ فَفَرِّجْ عَنّا مَا نَحْنُ فيه منْ هذه الصَّخْرَة ، فانْفَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطيعُونَ الخُروجَ منْهُ.

قَالَ الآخر : اللَّهُمَّ إنَّهُ كانَتْ ليَ ابْنَةُ عَمّ ، كَانَتْ أَحَبَّ النّاس إليَّ - وفي رواية : كُنْتُ أُحبُّها كأَشَدِّ مَا يُحبُّ الرِّجَالُ النساءَ - فأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسهَا فامْتَنَعَتْ منِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بها سَنَةٌ منَ السِّنينَ فَجَاءتْني فَأَعْطَيْتُهَا عشْرينَ وَمئةَ دينَارٍ عَلَى أنْ تُخَلِّيَ بَيْني وَبَيْنَ نَفْسهَا فَفَعَلَتْ ، حَتَّى إذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا - وفي رواية : فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيْهَا ، قالتْ : اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفُضَّ الخَاتَمَ إلاّ بحَقِّه، فَانصَرَفْتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاس إليَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذي أعْطَيتُها . اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلكَ ابْتغَاءَ وَجْهكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيه ، فانْفَرَجَت الصَّخْرَةُ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ الخُرُوجَ منْهَا.

وَقَالَ الثَّالثُ : اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وأَعْطَيْتُهُمْ أجْرَهُمْ غيرَ رَجُل واحد تَرَكَ الَّذي لَهُ وَذَهبَ، فَثَمَّرْتُ أجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ منهُ الأمْوَالُ، فَجَاءني بَعدَ حين، فَقالَ : يَا عبدَ الله، أَدِّ إلَيَّ أجْري، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى منْ أجْرِكَ: منَ الإبلِ وَالبَقَرِ والْغَنَمِ والرَّقيقِ، فقالَ : يَا عبدَ الله، لاَ تَسْتَهْزِىءْ بي! فَقُلْتُ : لاَ أَسْتَهْزِئُ بكَ ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ منهُ شَيئاً. اللَّهُمَّ إنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذلكَ ابتغَاءَ وَجْهكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحنُ فيه ، فانْفَرَجَت الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ)) مُتَّفَقٌ عليه .

১৩/ ১৩। আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্বে (বানী ইসরাঈলের যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হল। চলতে চলতে রাত লেগে গেল। সুতরাং তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল। অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে নীচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। এ দেখে তারা বলল যে, এহেন বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেক আমলসমূহকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ কর। সুতরাং তারা স্ব স্ব আমলের অসীলায় (আল্লাহর কাছে) দুআ করতে লাগল।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাদের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমার অত্যন্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং (এও জান যে,) আমি সন্ধ্যা বেলায় সবার আগে তাদেরকে দুধ পান করাতাম। তাদের পূর্বে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও কৃতদাস-দাসী কাউকে পান করাতাম না। একদিন আমি গাছের খোজে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়ী ফিরে দেখতে পেলাম যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ দহন করে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তারা ঘুমিয়ে আছে। আমি তাদেরকে জাগানো পছন্দ করলাম না এবং এও পছন্দ করলাম না যে, তাদের পূর্বে সন্তান-সন্ততি এবং কৃতদাস-দাসীকে দুধ পান করাই। তাই আমি দুধের বাটি নিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অথচ শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে খিদেয় চেঁচামেচি করছিল। এভাবে ফজর উদয় হয়ে গেল এবং তারা জেগে উঠল। তারপর তারা নৈশদুধ পান করল। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করে থাকি, তাহলে পাথরের কারণে আমরা যে গুহায় বন্দী হয়ে আছি এ থেকে তুমি আমাদেরকে উদ্ধার কর। এই দুআর ফলস্বরূপ পাথর একটু সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়-জন দুআ করল, হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) আমি তাকে এত বেশী ভালবাসতাম যত বেশী ভালবাসা পুরুষরা নারীদেরকে বাসতে পারে। একবার আমি তার সঙ্গে যৌন মিলন করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার কাছে এল। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম, যেন সে আমার সঙ্গে যৌন-মিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের তাড়নায়) রাজী হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে পেলাম। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে (বিনা বিবাহে) আমার সতীচ্ছদ নষ্ট করো না। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা ছিল এবং যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও পরিত্যাগ করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তাহলে তুমি আমাদের উপর পতিত মুসীবতকে দূরীভূত কর। সুতরাং পাথর কিছুটা আরো সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

তৃতীয়জন দুআ করল- হে আল্লাহ! আমি কিছু লোককে মজুর রেখেছিলাম। (কাজ সুসম্পন্ন হলে) আমি তাদের সকলকে মজুরী দিয়ে দিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মজুরী না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করলাম। (কিছুদিন পর) তা থেকে প্রচুর অর্থ জমে গেল। কিছুকাল পর একদিন সে এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি বললাম, এসব উঁট, গাভী, ছাগল এবং গোলাম (আদি) যা তুমি দেখছ তা সবই তোমার মজুরীর ফল। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সঙ্গে উপহাস করবে না। আমি বললাম, আমি তোমার সঙ্গে উপহাস করিনি (সত্য ঘটনাই বর্ণনা করছি)। সুতরাং আমার কথা শুনে সে তার সমস্ত মাল নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছি, তাহলে যে বিপদে আমরা পড়েছি তা তুমি দূরীভূত কর। ফলে পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল এবং সকলেই (গুহা থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল। *(বুখারী-মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২

তওবার বিবরণ

উলামা সম্প্রদায়ের উক্তি এই যে, প্রত্যেক পাপ থেকে তওবা করা (চিরতরে প্রত্যাবর্তন করা) ওয়াজেব (অবশ্য-কর্তব্য)। যদি গোনাহর সম্পর্ক আল্লাহর (অবাধ্যতার) সঙ্গে থাকে এবং কোন মানুষের অধিকারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহলে এ ধরনের তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। ১। পাপ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। ২। পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে। ৩। ঐ পাপ আগামীতে দ্বিতীয়বার না করার দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে। সুতরাং যদি এর মধ্যে একটি শর্তও লুপ্ত হয়, তাহলে সেই তওবা বিশুদ্ধ হবে না।

পক্ষান্তরে যদি সেই পাপ মানুষের অধিকার সম্পর্কিত হয়, তাহলে তা গ্রহণীয় হওয়ার জন্য চারটি শর্ত আছে। উপরোক্ত তিনটি এবং চতুর্থ শর্ত হল, হকদারদের হক ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি অবৈধ পন্থায় কারো মাল বা অন্য কিছু নিয়ে থাকে, তাহলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি কারো উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় অথবা অনুরূপ কোন দোষ করে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে শাস্তি নিতে নিজেকে পেশ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। যদি কারো গীবত করে থাকে, তাহলে তার কাছে তা বৈধ করে নেবে।

সমস্ত পাপ থেকে তওবাহ করা ওয়াজেব। আংশিক পাপ থেকে তওবাহ করলে সেই তওবাহ হকপন্থী উলামাগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট পাপ রয়ে যাবে। তওবা ওয়াজেব হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে এবং এ ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্যও বিদ্যমান।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [النور : ٣١]

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

{ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ } [هود : ٣]

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁর কাছে তওবা (প্রত্যাবর্তন) কর। *(সূরা হূদ ৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحا } [التحريم : ٨].

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। *(সূরা তাহরীম ৮ আয়াত)*

وعن أبي هريرةَ ﷺ، قَالَ : سمعْتُ رسولَ الله ﷺ، يقول : ((والله إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ الله وأَتُوبُ إِلَيْه في اليَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً)). رواه البخاري .

১/১৪। আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আমি প্রত্যহ ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তওবা করি। *(বুখারী)*

وَعَنِ الأَغَرِّ بنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ: ((يَا أَيُّهَــا النَّــاسُ ، تُوبُــوا إِلى اللهِ واسْتَغْفِرُوهُ ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي اليَومِ مِئَةَ مَرَّةٍ)). رواه مسلم .

২/১৫। আগার্র ইবনে য়্যাসার মুযানী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহর সমীপে তওবা কর ও তাঁর নিকট ক্ষমা চাও! কেননা, আমি প্রতিদিন ১০০ বার করে তওবাহ করে থাকি। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي حَمزَةَ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ الأنصَارِيِّ ﷺ خَادِمِ رَسُولِ الله ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُــولُ الله ﷺ: ((لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وقد أضلَّهُ في أرضٍ فَلاةٍ)). مُتَّفَقٌ عليه

وفي رواية لمُسْلِمٍ : ((للهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يتوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَــى رَاحِلَتِــهِ بأرضٍ فَلاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتى شَجَرَةً فاضطَجَعَ في ظِلِّهَا وقــد أيسَ مِنْ رَاحِلَتِه، فَبَينَما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بها قائِمَةً عِندَهُ، فَأَخَذَ بِخِطامِهَا، ثُمَّ قَــالَ مِــنْ شِــدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبدِي وأنا رَبُّكَ ! أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ)).

৩/১৬। আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খাদেম, আবূ হামযাহ আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দার তওবা করার জন্য ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী আনন্দিত হন, যে তার উঁট জঙ্গলে হারিয়ে ফেলার পর পুনরায় ফিরে পায়। *(বুখারী মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এইভাবে এসেছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় যখন সে তওবা করে তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোন মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানীয় সব ওর পিঠের উপর থাকে। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতি মধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস, আর আমি তোমার প্রভু! সীমাহীন খুশীর কারণে সে ভুল করে ফেলে।

وعن أبي موسَى عبدِ اللهِ بنِ قَيسٍ الأشْعرِيِّ ﷺ، عن النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : ((إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَــدَهُ بالليلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، ويَبْسُطُ يَدَهُ بالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الــشَّمْسُ مِــنْ مَغْرِبِها)). رواه مسلم .

৪/১৭। আবূ মূসা আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা নিজ হাত রাতে প্রসারিত করেন; যেন দিনে পাপকারী (রাতে) তওবা করে। এবং দিনে তাঁর হাত প্রসারিত করেন; যেন রাতে পাপকারী (দিনে) তওবাহ করে। যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে। *(মুসলিম)*

وعن أبي هُريرةَ ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها تَابَ اللهُ عَلَيهِ)) رواه مسلم .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫/ ১৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন। *(মুসলিম)*

وعن أبي عبد الرحمان عبد الله بن عُمَرَ بن الخطاب رضيَ اللهُ عنهما ، عن النَّبي ﷺ، قَـالَ : ((إنَّ الله - عز وجل - يَقْبَلُ تَوبَةَ العَبْد مَا لَمْ يُغَرْغِرْ)). رواه الترمذي، وقالَ : ((حديث حسن)) .

৬/ ১৯। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবাহ সে পর্যন্ত কবুল করবেন, যে পর্যন্ত তার প্রাণ কণ্ঠাগত না হয়।" *(তিরমিযী-হাসান)*

وعن زِرِّ بن حُبَيْشٍ ، قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ ﷺ أَسْأَلُهُ عَن الْمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ ، فَقالَ : ما جاءَ بكَ يَا زِرُّ ؟ فقُلْتُ : ابتِغَاء العِلْمِ ، فقالَ : إنَّ المَلائكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لطَالبِ العِلْمِ رِضًى بِمَـا يطْلُبُ . فقلتُ : إنَّهُ قَدْ حَكَّ في صَدْري المَسْحُ عَلَى الخُفَّين بَعْدَ الغَائط والبَول ، وكُنْتَ امْرَءاً مِنْ أَصْحَاب النَّبيِّ ﷺ فَجئتُ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذكُرُ في ذلكَ شَيئاً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَ يَأْمُرُنا إذَا كُنَّا سَفراً - أَوْ مُسَافرينَ - أنْ لا نَنْزعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَاليهنَّ إلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ ، لكنْ مِنْ غَائطٍ وَبَولٍ ونَوْمٍ . فقُلْتُ : هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكرُ في الهَوَى شَيئاً ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنَّا مَعَ رسول الله ﷺ في سَـفَرٍ ، فَبَيْنَا نَحْنُ عِندَهُ إذْ نَادَاه أَعرابيٌّ بصَوْتٍ لَهُ جَهْوَريٍّ : يَا مُحَمَّدُ ، فأجابهُ رسولُ الله ﷺ نَحْواً مِـنْ صَوْته : ((هَاؤُمْ)) فقُلْتُ لَهُ : وَيْحَكَ ! اغْضُضْ مِنْ صَوتكَ فَإنَّكَ عِنْدَ النَّبي ﷺ، وَقَدْ نُهيتَ عَنْ هذَا ! فقالَ : والله لاَ أَغْضُضُ . قَالَ الأعرَابيُّ : المَرْءُ يُحبُّ القَوْمَ وَلَمَّا يلْحَقْ بهِمْ ؟ قَالَ النَّبيُّ ﷺ: ((المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يومَ القِيَامَة)) . فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى ذَكَرَ بَاباً مِنَ المَغْرِب مَسيرَةُ عَرْضِه أَوْ يَسيرُ الرَّاكبُ في عَرْضِه أرْبَعينَ أَوْ سَبعينَ عاماً – قَالَ سُفْيانُ أَحدُ الرُّواة : قِبَلَ الشَّام – خَلَقَهُ الله تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوات والأَرْضَ مَفْتوحاً للتَّوْبَة لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ. رواه الترمذي وغيره، وَقالَ: ((حديث حسن صحيح)).

৭/২০। যির্র ইবনে হুবাইশ বলেন যে, আমি মোজার উপর মাসাহ করার মসলা জিজ্ঞাসা করার জন্য সাফওয়ান ইবনে আস্সালের নিকট গেলাম। তিনি বললেন, হে যির্র! তোমার আগমনের উদ্দেশ্য কি? আমি বললাম, জ্ঞান অন্বেষণ। তিনি বললেন, নিশ্চয় ফিরিশ্তামণ্ডলী ঐ অন্বেষণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বিদ্যার্থীর জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন।

অতঃপর আমি বললাম, আমার অন্তরে পেশাব-পায়খানার পর মোজার উপর মাসাহ করার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু আপনি নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী, তাই আপনার নিকট জানতে এলাম যে, আপনি এ ব্যাপারে নবী ﷺ-কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন কি না? তিনি বললেন, হ্যাঁ! যখন আমরা বিদেশ সফরে বের হতাম তখন তিনি আমাদেরকে (সফরে) তিনদিন ও তিন রাত মোজা না খুলার আদেশ দিতেন (অর্থাৎ আমরা যেন এই সময়সীমা পর্যন্ত মাসাহ করতে থাকি) কিন্তু বড় অপবিত্রতা (সঙ্গম, বীর্যপাত ইত্যাদি) হেতু অপবিত্র হলে (মোজা খুলতে হবে)। কিন্তু পেশাব-পায়খানা ও ঘুম থেকে উঠলে নয়। (এ সবের পর রীতিমত মাসাহ করা জায়েয)। আমি বললাম, আপনি কি তাঁকে ভালবাসা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। আমরা তাঁর সঙ্গে বসেছিলাম, এমন সময় এক বেদুঈন অতি উঁচু গলায় ডাক দিল, হে মুহাম্মাদ! রাসূলুল্লাহ ﷺও তাকে উঁচু আওয়াজে জবাব দিলেন, এখানে এস! আমি (যির্র) তাকে বললাম, আরে তুমি নিজের আওয়াজ নীচু কর! কেননা, তুমি নবী ﷺ-এর নিকট আছ। তাঁর নিকট এ রকম উঁচু গলায় কথা বলা তোমার (বরং সকলের) জন্য নিষিদ্ধ। সে (বেদুঈন) বলল, আল্লাহর কসম! আমি তো আস্তে কথা বলবই না। বেদুঈন বলল, কোন ব্যক্তি কিছু লোককে ভালবাসে; কিন্তু সে তাদের (মর্যদায়) পৌঁছতে পারেনি? (এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?)। নবী ﷺ প্রত্যুত্তরে বললেন, মানুষ কিয়ামতের দিন ঐ লোকদের সঙ্গে হবে, যাদেরকে সে ভালবাসবে। পুনরায় তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে থাকলেন। এমনকি তিনি পশ্চিম দিকের একটি দরজার কথা উল্লেখ করলেন, যার প্রস্থের দূরত্ব ৪০ কিম্বা ৭০ বছরের পথ অথবা তিনি বললেন, ওর প্রস্থে একজন আরোহী ৪০ কিম্বা ৭০ বছর চলতে থাকবে। (সুফয়ান এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী বলেন যে, এই দরজা সিরিয়ার দিকে অবস্থিত।) আল্লাহ তাআলা এই দরজাটি আসমান-যমীন সৃষ্টি করার দিন সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় থেকে তা তওবার জন্য খোলা রয়েছে। পশ্চিমদিক থেকে সূর্য না উঠা পর্যন্ত এটা বন্ধ হবে না। *(ইমাম তিরমিযী প্রমুখ এই হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন যে, এই হাদীসটি হাসান।*

وعن أبي سَعيد سَعْد بن مالك بن سِنَان الخدريِّ ﷺ : أنّ نَبيَّ الله ﷺ ، قَالَ : ((كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وتِسْعِينَ نَفْساً ، فَسَأَلَ عَنْ أعْلَمِ أَهْلِ الأرض ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ ، فَأَتَـاهُ . فقال : إنَّهُ قَتَلَ تِسعَةً وتِسْعِينَ نَفْساً فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوبَة ؟ فقالَ : لا ، فَقَتَلهُ فَكَمَّلَ به مِئَةً ، ثُمَّ سَـأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ . فقَالَ : إنَّهُ قَتَلَ مِئَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة ؟ فقالَ : نَعَمْ ، ومَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّوْبَة ؟ انْطَلِقْ إلى أرضِ كَذَا وكَذَا فإنَّ بِهَا أُناساً يَعْبُدُونَ اللهَ تَعَـالَى فاعْبُد اللهَ مَعَهُمْ ، ولاَ تَرْجِعْ إلى أَرْضِكَ فَإنَّهَا أرضُ سُوءٍ ، فانْطَلَقَ حَتَّى إذَا نَصَفَ الطَّرِيـقَ أَتَـاهُ الْمَوْتُ ، فاخْتَصَمَتْ فيه مَلائكَةُ الرَّحْمَة ومَلائكَةُ العَذَاب . فَقَالتْ مَلائكَةُ الرَّحْمَة : جَاءَ تَائبـاً ، مُقْبلاً بقَلبه إلى الله تَعَالَى ، وقالتْ مَلائكَةُ العَذَاب : إنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيراً قَطُّ ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ في صورَة آدَميٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ - أيْ حَكَماً - فقالَ : قِيسُوا ما بينَ الأرضَين فَإلَى أيّتهما كَانَ أدنَى فَهُوَ لَهُ . فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أدْنى إلى الأرْضِ التي أرَادَ ، فَقَبَضَتْهُ مَلائكَةُ الرَّحمة)). مُتَّفَقٌ عليه. وفي روايـة في الصحيح : ((فَكَانَ إلى القَريَة الصَّالحَة أقْرَبَ بشبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أهلِهَا)) . وفي رواية في الصحيح : ((فَأَوحَى اللهُ تَعَالَى إلى هذه أَنْ تَبَاعَدِي ، وإلَى هذه أَنْ تَقَرَّبِي ، وقَالَ : قِيـسُوا مَـا بيْنَهُمـا ، فَوَجَدُوهُ إلى هذه أَقْرَبَ بشبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ)) . وفي رواية : ((فَنَأى بصَدْرِه نَحْوَهَا)) .

৮/২১। আবূ সাঈদ সা'দ বিন মালেক বিন সিনান খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্বে (বনী ইস্রাইলের যুগে) একটি লোক ছিল; যে ৯৯টি মানুষকে হত্যা করেছিল। অতঃপর লোকদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাকে একটি খ্রিষ্টান সন্ন্যাসীর কথা বলা হল। সে তার কাছে এসে বলল সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছে। এখন কি তার তওবার কোন সুযোগ আছে? সে বলল, না। সুতরাং সে (ক্রোধান্বিত হয়ে) তাকেও হত্যা করে একশত পূরণ করে দিল। পুনরায় সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এবারও তাকে এক আলেমের খোঁজ দেওয়া হল। সে তার নিকট এসে বলল যে, সে একশত মানুষ খুন করেছে। সুতরাং তার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে! তার ও তওবার মধ্যে কে বাধা সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশ চলে যাও। সেখানে কিছু এমন লোক আছে যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদত কর। আর তোমার নিজ দেশে ফিরে যেও না। কেননা, ও দেশ পাপের দেশ। সুতরাং সে ব্যক্তি ঐ দেশ অভিমুখে যেতে আরম্ভ করল। যখন সে মধ্য রাস্তায় পৌঁছল তখন তার মৃত্যু এসে গেল। (তার দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মা বের করার জন্য) রহমত ও আযাবের উভয় প্রকার ফিরিশ্তা উপস্থিত হলেন। ফিরিশ্তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হল। রহমতের ফিরিশ্তাগণ বললেন, এই ব্যক্তি তওবা ক'রে এসেছিল এবং পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে তার আগমন ঘটেছে। আর আযাবের ফিরিশ্তারা বললেন, এ এখনো ভাল কাজ করেনি (এই জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত)। এমতাবস্থায় একজন ফিরিশ্তা মানুষের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হলেন। ফিরিশ্তাগণ তাঁকে সালিস মানলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, তোমরা দু' দেশের দূরত্ব মেপে দেখ। (অর্থাৎ এ যে এলাকা থেকে এসেছে সেখান থেকে এই স্থানের দূরত্ব এবং যে দেশে যাচ্ছিল তার দূরত্ব) এই দুয়ের মধ্যে সে যার দিকে বেশী নিকটবর্তী হবে সে তারই অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব তাঁরা দূরত্ব মাপলেন এবং যে দেশ সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল সেই (ভালো) দেশকে বেশী নিকটবর্তী পেলেন। সুতরাং রহমতের ফিরিশ্তাগণ তার জান কবয করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

সহীহতে আর একটি বর্ণনায় এরূপ আছে যে, পরিমাপে ঐ ব্যক্তিকে সৎশীল লোকদের দেশের দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে ঐ সৎশীল ব্যক্তিদের দেশবাসী বলে গণ্য করা হল।

সহীহতে আরো একটি বর্ণনায় এইরূপ এসেছে যে, আল্লাহ তাআলা ঐ দেশকে (যেখান থেকে সে আসছিল তাকে) আদেশ করলেন যে, তুমি দূরে সরে যাও এবং এই সৎশীলদের দেশকে আদেশ করলেন যে, তুমি নিকটবর্তী হয়ে যাও। অতঃপর বললেন, তোমরা এ দু'য়ের দূরত্ব মাপ। সুতরাং তাকে সৎশীলদের দেশের দিকে এক বিঘত বেশী নিকটবর্তী পেলেন। যার ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।

আরো একটি বর্ণনায় আছে, সে ব্যক্তি নিজের বুকের উপর ভর করে ভালো দেশের দিকে একটু সরে গেল।

وَعَن عَبد الله بن كَعب بن مالك ، وَكَانَ قَائدَ كَعب ﷺ مِنْ بَنيه حينَ عمي ، قَـالَ : سَـمعتُ كَعْبَ بنَ مالك ﷺ يُحَدِّثُ بحَديثه حينَ تَخلَّفَ عن رسول الله ﷺ في غَزْوَة تَبُوكَ . قَالَ كعـبٌ : لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رسول الله ﷺ في غَزْوَة غزاها قط إلا في غزوة تَبُوكَ ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ في غَزْوَة بَدْرٍ ، ولَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ ؛ إِنَّمَا خَرَجَ رسولُ الله ﷺ والمُسْلمُونَ يُريدُونَ عيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

جَمَعَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُمْ وبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ ميعادٍ . ولَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ لَيلَةَ العَقَبَةِ حينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلامِ ، وما أُحِبُّ أنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وإنْ كَانَتْ بدرٌ أذْكَرَ في النَّاسِ مِنْهَا. وكانَ مِنْ خَبَري حينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رسولِ اللهِ ﷺ في غَزْوَةِ تَبُوكَ أنِّي لم أكُنْ قَطُّ أَقْوى ولا أَيْسَرَ مِنِّي حينَ تَخَلَّفْتُ عنْهُ في تلكَ الغَزْوَةِ ، وَاللهِ ما جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رسولُ اللهِ ﷺ يُريدُ غَزْوَةً إلاَّ وَرَّى بِغَيرِها حَتَّى كَانَتْ تلْكَ الغَزْوَةُ ، فَغَزَاها رسولُ اللهِ ﷺ في حَرٍّ شَديدٍ ، واسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعيداً وَمَفَازاً ، وَاسْتَقْبَلَ عَدَداً كَثيراً ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمينَ أمْرَهُمْ ليتَأهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فأخْبَرَهُمْ بوَجْهِهِمُ الَّذي يُريدُ ، والْمُسلمونَ مَعَ رسولِ اللهِ كثيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ (يُريدُ بذلكَ الدِّيوَانَ) قَالَ كَعْبٌ : فَقَلَّ رَجُلٌ يُريدُ أنْ يَتَغَيَّبَ إلاَّ ظَنَّ أنَّ ذلكَ سيخْفَى بِهِ ما لَمْ يَنْزِلْ فيهِ وَحْيٌ مِنَ اللهِ ، وَغَزا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الغَزوَةَ حينَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلالُ ، فَأنَا إلَيْهَا أصْعَرُ ، فَتَجَهَّزَ رسولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وطَفِقْتُ أغْدُو لكَيْ أتَجَهَّزَ مَعَهُ ، فأرْجِعُ وَلَمْ أقْضِ شَيْئاً ، وأقُولُ في نفسي : أنَا قَادِرٌ عَلَى ذلكَ إذَا أَرَدْتُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمادى بي حَتَّى اسْتَمَرَّ بالنَّاسِ الْجِدُّ ، فأصْبَحَ رسولُ اللهِ ﷺ غَادياً والْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أقْضِ مِنْ جِهَازي شَيْئاً ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أقْضِ شَيئاً ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَى بي حَتَّى أسْرَعُوا وتَفَارَطَ الغَزْوُ ، فَهَمَمْتُ أنْ أرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ ، ثُمَّ لم يُقَدَّرْ ذلكَ لي ، فَطَفِقْتُ إذَا خَرَجْتُ في النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَحْزُنُني أنِّي لا أرَى لي أُسْوَةً ، إلاّ رَجُلاً مَغْمُوصَاً عَلَيْهِ في النِّفَاقِ ، أوْ رَجُلاً ممَّنْ عَذَرَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الضُّعَفَاءِ ، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ في القَوْمِ بِتَبُوكَ : ((ما فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ : يا رَسُولَ اللهِ ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ والنَّظَرُ في عِطْفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ﷺ : بِئْسَ مَا قُلْتَ ! واللهِ يا رَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلاَّ خَيْرَاً ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَبَيْنَا هُوَ عَلى ذَلكَ رَأى رَجُلاً مُبْيِضاً يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ)) ، فَإذَا هُوَ أبُو خَيْثَمَةَ الأنْصَارِيُّ وَهُوَ الَّذي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ .قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا بَلَغَنِي أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي ، فَطَفِقْتُ أتَذَكَّرُ الكَذِبَ وأقُولُ : بِمَ أخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدَاً ؟ وأسْتَعِيْنُ عَلى ذَلكَ بِكُلِّ ذي رأْيٍ مِنْ أهْلِي ، فَلَمَّا قِيْلَ : إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أظَلَّ قَادِمَاً ، زَاحَ عَنّي البَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أنِّي لَنْ أنْجُوَ مِنْهُ بِشَيءٍ أَبَداً ، فَأجْمَعْتُ صِدْقَهُ وأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَادِماً ، وَكَانَ إذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذلكَ جَاءهُ الْمُخَلَّفُونَ يَعْتَذِرونَ إلَيْهِ ويَحْلِفُونَ لَهُ ، وَكَانُوا بِضْعاً وَثَمانينَ رَجُلاً ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ واسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إلى اللهِ تَعَالَى ، حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَب. ثُمَّ قَالَ : ((تَعَالَ)) ، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْه ، فقـــالَ لِي : ((مَا خَلَّفَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَد ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟)) قَالَ : قُلْتُ : يَا رسولَ الله ، إِنّي والله لَوْ جَلَـــسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِه بِعُذْرٍ ؛ لقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلاً ، ولَكِنِّي والله لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ اليوم حَديثَ كَذِبٍ تَرْضَى به عنِّي لَيُوشِكَنَّ الله أن يُسْخِطَكَ عَلَيَّ ، وإِنْ حَدَّثْتُكَ حَديثَ صِدقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فيه إِنّي لأَرْجُو فيه عُقْبَى الله - عز وجل - ، والله ما كَـــانَ لِي مِنْ عُذْرٍ ، والله مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . قَالَ : فقالَ رسولُ الله ﷺ: ((أَمَّا هَذَا فقَدْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فيكَ)) . وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة فاتَّبَعُوني فَقالُوا لِي : والله مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هذَا لَقَدْ عَجَزْتَ في أَنْ لا تَكونَ اعتَذَرْتَ إِلَى رَسُول الله ﷺ بِما اعْتَذَرَ إِليه الْمُخَلَّفُونَ ، فَقَدْ كَانَ كَافيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله ﷺ لَكَ . قَالَ : فَـــوالله مـــا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رسولِ الله ﷺ فأُكَذِّبَ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ : هَلْ لَقِـــيَ هذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلانِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ ، وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَـــا قِيـــلَ لَكَ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هُما ؟ قَالُوا : مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ ، وهِلاَلُ ابنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ ؟ قَـــالَ : فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْراً فيهِما أُسْوَةٌ ، قَالَ : فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمـــا لِـــي . ونَهَى رَسُول الله ﷺ عَنْ كَلامِنا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ ، فاجْتَنَبَنَا النَّاسُ - أَوْ قَـــالَ : تَغَيَّرُوا لَنَا - حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الأَرْض ، فَمَا هِيَ بالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذلِـــكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً . فَأَمّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانا وقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَان . وأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَـــبَّ الْقَـــومِ وأَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلا يُكَلِّمُنِي أَحَـــدٌ ، وَآتِي رسولَ الله ﷺ فأُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِه بَعْدَ الصَّلاةِ ، فَأَقُولُ فِي نَفسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْه بِرَدِّ السَّلام أَمْ لاَ ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيباً مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي نَظَـــرَ إِلَـــيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي ، حَتَّى إِذَا طَال ذلكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّـــى تَـــسَوَّرْتُ جِدارَ حائِط أَبِي قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وأَحَبُّ النَّاس إِلَيَّ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيه فَوَالله مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَنْشُدُكَ بالله هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ الله وَرَسُـــولَهُ ﷺ ؟ فَـــسَكَتَ ، فَعُـــدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ، فَقَالَ : اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. ففَاضَتْ عَيْنَايَ ، وَتَوَلَّيْـــتُ حَتَّـــى تَسَوَّرْتُ الجِدَارَ ، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينة إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّام مِمّنْ قَدِمَ بالطَّعَـــامِ يَبِيعُهُ بالمَدِينَة يَقُولُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِك ؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّـــى جَـــاءنِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ ، وَكُنْتُ كَاتِباً . فَقَرَأْتُهُ فإِذَا فِيه : أَمَّا بَعْدُ، فإِنَّـــهُ قَـــدْ بَلَغَنـــا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بدَارِ هَوانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ ، فَالْحَقْ بنَا نُوَاسِكَ ، فَقُلْـــتُ حِـــينَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قَرَأْتُهَا : وَهَذه أَيضاً مِنَ البَلاء ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ إِذَا رسولُ رسول الله ﷺ يَأتيني ، فَقالَ : إِنَّ رسولَ الله ﷺ يَأمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ ، فَقُلْتُ : أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ ؟ فَقالَ : لاَ ، بَلِ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا ، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذلكَ . فَقُلْتُ لامْرَأتي : الْحَقِي بأَهْلِكِ فَكُوني عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ في هَذَا الأمْرِ. فَجَاءت امْرَأةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رسولَ الله ﷺ فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ ؟ قَالَ : ((لاَ ، وَلَكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ)) فَقَالَتْ : إِنَّهُ واللهِ ما بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءٍ ، وَوَاللهِ مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَومِهِ هَذَا . فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي : لَو اسْتَأْذَنْتَ رسولَ الله ﷺ في امْرَأَتِكَ فَقَدْ أَذِن لامْرَأَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ ؟ فَقُلْتُ : لاَ أَسْتَأْذِنُ فيها رسولَ الله ﷺ ، وَمَا يُدْرِيني مَاذَا يقُول رسولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ ! فَلَبِثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ لَنا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنا ، ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مِنَّا ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ أوفَى عَلَى سَلْعٍ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوتِه : يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ ، فَخَرَرْتُ سَاجِداً، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ . فآذَنَ رسولُ الله ﷺ النَّاسَ بِتَوْبَةِ الله - عز وجل - عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَةَ الفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا ، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَساً وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي ، وَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ ، فَكانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الفَرَسِ ، فَلَمَّا جَاءنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ بِبشارته، وَاللهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ ، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُما ، وَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رسولَ الله ﷺ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهَنِّئونَنِي بالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِي : لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ . حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رسولُ الله ﷺ جَالِسٌ حَوْلَه النَّاسُ ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله ﷺ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي ، واللهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ - فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ - . قَالَ كَعْبٌ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُور : ((أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَومٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ)) فَقُلْتُ : أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُول الله أَمْ مِنْ عِندِ الله ؟ قَالَ : ((لاَ ، بَلْ مِنْ عِنْدِ الله - عز وجل -)) ، وَكَانَ رسولُ الله ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذلكَ مِنْهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رسولَ الله ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِه . فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) . فقلتُ : إِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيبَر . وَقُلْتُ: يَا رسولَ الله ، إِنَّ الله تَعَالَى إِنَّمَا أَنْجَانِي بالصِّدْقِ ، وإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لا أُحَدِّثَ إِلاَّ صِدْقاً مَا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

بَقِيتُ ، فوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاهُ اللهُ تَعَالَى فِي صِدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذلِكَ لِرسولِ اللهِ ﷺ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلانِي اللهُ تَعَالَى ، واللهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذلِكَ لِرسولِ اللهِ ﷺ إِلَى يَومِيَ هَذَا ، وإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ تَعَالَى فيما بَقِيَ ، قَالَ : فأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : {لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ } حَتَّى بَلَغَ : { إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ } حَتَّى بَلَغَ : { اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ } [التوبة : ١١٧-١١٩] قَالَ كَعْبٌ : واللهِ ما أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نعمةٍ قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللهُ لِلإِسْلامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدقِي رسولَ اللهِ ﷺ أَنْ لا أَكونَ كَذَبْتُهُ ، فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا ؛ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدٍ ، فقال اللهُ تَعَالَى : { سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ } [التوبة : ٩٥-٩٦] قَالَ كَعْبٌ : كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولئكَ الذينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رسولُ اللهِ ﷺ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ تَعَالَى فِيهِ بِذلِكَ . قَالَ اللهُ تَعَالَى: { وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفُنَا عن الغَزْوِ ، وإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانا وإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ واعْتَذَرَ إِلَيْهِ فقبِلَ مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عليه .

وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَومَ الخَمِيسِ وكانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يومَ الخميس . وفي رواية : وكانَ لاَ يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَاراً فِي الضُّحَى ، فإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بالمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فيه.

৯/২২। কা'ব ইবনে মালেকের পুত্র আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এই আব্দুল্লাহ কা'ব ﷺ-এর ছেলেদের মধ্যে তাঁর পরিচালক ছিলেন, যখন তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন- আমি (আমার পিতা) কা'ব ইবনে মালেককে ঐ ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি, যখন তিনি তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে থেকে যান। তিনি বলেন, আমি তাবূক যুদ্ধ ছাড়া যে যুদ্ধই রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন তাতে কখনোই তাঁর পিছনে থাকিনি। অবশ্য বদরের যুদ্ধ থেকে আমি পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বদরের যুদ্ধে যে অংশগ্রহণ করেনি, তাকে ভর্ৎসনা করা হয়নি। আসল ব্যাপার ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলিমগণ কুরাইশের কাফেলার পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিলেন। (শুরুতে যুদ্ধের নিয়ত ছিল না।) পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ও তাঁদের শত্রুকে (পূর্বঘোষিত) মেয়াদ ছাড়াই একত্রিত করেছিলেন। আমি আক্বাবার রাতে (মিনায়) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, যখন আমরা ইসলামের উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। আক্বাবার রাত অপেক্ষা আমার নিকটে বদরের উপস্থিতি বেশী প্রিয় ছিল না। যদিও বদর (অভিযান) লোক মাঝে ওর চাইতে বেশী প্রসিদ্ধ। (কা'ব বলেন,) আর আমার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে থাকার ঘটনা এরূপ যে, এই যুদ্ধ হতে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল ছিলাম অন্য কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহর কসম! এর পূর্বে আমার নিকট কখনো দুটি সওয়ারী (বাহন) একত্রিত হয়নি। কিন্তু এই (যুদ্ধের) সময়ে একই সঙ্গে দুটি সওয়ারী আমার নিকট মওজুদ ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি কোন যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন 'তাওরিয়া' করতেন (অর্থাৎ সফরের গন্তব্যস্থলের নাম গোপন রেখে সাধারণ অন্য স্থানের নাম নিতেন, যাতে শত্রুরা টের না পায়)। এই যুদ্ধ এইভাবে চলে এল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ গরমে এই যুদ্ধে বের হলেন এবং দূরবর্তী সফর ও দীর্ঘ মরুভূমির সম্মুখীন হলেন। আর বহু সংখ্যক শত্রুরও সম্মুখীন হলেন। এই জন্য তিনি মুসলমানদের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন। যাতে তারা সেই অনুযায়ী যথোচিত প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফলে তিনি সেই দিকও বলে দিলেন যেদিকে যাবার ইচ্ছা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অনেক মুসলমান ছিলেন এবং তাদের কাছে কোন হাজিরা বহি ছিল না, যাতে তাদের নামসমূহ লেখা হবে। এই জন্য যে ব্যক্তি (যুদ্ধে) অনুপস্থিত থাকত সে এই ধারণাই করত যে, আল্লাহর অহী অবতীর্ণ ছাড়া তার অনুপস্থিতির কথা গুপ্ত থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই যুদ্ধ ফল পাকার মৌসমে করেছিলেন এবং সে সময় (গাছের) ছায়াও উৎকৃষ্ট (ও প্রিয়) ছিল, আর আমার টানও ছিল সেই ফল ও ছায়ার দিকে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানেরা (যুদ্ধের জন্য) প্রস্তুতি নিলেন। আর (আমার এই অবস্থা ছিল যে,) আমি সকালে আসতাম যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমিও (যুদ্ধের) প্রস্তুতি নিই। কিন্তু কোন ফায়সালা না করেই আমি (বাড়ী) ফিরে আসতাম এবং মনে মনে বলতাম যে, আমি যখনই ইচ্ছা করব, যুদ্ধে শামিল হয়ে যাব। কেননা, আমি এর ক্ষমতা রাখি। আমার এই গড়িমসি অবস্থা অব্যাহত রইল এবং লোকেরা জিহাদের আয়োজনে প্রবৃত্ত থাকলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানেরা একদিন সকালে জিহাদে বেরিয়ে পড়লেন এবং আমি প্রস্তুতির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারলাম না। আমি আবার সকালে এলাম এবং বিনা সিদ্ধান্তেই (বাড়ী) ফিরে গেলাম। সুতরাং আমার এই অবস্থা অব্যাহত থেকে গেল। ওদিকে মুসলিম সেনারা দ্রুতগতিতে আগে বাড়তে থাকল এবং যুদ্ধের ব্যাপারও ক্রমশঃ এগুতে লাগল। আমি ইচ্ছা করলাম যে, আমিও সফরে রওয়ানা হয়ে তাদের সঙ্গ পেয়ে নিই। হায়! যদি আমি তাই করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)। কিন্তু এটা আমার ভাগ্যে হয়ে উঠল না। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলে যাওয়ার পর যখনই আমি লোকের মাঝে আসতাম তখন এ জন্যই দুঃখিত ও চিন্তিত হতাম যে, এখন (মদীনায়) আমার সামনে কোন আদর্শ আছে তো কেবলমাত্র মুনাফিক কিম্বা এত দুর্বল ব্যক্তিরা যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমার্হ বা অপারগ বলে গণ্য করেছেন।

সম্পূর্ণ রাস্তা রসূল ﷺ আমাকে স্মরণ করলেন না। তাবূক পৌঁছে যখন তিনি লোকের মাঝে বসেছিলেন, তখন আমাকে স্মরণ করলেন এবং বললেন, কা'ব বিন মালেকের কি হয়েছে? বানু সালেমাহ (গোত্রের) একটি লোক বলে উঠল, হে আল্লাহর রসূল! তার দুই চাদর এবং দুই পার্শ্ব দর্শন (অর্থাৎ ধন ও তার অহঙ্কার) তাকে আটকে দিয়েছে। (এ কথা শুনে) মুআয বিন জাবাল ﷺ বললেন, বাজে কথা বললে তুমি। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তার ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। রসূল ﷺ নীরব থাকলেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এসব কথাবার্তা চলছিল এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে সাদা পোশাক পরে (মরুভূমির) মরীচিকা ভেদ করে আসতে দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যেন আবূ খাইষামাহ হও। (দেখা গেল,) সত্যিকারে তিনি আবূ খাইষামাহ আনসারীই ছিলেন। আর তিনি সেই ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একবার আড়াই কিলো খেজুর সদকাহ করেছিলেন বলে মুনাফিকরা (তা অল্প মনে করে) তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল।

কা'ব বলেন, অতঃপর যখন আমি সংবাদ পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক থেকে ফিরার সফর শুরু করে দিয়েছেন, তখন আমার মনে কঠিন দুশ্চিন্তা এসে উপস্থিত হল এবং মিথ্যা অজুহাত পেশ করার চিন্তা করতে লাগলাম এবং অন্তরে বলতে লাগলাম যে, আগামী কাল যখন রসূল ﷺ ফিরবেন, সে সময় আমি তাঁর রোষানল থেকে বাঁচব কি উপায়ে? আর এ ব্যাপারে আমি পরিবারের প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষের সহযোগিতা চাইতে লাগলাম। অতঃপর যখন বলা হল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন একদম নিকটবর্তী, তখন আমার অন্তর থেকে বাতিল (পরিকল্পনা) দূর হয়ে গেল। এমনকি আমি বুঝতে পারলাম যে, মিথ্যা বলে আমি কখনই বাঁচতে পারব না। সুতরাং আমি সত্য বলার দৃঢ় সঙ্কল্প করে নিলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকালে (মদীনায়) পদার্পণ করলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি সফর থেকে (বাড়ি) ফিরতেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি মসজিদে দু' রাকআত নামায পড়তেন। তারপর (সফরের বিশেষ বিশেষ খবর শোনাবার জন্য) লোকেদের জন্য বসতেন। সুতরাং এই সফর থেকে ফিরেও যখন পূর্ববৎ কাজ করলেন, তখন মুনাফেকরা এসে তাঁর নিকট ওজর-আপত্তি পেশ করতে লাগল এবং কসম খেতে আরম্ভ করল। এরা সংখ্যায় আশি জনের কিছু বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বাহ্যিক ওজর গ্রহণ করে নিলেন, তাদের বায়আত নিলেন, তাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাদের গোপনীয় অবস্থা আল্লাহকে সঁপে দিলেন। অবশেষে আমিও তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর যখন আমি তাঁকে সালাম দিলাম, তখন তিনি রাগান্বিত ব্যক্তির হাসির মত মুচকি হাসলেন। অতঃপর তিনি বললেন, সামনে এসো! আমি তাঁর সামনে এসে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন জিহাদ থেকে পিছনে রয়ে গেলে? তুমি কি বাহন ক্রয় করনি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন লোকের কাছে বসতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে তার অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে যেতাম। বাক্‌চাতুর্য (বা তর্ক-বিতর্ক করা)র অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, যদি আজ আপনার সামনে মিথ্যা বলি, যাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তাহলে অতি সত্বর আল্লাহ তা'আলা (অহী দ্বারা সংবাদ দিয়ে) আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে দেবেন। পক্ষান্তরে আমি যদি আপনাকে সত্য কথা বলি, তাহলে আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট এর সুফলের আশা রাখি। (সেহেতু আমি সত্য কথা বলছি যে,) আল্লাহর কসম! (আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার ব্যাপারে) আমার কোন অসুবিধা ছিল না। আল্লাহর কসম! আপনার সাথ ছেড়ে পিছনে থাকার সময় আমি যতটা সমর্থ ও সচ্ছল ছিলাম ততটা কখনো ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই লোকটি নিশ্চিতভাবে সত্য কথা বলেছে। বেশ, তুমি এখান থেকে চলে যাও, যে পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কোন ফায়সালা না করবেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমার পিছনে পিছনে বনু সালেমাহ (গোত্রের) কিছু লোক এল এবং আমাকে বলল যে, আল্লাহর কসম! আমরা অবগত নই যে, তুমি এর পূর্বে কোন পাপ করেছ। অন্যান্য পিছনে থেকে যাওয়া লোকেদের ওজর পেশ করার মত তুমিও কোন ওজর পেশ করলে না কেন? তোমার পাপ মোচনের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। কা'ব বলেন, আল্লাহর কসম! লোকেরা আমাকে আমার সত্য কথা বলার জন্য তিরস্কার করতে থাকল। পরিশেষে আমার ইচ্ছা হল যে, আমি দ্বিতীয়বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে প্রথম কথা অস্বীকার করি (এবং কোন মিথ্যা ওজর পেশ করে দিই।) আবার আমি তাদেরকে বললাম, আমার এ ঘটনা কি অন্য কারো সাথে ঘটেছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তোমার মত আরো দু'জন সমস্যায় পড়েছে। (রসূল ﷺ-এর নিকটে) তারাও সেই কথা বলেছে, যা তুমি বলেছ এবং তাদেরকে সেই কথাই বলা হয়েছে যা তোমাকে বলা হয়েছে। আমি তাদেরকে বললাম, তারা দু'জন কে? তারা বলল, মুরারাহ ইবনে রাবী' আম্‌রী ও হিলাল ইবনে উমাইয়্যাহ ওয়াক্বেফী। এই দু'জন যাঁদের কথা তারা আমার কাছে বর্ণনা করল তাঁরা সৎলোক ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে আমার জন্য আদর্শ ছিল। যখন তারা সে দু'জন ব্যক্তির কথা বলল, তখন আমি আমার পূর্বেকার অবস্থার (সত্যের) উপর অনড় থেকে গেলাম (এবং আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা দূরীভূত হল। যাতে আমি তাদের ভর্ৎসনার কারণে পতিত হয়েছিলাম)।

(এরপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে পিছনে অবস্থানকারীদের মধ্যে আমাদের তিনজনের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিলেন। কা'ব ﷺ বলেন, লোকেরা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল। অথবা বললেন, লোকেরা আমাদের জন্য পরিবর্তন হয়ে গেল। পরিশেষে পৃথিবী আমার জন্য আমার অন্তরে অপরিচিত মনে হতে লাগল। যেন এটা সেই পৃথিবী নয়, যা আমার পরিচিত ছিল। এইভাবে আমরা ৫০টি রাত কাটালাম। আমার দুই সাথীরা তো নরম হয়ে ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন। কিন্তু আমি দলের মধ্যে সবচেয়ে যুবক ও বলিষ্ঠ ছিলাম। ফলে আমি ঘর থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে নামাযে হাজির হতাম এবং বাজারসমূহে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত না। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হতাম এবং তিনি যখন নামাযের পর বসতেন তখন তাঁকে সালাম দিতাম, আর আমি মনে মনে বলতাম যে, তিনি আমার সালামের জওয়াবে ঠোঁট নড়াচ্ছেন কি না? তারপর আমি তাঁর নিকটেই নামায পড়তাম এবং আড়চোখে তাঁকে দেখতাম। (দেখতাম,) যখন আমি নামাযে মনোযোগী হচ্ছি, তখন তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন এবং যখন আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছি, তখন তিনি আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন!

অবশেষে যখন আমার সাথে মুসলিমদের বিমুখতা দীর্ঘ হয়ে গেল তখন একদিন আমি আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ-এর বাগানে দেওয়াল ডিঙিয়ে (তাতে প্রবেশ করলাম।) সে (আবূ ক্বাতাদাহ) আমার চাচাতো ভাই এবং আমার সর্বাধিক প্রিয় লোক ছিল। আমি তাকে সালাম দিলাম। কিন্তু আল্লাহর কসম! সে আমাকে সালামের জওয়াব দিল না। আমি তাকে বললাম, হে আবূ ক্বতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি জান যে, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালবাসি? সে নিরুত্তর থাকল। আমি দ্বিতীয়বার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। এবারেও সে চুপ থাকল। আমি তৃতীয়বার কসম দিয়ে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করলে সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই বেশী জানেন। এ কথা শুনে আমার চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু বইতে লাগল এবং যেভাবে গিয়েছিলাম সেইভাবেই দেওয়াল ডিঙিয়ে ফিরে এলাম।

এরই মধ্যে একদিন মদীনার বাজারে হাঁটছিলাম। এমন সময় শাম দেশের কৃষকদের মধ্যে একজন কৃষককে - যে মদীনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে এসেছিল - বলতে শুনলাম, কে আমাকে কা'ব বিন মালেককে দেখিয়ে দেবে? লোকেরা আমার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল। ফলে সে ব্যক্তি আমার নিকটে এসে আমাকে 'গাস্সান'-এর বাদশার একখানি পত্র দিল। আমি লিখা-পড়া জানতাম তাই আমি পত্রখানি পড়লাম। পত্রে লিখা ছিল ঃ-

'--- অতঃপর আমরা এই সংবাদ পেয়েছি যে, আপনার সঙ্গী (মুহাম্মাদ) আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে। আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত অবস্থায় থাকার জন্য সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন; আমরা আপনার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করব। পত্র পড়ে আমি বললাম, এটাও অন্য এক বালা (পরীক্ষা)। সুতরাং আমি ওটাকে চুলোয় ফেলে জ্বালিয়ে দিলাম। অতঃপর যখন ৫০ দিনের মধ্যে ৪০ দিন গত হয়ে গেল এবং অহী আসা বন্ধ ছিল এই অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন দূত আমার নিকট এসে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে তোমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার আদেশ দিচ্ছেন! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি তাকে তালাক দেব, না কি করব? সে বলল, তালাক নয় বরং তার নিকট থেকে আলাদা থাকবে, মোটেই ওর নিকটবর্তী হবে না। আমার দুই সাথীর নিকটেও এই বার্তা পৌঁছে দিলেন। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তুমি পিত্রালয়ে চলে যাও এবং সেখানে অবস্থান কর যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না করেন। (আমার সাথীদ্বয়ের মধ্যে একজন সাথী) হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! হিলাল বিন উমাইয়াহ খুবই বৃদ্ধ মানুষ, তার কোন খাদেমও নেই, সেহেতু আমি যদি তার খিদমত করি তবে আপনি কি এটা অপছন্দ করবেন? তিনি বললেন, না, (অর্থাৎ তুমি তার খিদমত করতে পার।) কিন্তু সে যেন তোমার (মিলন উদ্দেশ্যে) নিকটবর্তী না হয়। (হিলালের স্ত্রী) বলল, আল্লাহর কসম! (দুঃখের কারণে এ ব্যাপারে) তার কোন সক্রিয়তা নেই। আল্লাহর কসম! যখন থেকে এ ব্যাপার ঘটেছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত সে সর্বদা কাঁদছে।

(কা'ব বলেন,) আমাকে আমার পরিবারের কিছু লোক বলল যে, তুমিও যদি নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইতে, (তাহলে তা তোমার পক্ষে ভাল হত।) তিনি হিলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তো তার খিদমত করার অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চাইব না। জানি না, যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে অনুমতি চাইব, তখন তিনি কি বলবেন। কারণ, আমি তো যুবক মানুষ।

এভাবে আরও দশদিন কেটে গেল। যখন থেকে লোকদেরকে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, তখন থেকে এ পর্যন্ত আমাদের পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হয়ে গেল। আমি পঞ্চাশতম রাতে আমাদের এক ঘরের ছাদের উপর ফজরের নামায পড়লাম। নামায পড়ার পর আমি এমন অবস্থায় বসে আছি যার বর্ণনা আল্লাহ তাআলা আমাদের ব্যাপারে দিয়েছেন - আমার জীবন আমার জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল - এমন সময় আমি এক চিৎকারকারীর আওয়ায শুনতে পেলাম, সে সালআ পাহাড়ের উপর চড়ে উচ্চস্বরে বলছে, হে কা'ব ইবনে মালেক! তুমি সুসংবাদ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নাও! আমি তখন (খুশীতে শুকরিয়ার) সিজদায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, (আল্লাহর পক্ষ থেকে) মুক্তি এসেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামায পড়ার পর লোকদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ আমাদের তওবা কবূল করে নিয়েছেন। সুতরাং লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আসতে আরম্ভ করল। এক ব্যক্তি আমার দিকে অতি দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এল। সে ছিল আসলাম (গোত্রের) এক ব্যক্তি। আমার দিকে সে দৌড়ে এল এবং পাহাড়ের উপর চলে (আওয়াজ দিল)। তার আওয়াজ ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী ছিল। সুতরাং যখন সে আমার কাছে এল, যার সুসংবাদের আওয়াজ আমি শুনেছিলাম, তখন আমি তার সুসংবাদ দানের বিনিময়ে আমার দেহ থেকে দু'খানি বস্ত্র খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর কসম! সে সময় আমার কাছে এ দুটি ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর আমি নিজে দু'খানি কাপড় অস্থায়ীভাবে ধার নিয়ে পরিধান করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে মুবারকবাদ জানাতে লাগল এবং বলতে লাগল, আল্লাহ তাআলা তোমার তাওবাহ কবুল করেছেন, তাই তোমাকে ধন্যবাদ। অতঃপর আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। (দেখলাম,) রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে আছেন এবং তাঁর চারিপাশে লোকজন আছে। ত্বালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ﷺ উঠে ছুটে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে মুবারকবাদ দিলেন। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া আর কেউ উঠলেন না। সুতরাং কা'ব ত্বালহা ﷺ-এর এই ব্যবহার কখনো ভুলতেন না। কা'ব বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম জানালাম, তখন তিনি তাঁর খুশীময় উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আমাকে বললেন, তোমার মা তোমাকে যখন প্রসব করেছে তখন থেকে তোমার জীবনের বিগত সর্বাধিক শুভদিনের তুমি সুসংবাদ নাও! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এই শুভসংবাদ আপনার পক্ষ থেকে, না কি আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি বললেন, না, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত, মনে হত যেন তা একফালি চাঁদ এবং এতে আমরা তাঁর এ (খুশী হওয়ার) কথা বুঝতে পারতাম। অতঃপর যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে বসলাম, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার তওবা কবুল হওয়ার দরুন আমি আমার সমস্ত মাল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের রাস্তায় সাদকাহ করে দিচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি কিছু মাল নিজের জন্য রাখ, তোমার জন্য তা উত্তম হবে। আমি বললাম যাই হোক! আমি আমার খায়বারের (প্রাপ্ত) অংশ রেখে নিচ্ছি। আর আমি এ কথাও বললাম যে, হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাকে সত্যবাদিতার কারণে (এই বিপদ থেকে) উদ্ধার করলেন। আর এটাও আমার তওবার দাবী যে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, সর্বদা সত্য কথাই বলব। অতএব আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি রসূল ﷺ-এর সঙ্গে সত্য কথা বলার প্রতিজ্ঞা করলাম আমি জানি না যে, আল্লাহ তাআলা কোন মুসলমানকে সত্য কথার বলার প্রতিদান স্বরূপ উৎকৃষ্ট পুরস্কার দিয়েছেন। আল্লাহর কসম! আমি যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ কথা বলেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত আমি মিথ্যা কথা বলার ইচ্ছা করিনি। আর আশা করি যে, বাকী জীবনেও আল্লাহ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাআলা আমাকে এ থেকে নিরাপদ রাখবেন।

কা'ব বলেন, আল্লাহ তাআলা (আমাদের ব্যাপারে আয়াত) অবতীর্ণ করেছেন, (যার অর্থ), "আল্লাহ ক্ষমা করলেন নবীকে এবং মুহাজির ও আনসারদেরকে যারা সংকট মুহূর্তে নবীর অনুগামী হয়েছিল, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বাঁকা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি বড় স্নেহশীল, পরম করুণাময়। আর ঐ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয়েছিল; পরিশেষে পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের জীবন তাদের জন্য দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল আর তারা উপলব্ধি করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তওবা করে। নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তওবা গ্রহণকারী, পরম করুণাময়। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।" *(সূরাহ তাওবাহ ১১৭-১১৯ আয়াত)*

কা'ব বিন মালেক বলেন, আল্লাহ আমাকে ইসলামের জন্য হেদায়াত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সত্য কথা বলা অপেক্ষা বড় পুরস্কার আমার জীবনে আল্লাহ আমাকে দান করেননি। ভাগ্যে আমি তাঁকে মিথ্যা কথা বলিনি। নচেৎ তাদের মত আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম, যারা মিথ্যা বলেছিল। আল্লাহ তাআলা যখন অহী অবতীর্ণ করলেন তখন নিকৃষ্টভাবে মিথ্যুকদের নিন্দা করলেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে বললেন, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তখন অচিরেই তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; অতএব তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে অতিশয় ঘৃণ্য, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হল তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজী হবেন না। *(ঐ ৯৫-৯৬ আয়াত)*

কা'ব ﷺ বলেন, হে তিনজন! আমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পিছিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের থেকে যাদের মিথ্যা কসম রাসূলুল্লাহ ﷺ (অজান্তে) গ্রহণ করলেন, তাদের বায়আত নিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ব্যাপারটা পিছিয়ে দিলেন। পরিশেষে মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে ফায়সালা দিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, "আর ঐ তিন ব্যক্তিকেও ক্ষমা করলেন, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।" পিছনে রাখার যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তার অর্থ যুদ্ধ থেকে আমাদের পিছনে থাকা নয়। বরং (এর অর্থ) আমাদের ব্যাপারটাকে ঐ লোকদের ব্যাপার থেকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যারা তাঁর কাছে শপথ করেছিল এবং ওযর পেশ করেছিল। ফলে তিনি তা কবূল করে নিয়েছিলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

আর একটি বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ তাবূকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবার বের হয়েছিলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি সফর থেকে কেবল দিনে চাশ্তের (সূর্য একটু উপরে উঠার) সময় আসতেন এবং এসে সর্বপ্রথম মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়তেন অতঃপর সেখানেই বসে যেতেন (এবং লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বাসায় যেতেন।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَنْ أَبِي نُجَيد عِمْرَانَ بن الحُصَيْنِ الخُزَاعِيِّ رضي الله عنهما : أنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رسولَ الله ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى ، فقالتْ : يَا رسولَ الله، أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبِيُّ الله ﷺ وَلِيَّها ، فقالَ : ((أَحْسِنْ إِلَيْهَا ، فإذا وَضَعَتْ فَأْتِني)) فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نبيُّ الله ﷺ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فقالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُول الله وَقَدْ زَنَتْ ؟ قَالَ: ((لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنفْسِها لله - عز وجل - ؟!)) رواه مسلم .

১০/২৩। আবূ নুজাইদ ইমরান ইবনে হুসাইন খুযায়ী ﷺ হতে বর্ণিত যে, জুহাইনা গোত্রের একটি নারী আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খিদমতে হাজির হল। সে অবৈধ মিলনে গর্ভবতী ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি দন্ডনীয় অপরাধ করে ফেলেছি তাই আপনি আমাকে শাস্তি দিন! সুতরাং আল্লাহর নবী ﷺ তার আত্মীয়কে ডেকে বললেন, তুমি একে নিজের কাছে যত্ন সহকারে রাখ এবং সন্তান প্রসবের পর একে আমার নিকট নিয়ে এসো। সুতরাং সে তাই করল (অর্থাৎ, প্রসবের পর তাকে রসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে এল)। আল্লাহর নবী ﷺ তার কাপড় তার (শরীরের) উপর মজবুত করে বেঁধে দেওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন। উমার ﷺ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই মেয়ের জানাযার নামায পড়লেন, অথচ সে ব্যভিচার করেছিল? তিনি বললেন, (উমার! তুমি জান না যে,) **এই স্ত্রী লোকটি এমন বিশুদ্ধ তওবা করেছে, যদি তা মদীনার ৭০টি লোকের মধ্যে বন্টন করা হত তা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।** এর চেয়ে কি তুমি কোন উত্তম কাজ পেয়েছ যে, সে আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণকে কুরবান করে দিল? *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ : ((لَوْ أنَّ لابنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أنْ يكُونَ لَهُ وَادِيان ، وَلَنْ يَمْلأَ فَاهُ إلاَّ التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ)). مُتَّفَقٌ عليه

১১/২৪। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যদি আদম সন্তানের সোনার একটি উপত্যকা হয়, তবুও সে চাইবে যে, তার কাছে দুটি উপত্যকা হোক। (কবরের) মাটিই একমাত্র তার মুখ পূর্ণ করতে পারবে। **আর যে তওবা করে, আল্লাহ তওবা গ্রহণ করেন।** *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أبي هُرَيرَةَ ﷺ أنَّ رسولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((يَضْحَكُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى رَجُلَيْنِ يقْتلُ أَحَدهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الجَنَّةَ ، يُقَاتِلُ هَذَا في سَبيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ ، ثُمَّ يتُوبُ اللهُ عَلَى القَاتلِ فَيُسْلِم فَيُسْتَشْهَدُ)). مُتَّفَقٌ عليه

১২/২৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু অতাআলা ঐ দুটি লোককে দেখে হাসেন, যাদের মধ্যে একজন অপরজনকে হত্যা করে এবং দু'জনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিহত ব্যক্তিকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা অবস্থায় (কোন কাফের কর্তৃক) হত্যা করে দেওয়া হল। পরে আল্লাহ তাআলা হত্যাকারী কাফেরকে **তওবা করার তাওফীক প্রদান করেন।** ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়। *(বুখারী-মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩

সবর (ধৈর্যের) বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا } [آل عمران : ٢٠٠]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর। *(সূরা আলে ইমরান ২০০ আয়াত)*

তিনি আরোও বলেন,

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ}

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে কিছু ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং কিছু ধনপ্রাণ এবং ফলের (ফসলের) নোকসান দ্বারা পরীক্ষা করব; আর তুমি ধৈর্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। *(সূরা বাকারাহ ১৫৫ আয়াত)*

তিনি আরোও বলেন,

{ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } [الزمر :١٠]

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। *(সূরা যুমার ১০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ } [الشورى: ٤٣]

অর্থাৎ, অবশ্যই যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে, নিশ্চয় তা দৃঢ়-সংকল্পের কাজ। *(সূরা শুরা ৪৩ আয়াত)*

{ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ } [البقرة : ١٥٣]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা বাকারাহ ১৫৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ }[محمد : ٣١]

অর্থাৎ, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি তোমাদের মধ্যে মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে জেনে নিই এবং আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করি। *(সূরা মুহাম্মাদ ৩১ আয়াত)*

যে আয়াতসমূহে ধৈর্যের আদেশ এবং তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে তার সংখ্যা অনেক ও প্রসিদ্ধ।

وَعَن أبي مَالِك الحَارِث بن عَاصِم الأشعريِّ ﷺ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله ﷺ: ((الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمان ، والحَمدُ لله تَمْلأُ الميزَانَ ، وَسُبْحَانَ الله والحَمدُ لله تَملآن - أَوْ تَمْلأُ - مَا بَينَ السَّماوَات وَالأَرْضِ، والصَّلاةُ نُورٌ ، والصَّدقةُ بُرهَانٌ ، والصَّبْرُ ضِياءٌ ، والقُرْآنُ حُجةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُها)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১/২৬। আবূ মালিক হারিস ইবনে আ'সেম আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর 'আলহামদু লিল্লাহ' (কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ করে দেয়। নামায হচ্ছে জ্যোতি। সাদকাহ হচ্ছে প্রমাণ। **ধৈর্য হল আলো**। আর কুরআন তোমার সপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল সকাল স্বকর্মে বের হয় এবং তার আত্মার ব্যবসা করে। অতঃপর সে তাকে (শাস্তি থেকে) মুক্ত করে অথবা তাকে (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে) বিনাশ করে। *(মুসলিম)*

وَعَن أبي سَعيد سَعد بن مَالك بن سِنَان الخُدري رَضيَ الله عَنهُمَا : أَنَّ نَاساً مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رسولَ الله ﷺ فَأَعْطَاهُمْ ، ثُمَّ سَألوهُ فَأَعْطَاهُمْ ، حَتَّى نَفدَ مَا عندَهُ ، فَقَالَ لَهُمْ حينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيءٍ بيَدِه : ((مَا يَكُنْ عِنْدي منْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفهُ الله ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ . وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)). مُتَّفَقٌ عليه

২/২৭। আবূ সায়ীদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত যে কিছু আনসারী আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি তাদেরকে দিলেন। পুনরায় তারা দাবী করল। ফলে তিনি (আবার) তাদেরকে দিলেন। এমনকি যা কিছু তাঁর কাছে ছিল তা সব নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর যখন তিনি সমস্ত জিনিষ নিজ হাতে দান করে দিলেন তখন তিনি বললেন, আমার কাছে যা কিছু (মাল) আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে কখনই জমা করে রাখব না। (কিন্তু তোমরা একটি কথা মনে রাখবে,) যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি (চাওয়া থেকে) অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। **যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ, তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন**। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হতে পারে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنْ أبي يَحيَى صُهَيب بن سِنَان ﷺ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((عَجَباً لأَمْرِ الْمُؤمنِ إنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ ولَيسَ ذلكَ لأَحَدٍ إلاَّ للمُؤْمن : إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكانَ خَيراً لَهُ ، وإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْراً لَهُ)). رواه مسلم

৩/২৮। আবূ ইয়াহয়া সুহাইব ইবনে সিনান ﷺ হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। **আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে**। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়। (মুসলিম)

وعن أنَسٍ ﷺ، قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبيُّ ﷺ جَعلَ يَتَغَشَّاهُ الكَرْبُ ، فَقَالَتْ فَاطمَةُ رَضيَ الله عَنهَا : وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ . فقَالَ : ((لَيْسَ عَلَى أَبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ)) فَلَمَّا مَاتَ ، قَالَتْ : يَا أَبَتَاهُ ، أَجَابَ رَبّاً دَعَاهُ ! يَا أَبَتَاهُ ، جَنَّةُ الفردَوسِ مَأْوَاهُ ! يَا أَبَتَاهُ ، إلَى جبْريلَ نَنْعَاهُ ! فَلَمَّا دُفنَ قَالَتْ فَاطمَةُ رَضي الله عنها : أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُول الله ﷺ التُّرَابَ ؟! رواه البخاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/২৮। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, যখন নবী ﷺ বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাকে কষ্ট ঘিরে ফেলল, তখন (তাঁর কন্যা) ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, হায়! আব্বাজানের কষ্ট! তিনি ﷺ এ কথা শুনে বললেন, আজকের দিনের পর তোমার পিতার কোন কষ্ট হবে না। অতঃপর যখন তিনি দেহত্যাগ করলেন, তখন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, হায় আব্বাজান! প্রভু যখন তাঁকে আহবান করলেন তখন তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। হায় আব্বাজান! জান্নাতুল ফিরদাউস তাঁর বাসস্থান। হায় আব্বাজান! আমরা জিবরীলকে আপনার মৃত্যু-সংবাদ দেব। অতঃপর যখন তাঁকে সমাধিস্থ করা হল, তখন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) (সাহাবাদেরকে) বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর উপর মাটি ফেলতে কি তোমাদেরকে ভাল লাগল? *(বুখারী)*

وعن أبي زَيد أُسَامَةَ بن زيد بن حارثةَ مَوْلَى رسول الله ﷺ وحِبِّه وابن حِبِّه رَضِيَ اللهُ عنهما ، قَالَ: أَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ إنَّ ابْني قَد احْتُضِرَ فَاشْهَدنَا ، فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلامَ ، ويقُولُ : ((إنَّ للهِ مَا أخَذَ وَلَهُ مَا أعطَى وَكُلُّ شَيءٍ عِندَهُ بِأجَلٍ مُسَمًّى فَلتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ)) فَأَرسَلَتْ إِلَيْه تُقْسِمُ عَلَيه لَيَأتِيَنَّهَا . فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ ﷺ، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّبِيُّ ، فَأَقْعَدَهُ في حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ ، فَفَاضَتْ عَينَاهُ فَقالَ سَعدٌ : يَا رسولَ الله ، مَا هَذَا ؟ فَقالَ : ((هذِهِ رَحمَةٌ جَعَلَها اللهُ تَعَالَى في قُلُوبِ عِبَادِهِ)). وفي رواية : ((فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّما يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبادِهِ الرُّحَماءَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৫/৩০। আবূ যায়েদ উসামাহ ইবনে যাইদ ইবনে হারেষাহ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর স্বাধীনকৃত দাস এবং তাঁর প্রিয়পাত্র তথা প্রিয়পাত্রের পুত্র হতে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর কন্যা তাঁর নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, আমার ছেলের মর মর অবস্থা, তাই আপনি আমাদের এখানে আসুন। তিনি সালাম দিয়ে সংবাদ পাঠালেন যে, আল্লাহ তাআলা যা নিয়েছেন তা তাঁরই এবং যা দিয়েছেন তাও তাঁরই। আর তাঁর কাছে প্রতিটি জিনিসের এক নির্দিষ্ট সময় আছে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং সওয়াবের আশা রাখে। রসূল ﷺ-এর কন্যা পুনরায় কসম দিয়ে বলে পাঠালেন যে, তিনি যেন অবশ্যই আসেন। ফলে তিনি সা'দ ইবনে উবাদাহ, মুআয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যাইদ ইবনে যাবেত ﷺ এবং আরো কিছু লোকের সঙ্গে সেখানে গেলেন। শিশুটিকে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তুলে দেওয়া হল। তিনি তাকে নিজ কোলে বসালেন। সে সময় তার প্রাণ ধুক্‌ধুক্‌ করছিল। (তার এই অবস্থা দেখে) তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। সা'দ ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! একি? তিনি বললেন, এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। আর একটি বর্ণনায় আছে, যে সব বান্দার অন্তরে তিনি চান তাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল মাত্র দয়ালুদের প্রতিই দয়া করেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن صُهَيب ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ : ((كَانَ مَلِكٌ فيمَنْ كَانَ قَبلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ للمَلِكِ : إنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلاماً أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ ؛ فَبَعثَ إِلَيْه غُلاماً يُعَلِّمُهُ ، وَكَانَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

في طريقه إذَا سَلَكَ رَاهِبٌ ، فَقَعَدَ إِلَيْه وسَمِعَ كَلامَهُ فَأعْجَبَهُ ، وَكانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ ، مَرَّ بالرَّاهب وَقَعَدَ إِلَيْه ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ ، فَشَكَا ذلكَ إِلَى الرَّاهب ، فَقَالَ : إِذَا خَشيتَ السَّاحِرَ ، فَقُلْ : حَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا خَشيتَ أهلَكَ ، فَقُلْ : حَبَسَنِي السَّاحِرُ فَبَيْنَما هُوَ عَلَى ذلكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّة عَظيمَة قَدْ حَبَسَت النَّاسَ ، فَقَالَ : اليَوْمَ أعْلَمُ السَّاحرُ أفْضَلُ أم الرَّاهبُ أفْضَلُ ؟ فَأخَذَ حَجَراً، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إنْ كَانَ أمْرُ الرَّاهب أَحَبَّ إِلَيْكَ منْ أمْرِ السَّاحرِ فَاقْتُلْ هذه الدّابَّةَ حَتَّى يَمضيَ النَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَها ومَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَخبَرَهُ . فَقَالَ لَهُ الرَّاهبُ : أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ اليَومَ أفْضَل منِّي قَدْ بَلَغَ منْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإن ابْتُليتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ ؛ وَكانَ الغُلامُ يُبْرِىءُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرصَ ، ويداوي النَّاسَ منْ سَائرِ الأَدْوَاء . فَسَمعَ جَليسٌ للملك كَانَ قَدْ عَميَ ، فأتاه بَهَدَايا كَثيرَة ، فَقَالَ : مَا ها هُنَا لَكَ أَجْمعُ إنْ أنتَ شَفَيتَني ، فَقَالَ : إنّي لا أشْفي أَحَداً إنَّمَا يَشفي اللهُ تَعَالَى ، فَإنْ آمَنْتَ باللهِ تَعَالَى دَعَوتُ اللهَ فَشفَاكَ ، فَآمَنَ باللهِ تَعَالَى فَشفَاهُ اللهُ تَعَالَى ، فَأَتَى المَلكَ فَجَلسَ إِلَيْه كَما كَانَ يَجلسُ ، فَقَالَ لَهُ المَلكُ : مَنْ رَدّ عَلَيْكَ بَصرَكَ ؟ قَالَ : رَبِّي ، قَالَ : وَلَكَ رَبٌّ غَيري ؟ قَالَ : رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الغُلامِ ، فَجيء بالغُلاَمِ ، فَقَالَ لَهُ المَلكُ : أيْ بُنَيَّ ، قَدْ بَلَغَ منْ سحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وتَفْعَلُ وتَفْعَلُ ! فَقَالَ : إنِّي لا أَشْفي أحَداً ، إنَّمَا يَشفي اللهُ تَعَالَى . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهب ؛ فَجيء بالرَّاهب فَقيلَ لَهُ : ارجعْ عَنْ دينكَ ، فَأَبَى ، فَدَعَا بالمنْشَارِ فَوُضعَ المنْشَارُ في مَفْرق رَأسه ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شقَّاهُ ، ثُمَّ جيءَ بجَليس المَلك فقيل لَهُ : ارْجعْ عَنْ دينكَ، فَأَبَى ، فَوضعَ المنْشَارُ في مَفْرق رَأسه ، فَشَقَّهُ به حَتَّى وَقَعَ شقَّاهُ ، ثُمَّ جيءَ بالغُلاَمِ فقيلَ لَهُ: ارْجعْ عَنْ دينكَ ، فَأَبَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر منْ أصْحَابه ، فَقَالَ : اذْهَبُوا به إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا به الجَبَل ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذرْوَتَهُ فَإنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإلاَّ فَاطْرَحُوهُ . فَذَهَبُوا به فَصَعدُوا به الجَبَلَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أكْفنيهمْ بمَا شئْتَ ، فَرَجَفَ بهمُ الجَبلُ فَسَقَطُوا، وَجاءَ يَمشي إِلَى المَلك ، فَقَالَ لَهُ المَلكُ : مَا فَعَلَ أصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانيهمُ اللهُ تَعَالَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر منْ أَصْحَابه فَقَالَ: اذْهَبُوا به فاحْملُوهُ في قُرْقُور وتَوَسَّطُوا به البَحْرَ ، فَإنْ رَجعَ عَنْ دينه وإلاَّ فَاقْذفُوهُ . فَذَهَبُوا به ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أكْفنيهمْ بمَا شئْتَ ، فانْكَفَأَتْ بهمُ السَّفينةُ فَغَرقُوا ، وَجَاء يَمْشي إِلَى المَلك . فَقَالَ لَهُ المَلكُ : مَا فعلَ أصْحَابُكَ ؟ فَقَالَ : كَفَانيهمُ اللهُ تَعَالَى . فَقَالَ للمَلك : إنَّكَ لَسْتَ بقَاتلي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ به . قَالَ : مَا هُوَ ؟ قَالَ : تَجْمَعُ النَّاسَ في صَعيد وَاحد وتَصْلُبُني عَلَى جذْعٍ ، ثُمَّ خُذْ سَهْماً منْ كنَانَتي ، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ في كَبد القَوْس ثُمَّ قُلْ : بسْم اللهِ ربِّ الغُلاَمِ، ثُمَّ ارْمني، فَإنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذلكَ قَتَلتَني، فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيدٍ واحدٍ ، وَصَلَبَهُ عَلَى جذْعٍ ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مِنْ كِنَانَتِه ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبِدِ القَوْسِ ، ثُمَّ قَالَ : بِسمِ اللهِ رَبِّ الغُلامِ ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوقَعَ فِي صُدْغِه، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِه فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّاسُ : آمَنَّا بِرَبِّ الغُلامِ ، فَأُتِيَ المَلِكُ فقيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ واللهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ . قَدْ آمَنَ النَّاسُ . فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ بأفْواهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وأُضْرِمَ فيهَا النِّيرانُ وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِه فَأَقْحِموهُ فيهَا ، أَوْ قيلَ لَهُ: اقتَحِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءت امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهَا، فَقَالَ لَهَا الغُلامُ : يَا أُمَّهْ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الحَقِّ !)). رواه مسلم

৬/৩১। সুহাইব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ব যুগে একজন বাদশাহ ছিলেন এবং তাঁর (উপদেষ্টা) এক যাদুকর ছিল। যাদুকর বার্ধক্যে উপনীত হলে বাদশাহকে বলল যে, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেলাম তাই আপনি আমার নিকট একটি বালক পাঠিয়ে দিন, যাতে আমি তাকে যাদু-বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারি। ফলে বাদশাহ তার কাছে একটি বালক পাঠাতে আরম্ভ করল, যাকে সে যাদু শিক্ষা দিত। তার যাতায়াত পথে এক পাদরী বাস করতেন। যখনই বালকটি যাদুকরের কাছে যেত, তখনই পাদরীর নিকটে কিছুক্ষণের জন্য বসত, তাঁর কথা তাকে ভাল লাগত। ফলে সে যখনই যাদুকরের নিকট যেত, তখনই যাওয়ার সময় সে পাদরীর কাছে বসত। যখন সে পাদরীর কাছে আসত যাদুকর তাকে (তার বিলম্বের কারণে) মারত। ফলে সে পাদরীর নিকটে এর অভিযোগ করল। পাদরী বললেন, যখন তোমার ভয় হবে যে, যাদুকর তোমাকে মারধর করবে, তখন তুমি বলবে, আমার বাড়ির লোক আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল। আর যখন বাড়ির লোকে মারবে বলে আশঙ্কা হবে, তখন তুমি বলবে যে, যাদুকর আমাকে (কোন কাজে) আটকে দিয়েছিল।

সুতরাং সে এভাবেই দিনপাত করতে থাকল। একদিন বালকটি তার চলার পথে একটি বিরাট (হিংস্র) জন্তু দেখতে পেল। ঐ (জন্তু)টি লোকের পথ অবরোধ করে রেখেছিল। বালকটি (মনে মনে) বলল, আজ আমি জানতে পারব যে, যাদুকর শ্রেষ্ঠ না পাদরী? অতঃপর সে একটি পাথর নিয়ে বলল, হে আল্লাহ! যদি পাদরীর বিষয়টি তোমার নিকটে যাদুকরের বিষয় থেকে পছন্দনীয় হয়, তাহলে তুমি এই পাথর দ্বারা এই জন্তুটিকে মেরে ফেল। যাতে (রাস্তা নিরাপদ হয়) এবং লোকেরা চলাফিরা করতে পারে। (এই দুআ করে) সে জন্তুটাকে পাথর ছুড়ল এবং তাকে হত্যা করে দিল। এর পর লোকেরা চলাফিরা করতে লাগল। বালকটি পাদরীর নিকটে এসে ঘটনাটি বর্ণনা করল। পাদরী তাকে বলল, বৎস! তুমি আজ আমার চেয়ে উত্তম। তোমার (ঈমান ও একীনের) ব্যাপার দেখে আমি অনুভব করছি যে, শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সুতরাং যখন তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, তখন তুমি আমার রহস্য প্রকাশ করে দিও না।

আর বালকটি (আল্লাহর আদেশে) জন্মান্ধত্ব ও কুষ্ঠরোগ ভাল করত এবং অন্যান্য সমস্ত রোগের চিকিৎসা করত। (এমতাবস্থায়) বাদশাহর জনৈক দরবারী অন্ধ হয়ে গেল। যখন সে বালকটির কথা শুনল, তখন প্রচুর উপঢৌকন নিয়ে তার কাছে এল এবং তাকে বলল যে, তুমি যদি আমাকে ভাল করতে পার, তাহলে এ সমস্ত উপঢৌকন তোমার। সে বলল, আমি তো কাউকে আরোগ্য দিতে পারি না, আল্লাহ তাআলাই আরোগ্য দান করে থাকেন। যদি তুমি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব, ফলে তিনি তোমাকে অন্ধত্বমুক্ত করবেন। সুতরাং সে তার প্রতি ঈমান আনল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে পূর্বেকার অভ্যাস অনুযায়ী বাদশাহর কাছে গিয়ে বসল। বাদশাহ তাকে বলল, কে তোমাকে চোখ ফিরিয়ে দিল? সে বলল, আমার প্রভু! সে বলল, আমি ব্যতীত তোমার অন্য কেউ প্রভু আছে? সে বলল, আমার প্রভু ও আপনার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ। বাদশাহ তাকে গ্রেপ্তার করল এবং তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ (চিকিৎসক) বালকের কথা বলে দিল। অতএব তাকে (বাদশার দরবারে) নিয়ে আসা হল। বাদশাহ তাকে বলল, বৎস! তোমার কৃতিত্ব ঐ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করছ এবং আরো অনেক কিছু করছ। বালকটি বলল, আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না, আরোগ্য দানকারী হচ্ছেন একমাত্র মহান আল্লাহ। বাদশাহ তাকেও গ্রেপ্তার করে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঐ পাদরীর কথা বলে দিল।

অতঃপর পাদরীকেও (তার কাছে) নিয়ে আসা হল। পাদরীকে বলা হল যে, তুমি নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যাও। তিনি অস্বীকার করলেন। ফলে তাঁর মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল। করাতটি তাঁকে (চিরে) দ্বিখন্ডিত করে দিল; এমনকি তাঁর দুই ধার (মাটিতে) পড়ে গেল। তারপর বাদশাহর দরবারীকে নিয়ে আসা হল এবং তাকে বলা হল যে, তোমার ধর্ম পরিত্যাগ কর। সেও (বাদশার কথা) প্রত্যাখান করল। ফলে তাঁর মাথার সিঁথিতে করাত রাখা হল। তা দিয়ে তাঁকে (চিরে) দ্বিখন্ডিত করে দিল; এমনকি তাঁর দুই ধার (মাটিতে) পড়ে গেল। তারপর বালকটিকে নিয়ে আসা হল। অতঃপর তাকে বলা হল যে, তুমি ধর্ম থেকে ফিরে এস। সেও অসম্মতি জানাল। সুতরাং বাদশাহ তাকে তার কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, একে অমুক অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও, তার উপরে তাকে আরোহণ করাও। অতঃপর যখন তোমরা তার চূড়ায় পৌঁছবে (তখন তাকে ধর্ম-ত্যাগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর) যদি সে নিজের ধর্ম থেকে ফিরে যায় তাহলে ভাল, নইলে তাকে ওখান থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও। সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর আরোহণ করল। বালকটি আল্লাহর কাছে দুআ করল, হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তাদের মুকাবেলায় যে ভাবেই চাও যথেষ্ট হয়ে যাও। সুতরাং পাহাড় কেঁপে উঠল এবং তারা সকলেই নীচে পড়ে গেল।

বালকটি হেঁটে বাদশার কাছে উপস্থিত হল। বাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার সঙ্গীদের কি হল? বালকটি বলল, আল্লাহ তাআলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন।

বাদশাহ আবার তাঁর কিছু বিশেষ লোকের হাতে সঁপে দিয়ে বলল যে, একে নিয়ে তোমরা নৌকায় চড় এবং সমুদ্রের মধ্যস্থলে গিয়ে তাকে ধর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর! যদি সে স্বধর্ম থেকে ফিরে আসে, তাহলে ঠিক আছে। নইলে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দাও। সুতরাং তারা তাকে নিয়ে গেল। অতঃপর বালকটি (নৌকায় চড়ে) দুআ করল, হে আল্লাহ! তুমি এদের মোকাবেলায় যেভাবে চাও আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও। কাজে কাজেই নৌকা উল্টে গেল এবং তারা সকলেই পানিতে ডুবে গেল।

তারপর বালকটি হেঁটে বাদশাহর কাছে এল। বাদশাহ বলল, তোমার সঙ্গীদের কি হল?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বালকটি বলল, আল্লাহ তাআলা তাদের মোকাবেলায় আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছেন। পুনরায় বালকটি বাদশাহকে বলল যে, আপনি আমাকে সে পর্যন্ত হত্যা করতে পারবেন না, যে পর্যন্ত না আপনি আমার নির্দেশিত পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। বাদশাহ বলল, তা কি? সে বলল, আপনি একটি মাঠে লোকজন একত্রিত করুন এবং গাছের গুঁড়িতে আমাকে ঝুলিয়ে দিন। অতঃপর আমার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রাখুন তারপর বলুন, 'বিসমিল্লাহি রাব্বি গুলাম!' (অর্থাৎ, এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর আমাকে তীর মারুন। এইভাবে করলে আপনি আমাকে হত্যা করতে সফল হবেন।

সুতরাং (বালকটির নির্দেশানুযায়ী) বাদশাহ একটি মাঠে লোকজন একত্রিত করল এবং গাছের গুঁড়িতে তাকে ঝুলিয়ে দিল। অতঃপর তার তূণ থেকে একটি তীর নিয়ে তা ধনুকের মাঝে রেখে বলল, 'বিসমিল্লাহি রাব্বি গুলাম!' (অর্থাৎ, এই বালকের প্রতিপালক আল্লাহর নামে মারছি।) অতঃপর তাকে তীর মারল। তীরটি তার কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানে (কানমুতোয়) লাগল। বালকটি তার কানমুতোয় হাত রেখে মারা গেল। অতঃপর লোকেরা (বালকটির অলৌকিকতা দেখে) বলল যে, আমরা এই বালকটির প্রভুর উপর ঈমান আনলাম। বাদশার কাছে এসে বলা হল যে, আপনি যার ভয় করছিলেন তাই ঘটে গেছে, লোকেরা (আল্লাহর প্রতি) ঈমান এনেছে। সুতরাং সে পথের দুয়ারে গর্ত খুঁড়ার আদেশ দিল। ফলে তা খুঁড়া হল এবং তাতে আগুন জ্বালানো হল। বাদশাহ আদেশ করল যে, যে দ্বীন থেকে না ফিরবে তাকে এই আগুনে নিক্ষেপ কর অথবা তাকে বলা হল যে, তুমি আগুনে প্রবেশ কর। তারা তাই করল। শেষ পর্যন্ত একটি স্ত্রীলোক এল। তার সঙ্গে তার একটি শিশু ছিল। সে তাতে পতিত হতে কুণ্ঠিত হলে তার বালকটি বলল-আম্মা! **তুমি সবর কর।** কেননা, তুমি সত্যের উপরে আছ। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامرَأَةٍ تَبكِي عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ : ((اتَّقِي اللهَ واصْبِرِي)) فَقَالَتْ : إِلَيْكَ عَنِّي ؛ فإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعرِفْهُ ، فَقِيلَ لَهَا : إِنَّه النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ ، فقالتْ : لَمْ أعْرِفكَ ، فَقَالَ : ((إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولى)). مُتَّفَقٌ عَلَيه.

وفي رواية لمسلم : ((تَبكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا))

৭/৩২। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ একটি মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন, **তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।** সে বলল, আপনি আমার নিকট হতে দূরে সরে যান। কারণ, আমি যে বিপদে পড়েছি আপনি তাতে পড়েননি। সে তাঁকে চিনতে পারেনি (তাই সে চরম শোকে তাঁকে অসঙ্গত কথা বলে ফেলল)। অতঃপর তাকে বলা হল যে, তিনি নবী ﷺ ছিলেন। সুতরাং (এ কথা শুনে) সে নবী ﷺ-এর দুয়ারের কাছে এল। সেখানে সে দারোয়ানদেরকে পেল না। অতঃপর সে (সরাসরি প্রবেশ করে) বলল, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি ﷺ বললেন, **আঘাতের শুরুতে সবর করাটাই হল প্রকৃত সবর।** *(বুখারী-মুসলিম)*

মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে, সে (মহিলাটি) তার মৃত শিশুর জন্য কাঁদছিল।

وعن أبي هريرة ﷺ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ : ((يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : مَا لعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الجَنَّةَ)). رواه البخاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৮/৩৩। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন আমার মু'মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নেই যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম কাউকে কেড়ে নিই এবং সে **সওয়াবের নিয়তে সবর করে।** *(বুখারী)*

وعن عائشةَ رضيَ الله عنها: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الطّاعُون، فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ كَانَ عَذَاباً يَبْعَثُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ اللهُ تعالى رَحْمَةً لِلْمُؤْمنينَ ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْـــدٍ يَقَـــعُ فِي الطَّـــاعُونِ فَيَمكُثُ فِي بلدِهِ صَابراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشّهِيدِ .

رواه البخاري

৯/৩৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহ আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাঁকে বললেন যে, এটা আযাব; আল্লাহ তাআলা যার প্রতি ইচ্ছা করেন এটা প্রেরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা একে মু'মিনদের জন্য রহমত বানিয়ে দিলেন। ফলে (এখন) যে ব্যক্তি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে এবং **সে নিজ দেশে ধৈর্য সহকারে নেকীর নিয়তে অবস্থান করবে,** সে জানবে যে, তাকে তাইই পৌছবে যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য লিখে দিয়েছেন, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য শহীদের মত পুরস্কার রয়েছে। *(বুখারী)*

وعن أنس ﷺ قَالَ : سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول : ((إنَّ الله - عز وجل - قَـــالَ : إِذَا ابْتَلَيْـــتُ عبدي بحَبيبتَيه فَصَبرَ عَوَّضتُهُ مِنْهُمَا الجَنَّةَ)) يريد عينيه. رواه البخاري

১০/৩৫। আনাস ﷺ বর্ণনা করেন যে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন আমি আমার বান্দাকে তার প্রিয়তম জিনিস দ্বারা (অর্থাৎ চক্ষু থেকে বঞ্চিত করে) পরীক্ষা করি এবং **সে সবর করে আমি তাকে এ দু'টির বিনিময়ে জান্নাত প্রদান করব।** *(বুখারী)*

وعن عطَاء بن أبي رَباحٍ ، قَالَ : قَالَ لي ابنُ عَباسٍ رضي اللهُ عنهما : ألاَ أُريكَ امْرَأَةً مِـــنْ أَهْـــلِ الجَنَّة؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ : هذه المَرْأَةُ السَّوداءُ أَتَت النَّبيَّ ﷺ، فَقَالَتْ : إِنّي أُصْرَعُ، وإِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فادْعُ اللهَ تَعَالَى لي . قَالَ : ((إِنْ شئْتِ صَبَرتِ وَلَكِ الجَنَّةُ ، وَإِنْ شـــئْتِ دَعَـــوتُ اللهَ تَعَـــالَى أَنْ يُعَافيكِ)) فَقَالَتْ : أَصْبِرُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادعُ اللهَ أَنْ لا أَتَكَشَّف ، فَدَعَا لَهَا . مُتَّفَقٌ عَلَيه

১১/৩৬। আত্বা ইবনে আবী রাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইবনে আব্বাস ﷺ আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না! আমি বললাম, হ্যাঁ! তিনি বললেন, এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী ﷺ-এর নিকটে এসে বলল যে, আমার মৃগী রোগ আছে, আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য দুআ করুন। তিনি বললেন, **তুমি যদি চাও তাহলে সবর কর; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে।** আর যদি চাও তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে দুআ করব। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি সবর করব। অতঃপর সে বলল, (রোগ উঠার সময়) আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমার দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়। ফলে নবী ﷺ তার জন্য দুআ করলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أبي عَبد الرَّحمَان عَبد الله بن مَسعُود ﷺ ، قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُول الله ﷺ يَحْكِي نَبِيّـاً مِنَ الأَنْبياءِ ، صَلَواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ ، ضَرَبه قَوْمُهُ فَأَدْمَوهُ ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَـنْ وَجْهِـهِ ، يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَومي ، فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمون)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১২/৩৭। ইবেন মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যেন আল্লাহর রসূল ﷺ-কে নবীদের মধ্যে কোন এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি; (আলাইহিমুস স্বালাতু অস্সালাম) যাঁকে তাঁর স্বজাতি প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে। আর তিনি নিজ চেহারা থেকে রক্ত পরিষ্কার করছেন আর বলছেন, **হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, তারা জ্ঞানহীন।** *(বুখারী-মুসলিম)*

وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ رضيَ الله عنهما ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا يُصيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ ، وَلاَ حَزَنٍ ، وَلاَ أَذىً ، وَلاَ غَمٍّ ، حَتَّى الشَّوكَةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৩/৩৮। আবূ সাঈদ ﷺ ও আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মুসলিমকে যে কোন ক্লান্তি,অসুখ, চিন্তা, শোক এমন কি (তার পায়ে) কাঁটাও লাগে, আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তার গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعودٍ ﷺ ، قَالَ : دخلتُ عَلَى النَّبيِّ ﷺ وَهُوَ يُوعَكُ ، فقلت : يَا رَسُـولَ الله ، إِنَّـكَ تُوْعَكُ وَعْكاً شَديداً ، قَالَ : ((أجَلْ ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلان مِنكُمْ)) قلْتُ: ذلِـكَ أن لَكَ أجْرين ؟ قَالَ : ((أَجَلْ ، ذلكَ كَذلكَ ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصيبُهُ أذىً ، شَوْكَةٌ فَمَا فَوقَهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاته ، وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৪/৩৯। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি জ্বর ভুগছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার যে প্রচন্ড জ্বর! তিনি বললেন, হ্যাঁ! তোমাদের দু'জনের সমান আমার জ্বর আসে। আমি বললাম, তার জন্যই কি আপনার পুরস্কারও দ্বিগুণ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! ব্যাপার তাই-ই। (অনুরূপ) যে কোন মুসলিমকে কোন কষ্ট পৌঁছে, কাঁটা লাগে অথবা তার চেয়েও কঠিন কষ্ট হয়, আল্লাহ তাআলা এর কারণে তার পাপসমূহকে মোচন করে দেন এবং তার পাপসমূহকে এইভাবে ঝরিয়ে দেওয়া হয়; যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

وعن أبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْـراً يُـصِبْ مِنْـهُ)). رواه البخاري

১৫/৪০। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দুঃখ-কষ্টে ফেলেন। *(বুখারী)*

وعن أنس ﷺ ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله ﷺ : ((لا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوتَ لضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَـانَ لاَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

بُدَّ فاعلاً ، فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيراً لِي، وَتَوفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَـيراً لِي)).
مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৬/৪১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কোন বিপদে পড়ার কারণে যেন মরার আকাঙ্ক্ষা না করে। আর যদি তা করতেই হয়, তাহলে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখ; যে পর্যন্ত জীবিত থাকাটা আমার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর আমাকে মরণ দাও; যদি মরণ আমার জন্য মঙ্গলময় হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أَبي عَبد الله خَبَّاب بن الأَرتِّ ﷺ ، قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رسول الله ﷺ وَهُوَ متَوسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ في ظلِّ الكَعْبَة ، فقُلْنَا : أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا ألاَ تَدْعُو لَنا ؟ فَقَالَ : ((قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَـذُ الرَّجُـلُ فَيُحْفَرُ لَهُ في الأرض فَيُجْعَلُ فيهَا ، ثُمَّ يُؤْتَى بالمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأسه فَيُجْعَلُ نصفَين ، وَيُمْـشَطُ بأمْشَاط الحَديد مَا دُونَ لَحْمه وَعَظْمه ، مَا يَصُدُّهُ ذلكَ عَنْ دينه ، وَاللهِ لَيُتمَّنَّ الله هَذَا الأَمْر حَتَّـى يَسيرَ الرَّاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَموتَ لاَ يَخَافُ إلاَّ اللهَ والـذِّئْبَ عَلَـى غَنَمـه ، ولكـنكم تَسْتَعجلُونَ)). رواه البخاري، وفي رواية : ((وَهُوَ مُتَوسِّدٌ بُرْدَةً وَقَدْ لَقينا منَ المُشْركينَ شدَّةً)).

১৭/৪২। খাব্বাব ইবনে আরাত্ত ﷺ বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করলাম (এমতাবস্থায়) যে, তিনি কা'বা ঘরের ছায়ায় একটি চাদরে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম যে, আপনি কি আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) সাহায্য চাইবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য দুআ করবেন না? তিনি বললেন, (তোমাদের জানা উচিত যে,) তোমাদের পূর্বেকার (মু'মিন) লোকেদের এই অবস্থা ছিল যে, একটি মানুষকে ধরে আনা হত, তার জন্য গর্ত খুঁড়ে তাকে তার মধ্যে (পুঁতে) রাখা হত। অতঃপর তার মাথার উপর করাত চালিয়ে তাকে দু'খণ্ড করে দেওয়া হত এবং দেহের মাংসের নিচে হাড় পর্যন্ত লোহার চিরুনী চালিয়ে শাস্তি দেওয়া হত। কিন্তু এই (কঠোর পরীক্ষা) তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ নিশ্চয় এই ব্যাপারটিকে (দ্বীন ইসলামকে) এমন সুসম্পন্ন করবেন যে, একজন আরোহী সানআ থেকে হাযরামাউত একাই সফর করবে; কিন্তু সে (রাস্তায়) আল্লাহ এবং নিজ ছাগলের উপর নেকড়ের আক্রমণ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছ। (বুখারী)

একটি বর্ণনায় আছে যে, নবী ﷺ চাদরকে বালিশ বানিয়ে বিশ্রাম করছিলেন এবং আমরা মুশরিকদের দিক থেকে নানা যাতনা পেয়েছিলাম।

وعن ابن مسعود ﷺ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَومُ حُنَين آثَرَ رَسُولُ الله ﷺ نَاساً في القِـسْمَة ، فَـأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابسٍ مئَةً منَ الإبلِ ، وَأَعْطَى عُيَيْنَة بْنَ حصن مثْلَ ذلكَ ، وَأَعطَى نَاساً منْ أَشْـراف العَرَب وآثَرَهُمْ يَوْمَئذٍ في القسْمَة . فَقَالَ رَجُلٌ : واللهِ إنَّ هذه قسْمَةٌ مَا عُدلَ فيهَا ، وَمَا أُريدَ فيهَـا وَجْهُ الله ، فَقُلْتُ : وَاللهِ لأُخْبرَنَّ رسولَ الله ﷺ ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بمَا قَالَ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَـانَ كالصِّرْف . ثُمَّ قَالَ : ((فَمَنْ يَعْدلُ إذَا لم يَعْدلِ اللهُ وَرسولُهُ ؟)) ثُمَّ قَالَ : ((يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذيَ بأَكْثَرَ منْ هَذَا فَصَبر)) . فَقُلْتُ : لاَ جَرَمَ لاَ أَرْفَعُ إِلَيْه بَعدَهَا حَديثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১৮/৪৩। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, হুনাইন যুদ্ধের গনিমতের মাল বন্টনে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু লোককে (তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য) প্রাধান্য দিলেন (অর্থাৎ, অন্য লোকের তুলনায় তাদেরকে বেশী মাল দিলেন)। সুতরাং তিনি আক্বরা' ইবনে হাবেসকে একশত উঁট দিলেন এবং উয়াইনা ইবনে হিস্‌নকেও তারই মত দিলেন। অনুরূপ আরবের আরো কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষকেও সেদিন (মাল) বন্টনে প্রাধান্য দিলেন। (এ দেখে) একটি লোক বলল, আল্লাহর কসম! এই বন্টনে ইনসাফ করা হয়নি এবং এতে আল্লাহর সন্তোষ লাভের ইচ্ছা রাখা হয়নি! আমি (ইবনে মাসউদ) বললাম, আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমি এই সংবাদ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেব। অতএব আমি তাঁর কাছে এসে সেই সংবাদ দিলাম যা সে বলল। ফলে তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে এমনকি লালবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইনসাফ না করেন, তাহলে আর কে ইনসাফ করবে? অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ মূসাকে রহম করুন, তাঁকে এর চেয়ে বেশী কষ্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। অবশেষে আমি (মনে মনে) বললাম যে, আমি এর পরে কোন কথা তাঁর কাছে পৌঁছাব না। *(বুখারী-মুসলিম)*

وعن أنسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((إِذَا أَرَادَ الله بعبده الخَيرَ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ في الدُّنْيا ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بعَبده الشَّرَّ أمْسَكَ عَنْهُ بذَنْبه حَتَّى يُوَافيَ به يومَ القيَامَة)). وَقالَ النَّبيُّ ﷺ : ((إنَّ عظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عظَمِ البَلاَءِ ، وَإنَّ اللهَ تَعَالَى إذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ ، فَمَنْ رَضيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَمَنْ سَخطَ فَلَهُ السُّخْطُ)) رواه الترمذي ، وَقالَ: ((حديث حسن)).

১৯/৪৪। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার মঙ্গল চান, তখন তিনি তাকে তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে (পাপের) শাস্তি দিয়ে দেন। আর যখন আল্লাহ তাঁর বান্দার অমঙ্গল চান, তখন তিনি তাকে (শাস্তিদানে) বিরত থাকেন। পরিশেষে কিয়ামতের দিন তাকে পুরোপুরি শাস্তি দিবেন। নবী ﷺ আরো বলেন যে, বড় পরীক্ষার বড় প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তার পরীক্ষা নেন। ফলে তাতে যে সন্তুষ্ট (ধৈর্য) প্রকাশ করবে, তার জন্য (আল্লাহর) সন্তুষ্টি রয়েছে। আর যে (আল্লাহর পরীক্ষায়) অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি। *(তিরমিযী, হাসান)*

وعن أنسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ ابنٌ لأبي طَلْحَةَ ﷺ يَشتَكي ، فَخَرَجَ أَبو طَلْحَةَ ، فَقُبِضَ الصَّبيُّ ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ ، قَالَ : مَا فَعَلَ ابْني ؟ قَالَتْ أُمُّ سُلَيم وَهِيَ أُمُّ الصَّبيِّ : هُوَ أَسْكَنُ مَا كَانَ ، فَقَرَّبَتْ إليه العَشَاءَ فَتَعَشَّى ، ثُمَّ أَصَابَ منْهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ ، قَالَتْ : وَارُوا الصَّبيَّ فَلَمَّا أَصْبحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رسولَ الله ﷺ فَأخْبَرَهُ ، فَقَالَ : ((أَعَرَّسْتُمُ اللَّيلَةَ؟)) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا)) ، فَوَلَدَتْ غُلاماً ، فَقَالَ لي أَبُو طَلْحَةَ : احْمِلْهُ حَتَّى تَأْتيَ به النَّبيَّ ﷺ ، وَبَعَثَ مَعَهُ بتَمَرات، فَقَالَ : ((أَمَعَهُ شَيءٌ ؟)) قَالَ : نَعَمْ ، تَمَراتٌ ، فَأخَذَهَا النَّبيُّ ﷺ فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ أَخَذَهَا منْ فيه فَجَعَلَهَا في فيِّ الصَّبيِّ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبدَ الله . مُتَّفَقٌ عَلَيه.

وفي رواية للبُخَاريِّ : قَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ : فَقَالَ رَجُلٌ منَ الأَنْصارِ : فَرَأَيْتُ تسعَةَ أَوْلادٍ كُلُّهُمْ قَدْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قَرَؤُوا القُرْآنَ ، يَعْني : مِنْ أوْلادِ عَبدِ اللهِ المَولُودِ .

وَفِي رواية لمسلم : مَاتَ ابنٌ لأبي طَلْحَةَ مِنْ أمِّ سُلَيمٍ ، فَقَالَتْ لأَهْلِهَا : لاَ تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنا أُحَدِّثُهُ، فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وَشَرِبَ، ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذلكَ ، فَوَقَعَ بِهَا . فَلَمَّا أَنْ رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وأَصَابَ مِنْهَا ، قَالَتْ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، أَرَأَيتَ لو أنَّ قَوماً أعارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيتٍ فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ ، أَلَهُمْ أن يَمْنَعُوهُمْ ؟ قَالَ : لا ، فَقَالَتْ : فَاحْتَسِبْ ابْنَكَ ، قَالَ : فَغَضِبَ ، ثُمَّ قَالَ : تَرَكْتِنِي حَتَّى إِذَا تَلطَّخْتُ ، ثُمَّ أخْبَرتِني بابْنِي؟! فانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رسولَ اللهِ ﷺ فَأخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ((بَارَكَ اللهُ في لَيْلَتِكُمَا)) ، قَالَ : فَحَمَلَتْ . قَالَ : وَكانَ رسولُ اللهِ ﷺ في سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ ، وَكَانَ رسولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَى المَدِينَةَ مِنْ سَفَرٍ لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوقاً فَدَنَوا مِنَ المَدِينَة ، فَضَرَبَهَا المَخَاضُ ، فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ ، وانْطَلَقَ رسولُ اللهِ ﷺ . قَالَ : يَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ : إِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ أَنَّهُ يُعْجِبُنِي أنْ أخْرُجَ مَعَ رسولِ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرَى ، تَقُولُ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا أَبَا طَلْحَةَ ، مَا أَجِدُ الَّذي كُنْتُ أجدُ انْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قَدِمَا فَوَلَدَت غُلاماً. فَقَالَتْ لِي أمِّي : يَا أنَسُ ، لا يُرْضِعُهُ أحَدٌ حَتَّى تَغْدُو بِهِ عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ ، فَلَمَّا أصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ ..وَذَكَرَ تَمَامَ الحَدِيث

২০/৪৫। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ ত্বালহা ﷺ-এর এক ছেলে অসুস্থ ছিল। আবূ ত্বালহা ﷺ যখন কোন কাজে বাইরে চলে গেলেন তখন ছেলেটি মারা গেল। যখন তিনি বাড়ি ফিরে এলেন তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার ছেলে কেমন আছে? ছেলেটির মা উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বললেন, সে পূর্বের চেয়ে আরামে আছে। অতঃপর তিনি তাঁর সামনে রাতের খাবার হাজির করলেন। তিনি তা খেলেন। অতঃপর তার সঙ্গে যৌন-মিলন করলেন। আবূ ত্বালহা যখন এসব থেকে অবকাশ প্রাপ্ত হলেন, তখন স্ত্রী বললেন যে, (আপনার বাইরে চলে যাওয়ার পর শিশুটি মারা গেছে।) সুতরাং শিশুটিকে এখন দাফন করুন। সকাল হলে আবূ ত্বালহা রসূল ﷺ-এর খিদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমরা কি আজ রাতে মিলন করেছ? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ। তিনি নবী ﷺ বললেন, হে আল্লাহ! তুমি এ দুজনের জন্য বর্কত দাও? অতএব (তাঁর দুআর ফলে নির্দিষ্ট সময়ে উম্মে সুলাইম) একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। (আনাস বলেন,) আমাকে আবূ ত্বালহা বললেন, তুমি একে নবী ﷺ-এর নিকটে নিয়ে যাও। আর তার সঙ্গে কিছু খেজুরও পাঠালেন। তিনি বললেন, তার সঙ্গে কি কিছু আছে? আনাস ﷺ বললেন, জী হ্যাঁ! কিছু খেজুর আছে। নবী ﷺ সেগুলো নিলেন এবং তা চিবালেন। অতঃপর তাঁর মুখ থেকে বের করে শিশুটির মুখে রেখে দিলেন। আর তার নাম আব্দুল্লাহ রাখলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে ইবনে উয়াইনাহ বলেন যে, জনৈক আনসারী বলেছেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমি এই আব্দুল্লাহর নয়টি ছেলে দেখেছি, তারা সকলেই কুরআনের হাফেয ছিলেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, আবূ ত্বালহার একটি ছেলে, যে উম্মে সুলাইমের গর্ভ থেকে হয়েছিল, সে মারা গেল। সুতরাং তিনি (উম্মে সুলাইম) তাঁর বাড়ির লোককে বললেন, তোমরা আবূ ত্বালহাকে তাঁর পুত্রের ব্যাপারে কিছু বলো না। আমি স্বয়ং তাঁকে এ কথা বলব। সুতরাং তিনি এলেন এবং (স্ত্রী) তাঁর সামনে রাতের খাবার রাখলেন। তিনি পানাহার করলেন। এ দিকে স্ত্রী আগের তুলনায় বেশী সাজসজ্জা করে তাঁর কাছে এলেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে মিলন করলেন। অতঃপর তিনি যখন দেখলেন যে, তিনি (স্বামী) খুবই পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং যৌন-সম্ভোগ করে নিয়েছেন, তখন বললেন, হে আবূ ত্বালহা! আচ্ছা আপনি বলুন! যদি কোন সম্প্রদায় কোন পরিবারকে কোন জিনিস (সাময়িকভাবে) ধার দেয়, অতঃপর তারা তাদের ধার দেওয়া জিনিস ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে কি তাদের জন্য তা না দেওয়ার অধিকার আছে? তিনি জবাব দিলেন, না। অতঃপর স্ত্রী বললেন, আপনি নিজ পুত্রের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখুন। (অর্থাৎ, আপনার পুত্রও আল্লাহর দেওয়া আমানত ছিল, তিনি তাঁর আমানত ফিরিয়ে নিয়েছেন।) আনাস ﷺ বলেন, (এ কথা শুনে) তিনি রাগান্বিত হলেন। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি আমাকে কিছু না বলে এমনি ছেড়ে রাখলে, অবশেষে আমি সহবাস করে যখন অপবিত্র হয়ে গেলাম, তখন তুমি আমার ছেলের মৃত্যুর সংবাদ দিলে! এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হয়ে যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করলেন। তা শুনে তিনি দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাদের দু'জনের জন্য এই রাতে বর্কত দাও।' সুতরাং (এই দুআর ফলে) তিনি গর্ভবতী হলেন।

আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন। উম্মে সুলাইম ও (তাঁর স্বামী আবূ ত্বালহা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি সফর থেকে মদীনায় আসতেন তখন তিনি রাতে আসতেন না। যখন এই কাফেলা মদীনার নিকটবর্তী হল, তখন উম্মে সুলাইমের প্রসব-বেদনা উঠল। সুতরাং আবূ ত্বালহা তাঁর খিদমতের জন্য থেমে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদীনায়) চলে গেলেন। আনাস বলেন, আবূ ত্বালহা বললেন, হে প্রভু! তুমি জান যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা থেকে বাইরে যান তখন আমি তাঁর সঙ্গে যেতে ভালবাসি এবং তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন তখন আমি তাঁর সঙ্গে প্রবেশ করতে ভালবাসি এবং তুমি দেখছ যে, (আমার স্ত্রীর) জন্য আমি থেমে গেলাম। উম্মে সুলাইম বললেন, হে আবূ ত্বালহা! আমি পূর্বে যে বেদনা অনুভব করছিলাম এখন তা অনুভব করছি না, তাই চলুন। সুতরাং আমরা সেখান থেকে চলতে আরম্ভ করলাম। যখন তাঁরা দু'জনে মদীনা পৌঁছলেন তখন আবার প্রসব বেদনা শুরু হল। অবশেষে তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। আমার মা আমাকে বললেন, যে পর্যন্ত তুমি একে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে না নিয়ে যাবে, সে পর্যন্ত কেউ যেন একে দুধ পান না করায়। ফলে আমি সকাল হতেই তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত নিয়ে গেলাম। অতঃপর আনাস ﷺ বাকী হাদীস বর্ণনা করলেন।

وعن أبي هُريرةَ ﷺ أنّ رَسولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ الشَّديدُ بالصُّرَعَةِ ، إنَّمَا الشَديدُ الَّذي يَملكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২১/৪৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (প্রকৃত) বলবান সে নয়, যে কুশ্তিতে (অপরকে পরাজিত করে)। প্রকৃত বলবান (কুশ্তিগীর) তো সেই ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে কাবুতে রাখতে পারে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وعن سُلَيْمَانَ بنِ صُرَدٍ ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ جالساً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ، وَرَجُلان يَسْتَبَّان ، وَأَحَدُهُمَا قد احْمَرَّ وَجْهُهُ ، وانْتَفَخَتْ أوْدَاجُهُ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((إنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ : أعُوذ باللهِ منَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ، ذَهَبَ منْهُ مَا يَجِدُ)) . فَقَالُوا لَهُ : إنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((تَعَوَّذْ باللهِ منَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২২/৪৭। সুলাইমান ইবনে সুরাদ ﷺ বর্ণনা করেন যে, একদা আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক একে অপরে গালি দিচ্ছিল। তার মধ্যে একজনের চেহারা (ক্রোধের চোটে) লালবর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তার শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। (এ দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, নিশ্চয় আমি এমন এক বাক্য জানি, যদি সে তা পড়ে তা হলে তার ক্রোধ দূরীভূত হবে। যদি সে বলে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' (অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইছি), তাহলে তার উত্তেজনা ও ক্রোধ সমাপ্ত হবে। লোকেরা তাকে বলল যে, নবী ﷺ বললেন তুমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও (অর্থাৎ, উপরোক্ত বাক্যটি পড়)। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن مُعَاذ بنِ أَنَسٍ ﷺ : أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : ((مَنْ كَظَمَ غَيظاً، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنْفذَهُ ، دَعَاهُ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالى عَلَى رُؤُوسِ الخَلائقِ يَومَ القِيامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ منَ الحُورِ العِينِ مَا شَاءَ)). رواه أبو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

২৩/৪৮। মুআয ইবনে আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করবে অথচ সে তা বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টির সামনে ডেকে এখতিয়ার দিবেন যে, সে যে কোন হুর নিজের জন্য পছন্দ করে নিক। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসটি হাসান।)*

وَعَن أبي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي ﷺ : أَوصِنِي . قَالَ : ((لا تَغْضَبْ)) فَرَدَّدَ مِراراً ، قَالَ: ((لاَ تَغْضَبْ)). رواه البخاري

২৪/৪৯। আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত, একটি লোক নবী ﷺ-এর সমীপে আবেদন জানালেন যে, আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, তুমি রাগান্বিত হয়ো না। লোকটি বার বার এই আবেদন জানাল। তিনি (প্রত্যেক বারেই) তাকে এই অসিয়ত করলেন যে, তুমি রাগান্বিত হয়ো না। *(বুখারী)*

وعن أبي هريرة ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((مَا يَزَالُ البَلاَءُ بالمُؤمنِ وَالمُؤْمنَةِ في نفسِه ووَلَدِه وَمَالِه حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيه خَطِيئَةٌ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

২৫/৫০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মু'মিন পুরুষ ও নারীর জান, সন্তান-সন্ততি ও তার ধনে (বিপদ-আপদ দ্বারা) পরীক্ষা হতে থাকে, পরিশেষে সে আল্লাহ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাআলার সঙ্গে নিষ্পাপ হয়ে সাক্ষাৎ করবে। *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ ، فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أخيه الحُرِّ بن قَيسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ ﷺ ، وَكَانَ القُرَّاءُ أصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ ﷺ وَمُشاوَرَتِه كُهُولاً كانُوا أَوْ شُبَّاناً ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لابْنِ أخيه : يَا ابْنَ أخي ، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأمِيرِ فَاسْتَأذِنْ لِي عَلَيه، فاسْتَأذَن فَأذِنَ لَهُ عُمَرُ. فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ: هِي يَا ابنَ الخَطَّاب، فَوالله مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلا تَحْكُمُ فِينَا بالعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ ﷺ حَتَّى هَمَّ أنْ يُوقِعَ بِه. فَقَالَ لَهُ الحُرُّ : يَا أميرَ المُؤْمِنِينَ ، إنَّ الله تَعَالَى قَالَ لنَبِيِّه ﷺ: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} [الأعـراف : ١٩٨] وَإنَّ هَـذَا مِـنَ الجَاهِلِينَ ، واللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاهَا ، وكَانَ وَقَّافاً عِنْدَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى . رواه البخاري

২৬/৫১। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, উয়াইনাহ ইবনে হিস্ন এলেন এবং তাঁর ভাতিজা হুর্র ইবনে কাইসের কাছে অবস্থান করলেন। এই (হুর্র) উমার ﷺ-এর খেলাফত কালে ঐ লোকগুলির মধ্যে একজন ছিলেন যাদেরকে তিনি তাঁর নিকটে রাখতেন। আর কুরআন-বিশারদগণ বয়স্ক হন অথবা যুবক দল তাঁরা উমার ﷺ-এর সভাষদ ও পরামর্শদাতা ছিলেন। উয়াইনাহ তাঁর ভাতিজাকে বললেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! এই খলীফার কাছে তোমার বিশেষ সম্মান রয়েছে। তাই তুমি আমার জন্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাও। ফলে তিনি অনুমতি চাইলেন। সুতরাং উমার তাকে অনুমতি দিলেন। অতঃপর যখন উয়াইনাহ ভিতরে প্রবেশ করলেন, তখন উমার (ﷺ)কে বললেন, হে ইবনে খাত্ত্বাব! আল্লাহর কসম! আপনি আমাদেরকে পর্যাপ্ত দান দেন না এবং আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করেন না! (এ কথা শুনে) উমার ﷺ রাগান্বিত হলেন। এমনকি তাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন হুর্র তাঁকে বললেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে বলেন, "তুমি ক্ষমাশীলতার পথ অবলম্বন কর। ভাল কাজের আদেশ প্রদান কর এবং মূর্খদিগকে পরিহার করে চল।" *(সূরা আল আ'রাফ ১৯৮ আয়াত)* আর এ এক মূর্খ। আল্লাহর কসম! যখন তিনি (হুর্র) এই আয়াত পাঠ করলেন, তখন উমার ﷺ একটুকুও আগে বাড়লেন না। আর তিনি আল্লাহর কিতাবের কাছে (অর্থাৎ, তাঁর নির্দেশ শুনে) থেমে যেতেন। *(বুখারী)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أن رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّهَا سَتَكونُ بَعْدِي أثَرَةٌ وأُمُورٌ تُنْكِرُونَها !)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَّا تَأْمُرُنا ؟ قَالَ : ((تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَـيْكُمْ ، وَتَـسأَلُونَ اللهَ الَّـذِي لَكُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২৭/৫২। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পরে (শাসকগোষ্ঠী দ্বারা অবৈধভাবে) প্রাধান্য দেওয়ার কাজ হবে এবং এমন অনেক কাজ হবে যেগুলোকে তোমরা মন্দ জানবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি (সেই অবস্থায়) আমাদেরকে কি আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, যে অধিকার আদায় করার দায়িত্ব তোমাদের আছে, তা তোমরা আদায় করবে এবং তোমাদের যে অধিকার তা তোমরা আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وعن أبي يحيى أُسَيْد بن حُضَير ﷺ : أنَّ رَجُلاً مِنَ الأنْصارِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، ألاَ تَسْتَعْمِلُني كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاناً ، فَقَالَ : ((إِنَّكُمْ سَتَلْقَونَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوني عَلَى الحَوْضِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২৮/৫৩। আবূ য়্যাহয়্যা উসাইদ ইবনে হুযাইর ﷺ হতে বর্ণিত, একজন আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে কোন সরকারী পদ দিবেন না কি, যেমন অমুক লোককে দিয়েছেন? তিনি বললেন যে, তুমি আমার (মৃত্যুর) পর (অবৈধভাবে) অগ্রাধিকার দেওয়ার কাজ দেখবে! সুতরাং তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে। যে অবধি তোমরা হাওযের কাছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أبي إبرَاهِيمَ عَبد الله بنِ أبي أوفَى رَضِيَ الله عَنهُما : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ في بعْضِ أيَّامِهِ الَّتي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ ، انْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فيهِمْ ، فَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لا تَتَمَنَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ ، وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ، فَإِذَا لقيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أنّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيوفِ)). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الأحْزَابِ ، اهْزِمْهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২৯/৫৪। আবূ ইব্রাহীম আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা ﷺ বলেন, শত্রুর সাথে মোকাবেলার কোন এক দিনে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা করলেন (অর্থাৎ যুদ্ধ করতে বিলম্ব করলেন)। অবশেষে যখন সূর্য ঢলে গেল, তখন তিনি লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকেরা! তোমরা শত্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ (যুদ্ধ) কামনা করোও না এবং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও। কিন্তু যখন শত্রুর সামনা-সামনি হয়ে যাবে, তখন তোমরা দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ কর! আর জেনে রেখো যে, জান্নাত আছে তরবারির ছায়ার নীচে। অতঃপর তিনি দুআ করে বললেন, হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ সঞ্চালনকারী এবং শত্রুসকলকে পরাজিতকারী! তুমি তাদেরকে পরাজিত কর এবং তাদের মুকাবিলায় আমাদেরকে সাহায্য কর। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৪

সত্যবাদিতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}[التوبة : ١١٩]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও। *(সূরা তাওবাহ ১১৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, {وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ} [الأحزاب : ٣٥]

অর্থাৎ, ---সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী ---এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন। *(সূরা আহযাব ৩৫ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তিনি আরো বলেন, {فَلَوْ صَدَقُوا اللهَ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ} [محمد : ٢١]

অর্থাৎ, সুতরাং যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্য বলত, তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত। *(সূরা মুহাম্মাদ ২১ আয়াত)*

এ বিষয়ে উল্লেখনীয় হাদীসসমূহঃ-

عن ابن مسعود ﷺ ، عن النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ الصِّدقَ يَهْدِي إِلَى البرِّ ، وإنَّ البر يَهدِي إِلَى الجَنَّة ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صدِّيقاً . وَإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ ، وَإنَّ الفُجُورَ يَهدِي إِلَى النَّارِ ، وَإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً)) مُتَّفَقٌ عَلَيه

১/৫৫। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন নিশ্চয় সত্য পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (অবিরত) সত্য বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে খুব সত্যবাদী বলে লিখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (সর্বদা) মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ অবধি আল্লাহর নিকটে তাকে মহা মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَن أبي مُحَمَّد الحَسَنِ بنِ عَليِّ بنِ أبي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنهُما ، قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُول اللهِ ﷺ : ((دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ؛ فإنَّ الصِّدقَ طُمَأنِينَةٌ ، وَالكَذِبَ رِيبَةٌ)) رواه الترمذي ، وَقالَ: ((حديث صحيح))

২/৫৬। আবূ মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী ইবনে আবী ত্বালেব ﷺ বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এই শব্দগুলি স্মরণ রেখেছি যে, 'তুমি ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই। কেননা, সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা সন্দেহের কারণ।' *(তিরমিযী)*

عن أبي سفيانَ صَخرِ بنِ حرب ﷺ في حَدِيثِه الطَّوِيلِ في قِصَّة هِرَقْل، قَالَ هِرَقْلُ : فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ - يعني : النَّبيّ ﷺ قَالَ أبو سفيانَ : قُلْتُ : يقولُ : ((اعْبُدُوا اللهَ وَحدَهُ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ ، ويَأْمُرُنَا بالصَلاة ، وَالصِّدْق ، والعَفَاف ، وَالصِّلَة)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৩/৫৭। আবূ সুফয়ান স্বাখ্‌র ইবনে হার্‌ব ﷺ ঐ দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন যাতে (রুমের বাদশাহ) হিরাক্‌লের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। হিরাক্‌ল আবূ সুফয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন (তখন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি) 'তিনি - অর্থাৎ, নবী ﷺ - তোমাদেরকে কোন্ কাজের আদেশ করছেন? আবূ সুফয়ান বলেন, আমি বললাম, তিনি বলছেন যে, তোমরা মাত্র এক আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না এবং ঐসব কথা পরিহার কর, যা তোমাদের বাপ-দাদারা বলত (এবং করত)। আর তিনি আমাদেরকে নামায পড়া, সত্য কথা বলা, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার আদেশ দেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَن أبي ثَابت، وَقِيلَ: أبي سَعيد، وَقِيلَ : أبي الوليد ، سَهْلِ بن حُنَيْف وَهُوَ بدريٌّ ﷺ : أنَّ النَّبيّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ سَأَلَ اللهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/৫৮। আবূ সাবেত, মতান্তরে আবূ সাঈদ বা আবুল অলীদ সাহ্‌ল ইবনে হুনাইফ ﷺ হতে বর্ণিত, (আর তিনি বাদরী সাহাবী ছিলেন) নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সত্য অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট শাহাদত প্রার্থনা করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন; যদিও তার মৃত্যু নিজ বিছানায় হয়। *(মুসলিম)*

عن أبي هريرةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((غَزَا نبيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقومه : لا يَتْبَعَنِّي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَة وَهُوَ يُريدُ أنْ يَبْني بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلا أحَدٌ بَنَى بُيُوتاً لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلا أحَدٌ اشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلادَهَا. فَغَزا فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذلكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ : إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأنَا مَأْمُورٌ ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا ، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيه ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ فَجَاءتْ - يعني النَّارَ – لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ تَطعَمْها ، فَقَالَ : إنَّ فِيكُمْ غُلُولاً، فَلْيُبايعْني مِنْ كُلِّ قَبيلةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِه فَقَالَ : فِيكُمُ الغُلُولُ فلتبايعني قبيلتك ، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده ، فقال : فيكم الغلول ، فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مِثلِ رَأْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ ، فَوَضَعَهَا فَجاءت النَّارُ فَأَكَلَتْها . فَلَمْ تَحلَّ الغَنَائِمُ لأَحَدٍ قَبْلَنَا ، ثُمَّ أَحَلَّ الله لَنَا الغَنَائِمَ لَمَّا رَأَى ضَعْفَنا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৫/৫৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নবীদের মধ্যে কোন এক নবী জিহাদের জন্য বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, আমার সঙ্গে যেন ঐ ব্যক্তি না যায়, যে নতুন বিবাহ করেছে এবং সে তার সাথে বাসর করার কামনা রাখে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে তা করেনি। আর সেও নয়, যে ঘর নির্মাণ করেছে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছাদ ঢালেনি। আর সেও নয়, যে গর্ভবতী ভেঁড়া-ছাগল কিম্বা উঁটনী কিনেছে এবং সে তাদের বাচ্চা হওয়ার অপেক্ষায় আছে। অতঃপর সেই নবী জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তারপর তিনি আসরের নামাযের সময় অথবা ওর নিকটবর্তী সময়ে ঐ গ্রামে (যেখানে জিহাদ করবেন সেখানে) পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি সূর্যকে (সম্বোধন করে) বললেন, তুমিও (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ এবং আমিও (তাঁর) আজ্ঞাবহ। হে আল্লাহ! একে তুমি আটকে দাও (অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল বের না হওয়া পর্যন্ত সূর্য যেন না ডুবে)। বস্তুতঃ সূর্যকে আটকে দেওয়া হল। এমনকি আল্লাহ তাআলা (ঐ জনপদটিকে) তাদের হাতে জয় করালেন। অতঃপর তিনি গনীমতের মাল জমা করলেন। তারপর তা গ্রাস করার জন্য (আসমান থেকে) আগুন এল কিন্তু সে তা খেল না (ভস্ম করল না)। (এ দেখে) তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে খিয়ানত আছে (অর্থাৎ তোমাদের কেউ গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছে)। সুতরাং প্রত্যেক গোত্রের মধ্য হতে একজন ব্যক্তি আমার হাতে 'বায়আত' করুক। অতঃপর (বায়আত করতে করতে) একজনের হাত তাঁর হাতের সঙ্গে লেগে গেল। তিনি ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে খিয়ানত রয়েছে। সুতরাং তোমার গোত্রের লোক আমার হাতে 'বায়আত' করুক। সুতরাং দুই অথবা তিনজনের হাত তাঁর হাতের সঙ্গে লেগে গেল। তিনি বললেন যে, তোমাদের মধ্যে খিয়ানত রয়েছে। সুতরাং তারা গাভীর মাথার মত একটি সোনার মাথা নিয়ে এল এবং তিনি তা গনীমতের সাথে রেখে দিলেন। তারপর আগুন এসে তা খেয়ে ফেলল।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(শেষনবী ﷺ বলেন যে,) আমাদের পূর্বে কারো জন্য গণীমতের মাল হালাল ছিল না। পরে আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখলেন তখন আমাদের জন্য তা হালাল করে দিলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

عن أبي خَالِدٍ حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ((البَيِّعَانِ بالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإنْ صَدَقَا وَبيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بيعِهِمَا ، وإنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بركَةُ بَيعِهِما)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/৬০। আবূ খালেদ হাকীম ইবনে হিযাম ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত (চুক্তি পাকা বা বাতিল করার) স্বাধীনতা রয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক (স্থানান্তরিত) না হবে। আর যদি তারা সত্য কথা বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের প্রকৃতত্ব) খুলে বলে, (দোষ-ত্রুটি গোপন না রাখে,) তাহলে তাদের কেনা-বেচার মধ্যে বর্কত দেওয়া হয়। আর তারা যদি (দোষ-ত্রুটি) গোপন রাখে এবং মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের দু'জনের কেনা-বেচার বর্কত রহিত করা হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৫

মুরাক্বাবাহ্ (আল্লাহর ধ্যান)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء : ٢١٩ - ٢٢٠]

অর্থাৎ, যিনি তোমাকে দেখেন; যখন তুমি দন্ডায়মান হও (নামাযে) এবং তোমাকে দেখেন সিজদাকারীদের সাথে উঠতে-বসতে। *(সূরা শুআরা ২১৮-২১৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُم} [الحديد :٤]

অর্থাৎ, তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। *(সূরা হাদীদ ৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{إِنَّ اللهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ} [آل عمران : ٥]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দ্যুলোক-ভূলোকের কোন কিছুই গোপন নেই। *(সূরা আলে ইমরান ৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} [الفجر : ١٤]

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সময়ের প্রতীক্ষায় থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। *(সূরা ফাজ্‌র ১৪ আয়াত)*

তাঁর অমোঘ বাণী, {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر : ١٩]

অর্থাৎ, চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। *(সূরা মু'মিন ১৯ আয়াত)*

এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। উক্ত মর্মবোধক হাদীসমূহ ঃ-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّاب ﷺ ، قَالَ : بَيْنَما نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُول الله ﷺ ذَاتَ يَومٍ ، إِذْ طَلَعَ عَلَينا رَجُلٌ شَديدُ بَياضِ الثِّياب ، شَديدُ سَوَادِ الشَّعْرِ ، لا يُرَى عَلَيهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيهِ إِلَى رُكْبَتَيهِ ، وَوَضعَ كَفَّيهِ عَلَى فَخِذَيهِ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرني عَنِ الإِسلامِ ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : ((الإِسلامُ : أَنْ تَشْهدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ الله وأَنَّ مُحمَّداً رسولُ الله ، وتُقيمَ الصَّلاةَ ، وَتُؤتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ البَيتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبيلاً)). قَالَ : صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ! قَالَ : فَأَخْبِرني عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ : ((أَنْ تُؤمِنَ بالله ، وَمَلائكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَاليَوْمِ الآخِرِ ، وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ)) . قَالَ : صَدقت . قَالَ : فَأَخْبِرني عَنِ الإِحْسَانِ . قَالَ : ((أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإِنَّهُ يَرَاكَ)) . قَالَ : فَأَخْبِرني عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ : ((مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ)) . قَالَ : فأخبِرني عَنْ أَمَاراتِهَا . قَالَ : ((أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ)) . ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيّاً ، ثُمَّ قَالَ : ((يَا عُمَرُ ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟)) قُلْتُ : اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : ((فإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينكُمْ)). رواه مسلم

১/৬১। উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ বলেন যে, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বসে ছিলাম। হঠাৎ একটি লোক আমাদের কাছে এল। তার পরনে ধবধবে সাদা কাপড় এবং তার চুল কুচকুচে কাল ছিল। (বাহ্যতঃ) সফরের কোন চিহ্ন তার উপর দেখা যাচ্ছিল না এবং আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনছিল না। শেষ পর্যন্ত সে নবী ﷺ-এর কাছে বসল; তার দুই হাঁটু তাঁর (নবীর) হাঁটুর সঙ্গে মিলিয়ে দিল এবং তার হাতের দুই করতলকে নিজ জানুর উপরে রেখে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাকে 'ইসলাম' সম্পর্কে বলুন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইসলাম হল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং কা'বা ঘরের হজ্জ করবে; যদি সেখানে যাবার সঙ্গতি রাখ। সে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা তার কথায় আশ্চর্য হলাম যে, সে জিজ্ঞাসাও করছে এবং ঠিক বলে সমর্থনও করছে! সে (আবার) বলল, আপনি আমাকে 'ঈমান' সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলসমূহ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে। সে বলল, আপনি যথার্থ বলেছেন। সে (তৃতীয়) প্রশ্ন করল যে, আমাকে 'ইহসান' সম্পর্কে বলুন! তিনি বললেন, **'ইহসান' হল এই যে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে তিনি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।** সে (পুনরায়) বলল, আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে বলুন (সেদিন কবে সংঘটিত হবে?) তিনি বললেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত (ব্যক্তি) জিজ্ঞাসকের চেয়ে বেশী অবহিত নয়। (অর্থাৎ কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন আমাদের দু'জনেরই অজানা)। সে বলল, (তাহলে) আপনি ওর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন, (ওর কিছু নিদর্শন হল এই যে,)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কৃতদাসী তার মনিবকে প্রসব করবে (অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী এত বেশী হবে যে, যুদ্ধ বন্দিনী ক্রীতদাসী তার মনিবের কন্যা প্রসব করবে)। আর তুমি নগ্নপদ, বস্ত্রহীন ও দরিদ্র ছাগলের রাখালদেরকে অট্টালিকা নির্মাণের কাজে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে। অতঃপর সে (আগন্তুক প্রশ্নকারী) চলে গেল। (উমার ﷺ বলেন,) আমি অনেকক্ষণ রসূল ﷺ-এর খিদমতে থাকলাম। পুনরায় তিনি বললেন 'হে উমার! তুমি, কি জান যে, প্রশ্নকারী কে ছিল?' আমি বললাম, আল্লাহ ও তদীয় রসূল বেশী জানেন। তিনি বললেন, ইনি জিব্রাঈল ছিলেন, তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখানোর জন্য এসেছিলেন। *(মুসলিম)*

عن أبي ذَرٍّ جُنْدُب بن جُنادَةَ وأبي عَبد الرحمان مُعاذ بن جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، عَن رَّسُول الله ﷺ قَالَ : ((اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

২/৬২। আবূ যার্র জুন্দুব বিন জুনাদাহ ﷺ ও মুআয ইবনে জাবাল ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **তুমি যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহকে ভয় কর** এবং পাপের পরে পুণ্য কর, যা পাপকে মুছে ফেলবে। আর মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। *(তিরমিযী-হাসানসূত্রে)*

عَن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : كُنتُ خَلفَ النَّبيِّ ﷺ يَوماً ، فَقَالَ : ((يَا غُلامُ ، إنِّي أعلّمُكَ كَلِمَات : احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ الله ، وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله ، وَاعْلَمْ : أنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلاَّ بشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ ، وَإن اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُّوكَ بشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلاَّ بشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَت الأَقْلاَمُ وَجَفَّت الصُّحفُ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

وفي رواية غير الترمذي : ((احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفكَ فِي الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ : أنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَاعْلَمْ : أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً)) .

৩/৬৩। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। **তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।** তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায় তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে। *(তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তিরমিযী ব্যতীত অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহর (অধিকারসমূহের) খিয়াল রাখ তাহলে তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। সুখের সময় আল্লাহকে চেন, তবে তিনি দুঃখ ও কষ্টের সময় তোমাকে চিনবেন। আর জেনে রাখ যে, তোমার ব্যাপারে যা ভুলে যাওয়া হয়েছে (অর্থাৎ যে সুখ-দুখ তোমার ভাগ্যে নেই) তা তোমাকে পৌঁছবে না। আর যা তোমাকে পৌঁছবে তাতে ভুল হবে না। আর জেনে রাখ যে, বিজয় বা সাহায্য আছে ধৈর্যের সাথে, মুক্তির উপায় আছে কষ্টের সাথে এবং কঠিনের সঙ্গে সহজ জড়িত আছে।

عن أنسٍ ﷺ ، قَالَ : إِنَّكُمْ لَتعمَلُونَ أعْمَالاً هي أدَقُّ في أعيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْـدِ رَسُول الله ﷺ مِنَ المُوبِقات . رواه البخاري

৪/৬৪। আনাস ﷺ (তাঁর যুগের লোকদেরকে সম্বোধন করে) বলেছেন যে, তোমরা বহু এমন (পাপ) কাজ করছ, সেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও সূক্ষ্ম (নগণ্য)। কিন্তু আমরা সেগুলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিনাশকারী মহাপাপ বলে গণ্য করতাম। *(বুখারী)*

عن أبي هريرةَ ﷺ ، عن النَّبيّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ الله تَعَالَى يَغَارُ ، وَغَيرَةُ الله تَعَالَى ، أنْ يَأتِيَ المَـرْءُ مَا حَرَّمَ الله عَلَيه)). متفق عَلَيه

৫/৬৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঈর্ষান্বিত হন। আর আল্লাহ ঈর্ষান্বিত হন তখন, যখন কোন মানুষ এমন কাজ করে ফেলে যা তিনি তার উপর হারাম করেছেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

عن أبي هريرةَ ﷺ : أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ ، يقُولُ : ((إنَّ ثَلاثَةً مِنْ بَني إسْرَائيلَ : أبْرَصَ ، وَأَقْـرَعَ ، وَأَعْمَى ، أَرَادَ اللهُ أنْ يَبْتَليَهُمْ فَبَعَثَ إلَيْهِمْ مَلَكاً ، فَأَتَى الأَبْرَصَ ، فَقَالَ : أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إلَيْـكَ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسنٌ ، وَجلدٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهبُ عَنِّي الَّذي قَدْ قَذرَني النَّاسُ ؛ فَمَسَحَهُ فَـذَهَبَ عَنْـهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوناً حَسَناً . فَقَالَ : فَأيُّ المَالِ أَحَبُّ إليكَ؟ قَالَ : الإبلُ - أَوْ قالَ : البَقَـرُ شَـكَّ الرَّاوي - فَأُعطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ ، فَقَالَ : بَارِكَ الله لَكَ فيهَا. فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيءٍ أَحَـبُّ إلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذي قَذرَني النَّاسُ ؛ فَمَسَحَهُ فَذَهبَ عَنْهُ وأُعْطِيَ شَعراً حَسَناً . قالَ : فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إلَيْكَ ؟ قَالَ : البَقَرُ ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً ، وَقالَ : بَارَكَ الله لَـكَ فيهَا . فَأَتَى الأَعْمَى ، فَقَالَ : أَيُّ شَيءٍ أَحَبُّ إلَيْكَ ؟ قَالَ : أَنْ يَرُدَّ الله إلَيَّ بَصَري فَأُبْصرُ النَّـاسَ؛ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إلَيْه بَصَرهُ. قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إلَيْكَ ؟ قَالَ : الغَنَمُ ، فَأُعْطِيَ شَاةً والداً ، فَأَنْتَجَ هذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا ، فَكانَ لِهذَا وَادٍ مِنَ الإبلِ ، وَلِهذَا وَادٍ مِنَ البَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ. ثُمَّ إنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ في صُورَته وَهَيئَته ، فَقَالَ : رَجلٌ مِسْكِينٌ قَد انقَطَعَتْ بِيَ الحِبَالُ في سَفَري فَلا بَلاغَ لِـيَ اليَومَ إلاَّ باللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بالَّذي أعْطَاكَ اللَّونَ الحَسَنَ ، والجِلْدَ الحَسَنَ ، وَالمَالَ ، بَعيراً أَتَبَلَّغُ به في سَفَري ، فَقَالَ : الحُقُوقُ كثيرةٌ . فَقَالَ : كأنِّي اعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِـيراً فأعْطَاكَ اللهُ؟ فَقَالَ : إنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المالَ كَابِراً عَنْ كَابِرٍ ، فَقَالَ : إنْ كُنْتَ كَاذِباً فَـصَيَّرَكَ الله

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

إِلَى مَا كُنْتَ . وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِه وَهَيْئَتِه ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذا ، وَرَدَّ عَلَيه مِثْلَ مَـا رَدَّ هَذَا ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِه وَهَيْئَتِه ، فَقَـالَ : رَجُلٌ مِسْكِينٌ وابنُ سَبِيلٍ انْقَطَعتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلا بَلاَغَ لِيَ اليَومَ إِلاَّ بِـاللهِ ثُـمَّ بِـكَ، أَسأَلُكَ بالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي؟ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أعمَى فَـرَدَّ اللهُ إِلَـيَّ بَصَرِي فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ مَا أَجْهَدُكَ اليَومَ بِشَيءٍ أَخَذْتَهُ للهِ - عز وجل. فَقَـالَ : أَمْسِكْ مالَكَ فإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ . فَقَدْ رضي الله عنك ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيكَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৬/৬৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, বানী ঈস্রাইলের মধ্যে তিন ব্যক্তি ছিল। একজন ধবল-কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, দ্বিতীয়জন টেকো এবং তৃতীয়জন অন্ধ ছিল। আল্লাহ পাক তাদেরকে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। ফলে তিনি তাদের কাছে একজন ফিরিশ্তা পাঠালেন। ফিরিশ্তা (প্রথমে) ধবল-কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, তোমার নিকট প্রিয়মত বস্তু কি? সে বলল সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক। আর আমার নিকট থেকে এই রোগ দূরীভূত হোক যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে। অতঃপর তিনি তার দেহে হাত ফিরালেন, যার ফলে (আল্লাহর আদেশে) তার ঘৃণিত রোগ দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর রং দেওয়া হল। তিনি বললেন, তোমার নিকট প্রিয়তম ধন কি? সে বলল, উঁট অথবা গাভী। (এটি বর্ণনাকারীর সন্দেহ।) অতঃপর তাকে দশ মাসের গাভিন একটি উটনী দেওয়া হল। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে এতে বর্কত (প্রাচুর্য) দান করুন।

অতঃপর তিনি টেকোর কাছে এসে বললেন, তোমার নিকট প্রিয়তম জিনিষ কি? সে বলল সুন্দর কেশ এবং এই রোগ দূরীভূত হওয়া যার জন্য মানুষ আমাকে ঘৃণা করছে। অতঃপর তিনি তার মাথায় হাত ফিরালেন, যার ফলে তার (সেই রোগ) দূর হয়ে গেল এবং তাকে সুন্দর কেশ দান করা হল। (অতঃপর) তিনি বললেন, তোমার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ধন কোন্টা? সে বলল গাভী। সুতরাং তাকে একটি গাভিন গাই দেওয়া হল এবং তিনি বললেন, আল্লাহ এতে তোমার জন্য বর্কত দান করুন।

অতঃপর তিনি অন্ধের কাছে এলেন এবং বললেন, তোমার নিকটে প্রিয়তম বস্তু কি? সে বলল, এই যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন যার দ্বারা আমি লোকেদেরকে দেখতে পাই। অতঃপর তিনি তার চোখে হাত ফিরালেন। ফলে আল্লাহ তাকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। ফিরিশ্তা বললেন, তুমি কোন্ ধন সবচেয়ে পছন্দ কর? সে বলল, ছাগল। সুতরাং তাকে একটি গাভিন ছাগল দেওয়া হল। অতঃপর ঐ দু'জনের (কুষ্ঠরোগী ও টেকোর) পশু (উটনী ও গাভীর) পাল বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং এই অন্ধেরও ছাগলটিও বাচ্চা প্রসব করল। ফলে এর এক উপত্যকা ভরতি উঁট, এর এক উপত্যকা ভরতি গরু এবং এর এক উপত্যকা ভরতি ছাগল হয়ে গেল।

পুনরায় ফিরিশ্তা (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বের চেহারা ও আকৃতিতে) কুষ্ঠরোগীর কাছে এলেন এবং বললেন আমি মিসকীন মানুষ, সফরে আমার সকল পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার কোন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উপায় নেই। সেজন্য আমি ঐ সত্তার নামে তোমার কাছে একটি উট চাচ্ছি যিনি তোমাকে সুন্দর রং ও সুন্দর ত্বক দান করেছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই। সে উত্তর দিল যে, (আমার দায়িত্বে আগে থেকেই) বহু অধিকার ও দাবি রয়েছে।

(এ কথা শুনে) ফিরিশ্তা বললেন, তোমাকে আমার চেনা মনে হচ্ছে। তুমি কি কুষ্ঠরোগী ছিলে না, লোকেরা তোমাকে ঘৃণা করত? তুমি কি দরিদ্র ছিলে না, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধন প্রদান করেছেন? সে বলল এ ধন তো আমি পিতা ও পিতামহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ফিরিশ্তা বললেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বস্থায় ফিরিয়ে দিন!

অতঃপর তিনি তার পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে টেকোর কাছে এলেন এবং তাকেও সে কথা বললেন, যে কথা কুষ্ঠরোগীকে বলেছিলেন। আর টেকোও সেই জবাব দিল যে জবাব কুষ্ঠরোগী দিয়েছিল। সে জন্য ফিরিশ্তা তাকেও বললেন যে, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে পূর্বস্থায় ফিরিয়ে দিন!

পুনরায় তিনি তাঁর পূর্বেকার আকার ও আকৃতিতে অন্ধের নিকট এসে বললেন যে, আমি একজন মিসকীন ও মুসাফির মানুষ সফরের যাবতীয় পাথেয় শেষ হয়ে গেছে। ফলে স্বদেশে পৌঁছনোর জন্য আল্লাহ অতঃপর তোমার সাহায্য ছাড়া আজ আমার আর কোন উপায় নেই। সুতরাং আমি তোমার নিকট সেই সত্তার নামে একটি ছাগল চাচ্ছি যিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন; যার দ্বারা আমি আমার এই সফরের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাই। সে বলল, নিঃসন্দেহে আমি অন্ধ ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। (আর এই ছাগলও তাঁরই দান।) অতএব তুমি ছাগলের পাল থেকে যা ইচ্ছা নাও ও যা ইচ্ছা ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম! আজ তুমি আল্লাহ আয্যা অজাল্লার জন্য যা নেবে সে ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন কষ্ট বা বাধা দেব না। এ কথা শুনে ফিরিশ্তা বললেন, তুমি তোমার মাল তোমার কাছে রাখ। নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হল (যাতে তুমি কৃতকার্য হলে)। ফলে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার সঙ্গীদ্বয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

৭/৬৭। এখানে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ। দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৫৩১৯নং, যয়ীফুল জামে, যয়ীফ তিরমিযী প্রভৃতি।

عن أبي هريرة ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَـا لا يَعْنِيـهِ))

حديث حسن رواه الترمذي وغيرُه.

৮/৬৮। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য (অর্থাৎ তার উত্তম মুসলমান হওয়ার একটি চিহ্ন) হল অনর্থক (কথা ও কাজ) বর্জন করা। *(হাসান হাদীস, তিরমিযী প্রমুখ)*

৯।৬৯। এখানে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ। দেখুন ঃ ইরওয়াউল গালীল ২০৩৪নং, যয়ীফ আবূ দাউদ প্রভৃতি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৬

আল্লাহভীতি ও সংযমশীলতা

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران : ١٠٢]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর। *(সূরা আলে ইমরান ১০২ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে যথার্থভাবে ভয় করার ব্যাখ্যা রয়েছে এই আয়াতে; তিনি বলেন,

{فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن :١٦]

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় কর। *(সূরা তাগাবুন ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} [الأحزاب :٧٠]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। *(সূরা আহযাব ৭০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

{وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق : ٢-٣]

অর্থাৎ, আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করবেন। *(সূরা ত্বালাক্ব ২-৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল। *(সূরা আনফাল ২৯ আয়াত)*

আল্লাহভীতি, সংযমশীলতা ও তাক্বওয়া-পরহেযগারীর গুরুত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য হাদীসসমূহ নিম্নরূপঃ-

عن أبي هريرةَ ﷺ ، قَالَ : قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أكرمُ النَّاس؟ قَالَ: ((أَتْقَاهُمْ)) . فَقَالُوا: لَـيْسَ عَنْ هَذَا نَسأَلُكَ ، قَالَ : ((فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابنُ نَبِيِّ اللهِ ابنِ نَبِيِّ اللهِ ابنِ خليلِ اللهِ)) قَالُوا : لَـيْسَ عَن هَذَا نسألُكَ، قَالَ: ((فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১/৭০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল যে, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে **আল্লাহ-ভীরু**। অতঃপর তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি না। তিনি বললেন, তাহলে ইউসুফ (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি), যিনি স্বয়ং আল্লাহর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নবী, তাঁর পিতা নবী, পিতামহও নবী এবং প্রপিতামহও নবী ও আল্লাহর বন্ধু। তাঁরা বললেন এটাও আমাদের প্রশ্ন নয়। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা কি আমাকে আরবের বংশাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? (তবে শোনো!) তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে ভাল তারা ইসলামেও ভাল; যদি দ্বীনী জ্ঞান রাখে। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَن أبي سَعيد الخُدري ﷺ عن النَّبيّ ﷺ قَالَ : ((إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرةٌ، وإنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء ؛ فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إسرائيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ))

رواه مسلم

২/৭১। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, নিশ্চয় দুনিয়া মধুর ও সবুজ (সুন্দর আকর্ষণীয়)। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি নিয়োজিত করে দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ করছ? অতএব তোমরা (যদি সফলকাম হতে চাও তাহলে) **দুনিয়ার ধোকা থেকে বাঁচ এবং নারীর (ফিৎনা থেকে) বাঁচ**। কারণ, বানী ঈস্রাইলের সর্বপ্রথম ফিৎনা নারীকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। *(মুসলিম)*

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أنَّ النَّبيّ ﷺ كَانَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ إنِّي أَسأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعَفَافَ، وَالغِنَى)). رواه مسلم

৩/৭২। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এই দুআ করতেন, 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অত্‌তুক্বা, অলআফা-ফা অলগিনা।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে সৎপথ, **সংযমশীলতা**, চারিত্রিক পবিত্রতা ও অভাবশূন্যতা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম)*

عَن أبي طَرِيفٍ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ ﷺ ، قَالَ : سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ ، يقول : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتْقَى للهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَى)). رواه مسلم

৫/৭৩। আবূ ত্বারীফ আদী ইবনে হাতেম ত্বাই ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (এ কথা) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর কসম খাবে অতঃপর তার চেয়ে বেশী **আল্লাহ-ভীতির** বিষয় দেখবে, তার উচিত **আল্লাহ-ভীতির বিষয় গ্রহণ করা**। *(মুসলিম)*

عن أبي أُمَامَةَ صُدَيّ بنِ عجلانَ الباهليِّ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حجةِ الوداعِ ، فَقَالَ : ((اتَّقُوا اللهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ ، وَأَدُّوا زَكاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ)) رواه الترمذي وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

৫/৭৪। আবূ উমামাহ ﷺ বলেন যে, আমি বিদায় হজ্জের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভাষণ দিতে শুনেছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্তের (ফরয) নামায পড়, তোমাদের রমযান মাসের রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের নেতা ও শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য কর (যদি তাদের আদেশ শরীয়ত বিরোধী না হয়), তাহলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৭

দৃঢ়-প্রত্যয় ও (আল্লাহর প্রতি) ভরসা

মহান আল্লাহ বলেন,

{ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً } [الأحزاب : ٢٢]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীরা যখন শত্রুবাহিনীকে দেখল তখন ওরা বলে উঠল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তো আমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছিলেন। এতে তো তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল। *(সূরা আহযাব ২২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেন,

{ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ}

অর্থাৎ, যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হয় তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। *(সূরা আলে ইমরান ১৭৩- ১৭৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ } [الفرقان :٥٨]

অর্থাৎ, তুমি তাঁর উপর নির্ভর কর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই। *(সূরা ফুরক্বান ৫৮আয়াত)*

{ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } [إبراهيم : ١١]

অর্থাৎ, মু'মিনদের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরই নির্ভর করা। *(সূরা ইব্রাহীম ১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ } [آل عمران : ١٥٩]

অর্থাৎ, তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। (নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর উপর নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন।) *(সূরা আলে ইমরান ১৫৯ আয়াত)*

আরো আল্লাহ বলেন, { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ } [الطلاق : ٣]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন। *(সূরা ত্বালাক ৩ আয়াত)*

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ } [الأنفال : ٢]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় ভীত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।

একীন (দৃঢ়প্রত্যয়) ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা)র গুরুত্ব সম্বন্ধে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এ মর্মের হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ومَعَهُ الرُّهَيطُ ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ ، وَالنبيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فقيلَ لِي : هَذَا مُوسَى وَقَومُهُ ، ولكنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ ، فَنَظَرتُ فَإِذا سَوادٌ عَظِيمٌ، فقيلَ لِي : انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الآخَرِ ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ، فقيلَ لِي : هذه أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفاً يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ)) ، ثُمَّ نَهَضَ فَدخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبوا رسولَ اللهِ ﷺ، وَقالَ بعْضُهُمْ : فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئاً - وذَكَرُوا أَشْيَاءَ - فَخَرجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ ؟)) فَأَخْبَرُوهُ فقالَ : ((هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ وَلا يَسْتَرقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ؛ وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُون)) فقامَ عُكَّاشَةُ ابنُ محصنٍ ، فَقَالَ : ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلني مِنْهُمْ ، فَقَالَ : ((أَنْتَ مِنْهُمْ)) ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ : ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلني مِنْهُمْ، فَقَالَ: ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১/৭৫। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতিমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান। অতঃপর তাকাতেই আরও একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, এটি হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত প্রবেশ করবে।"

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ বেহেশ্তী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু করে দিল, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বলল, 'সম্ভবতঃ ঐ লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবা।' কিছু লোক বলল, 'বরং সম্ভবতঃ ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি।' আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছু পরে আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, তোমরা কি ব্যাপারে আলোচনা করছ? তারা ব্যাপার খুলে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বললে তিনি বললেন, "ওরা হল তারা, যারা ঝাড়ফুঁক করে না,[১] ঝাড়ফুঁক করায় না এবং কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, **বরং তারা কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে।**"

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন যে, (হে আল্লাহর রসূল!) আপনি আমার জন্য দুআ করুন যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত করে দেন! তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যে একজন। অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আমার জন্যও দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দেন। তিনি বললেন, উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أيضاً : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : ((اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَّ أَعُوذُ بعزَّتِكَ؛ لا إلهَ إلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالجِنُّ والإِنْسُ يَمُوتُونَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري

২/৭৬। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, 'আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু অবিকা আ-মানতু অআলাইকা তাওয়াক্কালতু অইলাইকা আনাবতু অবিকা খা-স্বামতু। আল্লাহুম্মা আউযু বিইয্যাতিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আন তুযিল্লানী, আন্তাল হাইয়্যুল্লাযী লা য়্যামূত, অলজিন্নু অলইন্সু য়্যামূতূন।' অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি নিজকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম, তোমার প্রতি ঈমান আনলাম, **তোমারই উপর ভরসা করলাম।** হে আল্লাহ! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম, তোমারই ক্ষমতায় (শত্রুর বিরুদ্ধে) বিবাদ করলাম। হে আল্লাহ! তোমার ইয্যতের অসীলায় আমি আশ্রয় চাচ্ছি - তুমি ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই - তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট করো না। তুমি সেই চিরঞ্জীব যে কখনো মরবে না এবং দানব ও মানবজাতি মৃত্যুবরণ করবে। *(বুখারী-মুসলিম, এই শব্দগুলো মুসলিমের। ইমাম বুখারী (রহঃ) এটিকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।)*

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا أيضاً ، قَالَ : حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ ، قَالَهَا إبرَاهيمُ ﷺ حِينَ أُلقِيَ فِي النَّارِ ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا : ((إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيْماناً وَقَالُوا : حَسْبُنَا اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ)) . رواه البخاري، وفي رواية لَهُ عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ : كَانَ آخر قَول إبْرَاهِيمَ ﷺ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ : حَسْبِي اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ.

৩/৭৭। ইবনে আব্বাস ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন যে, "হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল" কথাটি ইব্রাহীম ﷺ তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এবং মুহাম্মাদ ﷺ এটি তখন বলেছিলেন যখন লোকেরা বলেছিল যে, (কাফের) লোকেরা তোমাদের মুকাবিলার জন্য সমবেত হয়েছে; ফলে তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ কথা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দিল এবং তারা বলল, "হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকীল।" অর্থাৎ, **আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট** এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। *(বুখারী)* অন্য এক বর্ণনায়

---

(১) এ কথাটি বুখারীতে নেই। তাছাড়া জিবরীল ﷺ ঝাড়ফুঁক করেছেন, ঝাড়ফুঁক করেছেন মহানবী ﷺ। পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনায় উক্ত কথার স্থলে 'দাগায় না' কথা এসেছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইবনে আব্বাস বলেন, আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় ইব্রাহীম ﷺ-এর শেষ কথা ছিল, "হাসবিয়াল্লাহ্ অনি'মাল অকীল।"

عَن أبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَقْوامٌ أفْئِدَتُهُمْ مِثلُ أفْئِدَةِ الطَّيرِ)). رواه مسلم

৪/৭৮। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন যে, জান্নাতে এমন লোক প্রবেশ করবে যাদের অন্তর হবে পাখীর অন্তরের মত। *(মুসলিম)*

* কারো নিকট এর অর্থ হল এই যে, তারা পাখীর মত আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হবে। আর অনেকের নিকট এর অর্থ এই যে, (পাখীর অন্তরের মত) তাদের অন্তর কোমল হবে।

عَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّهُ غزَا مَعَ النبي ﷺ قِبلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُول الله ﷺ قَفَلَ معَهُمْ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ القَائلَةُ في وَادٍ كثير العضَاه ، فَنَزَلَ رَسُول الله ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بالشَّجَرِ ، وَنَزَلَ رَسُول الله ﷺ تَحتَ سَمُرَة فَعَلَّقَ بهَا سَيفَهُ وَنمْنَا نَوْمَةً ، فَإِذَا رسولُ الله ﷺ يَدْعونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أعْرَابيٌّ ، فَقَالَ : ((إنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيفي وَأنَا نَائمٌ فَاسْتَيقَظْتُ وَهُوَ في يَدِهِ صَلتاً ، قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ؟ قُلْتُ : الله - ثلاثاً)) وَلَمْ يُعاقبْهُ وَجَلَسَ . مُتَّفَقٌ عَلَيه

وفي رواية قَالَ جَابرٌ : كُنَّا مَعَ رَسُول الله ﷺ بذَات الرِّقَاعِ ، فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَى شَجَرَة ظَليلَة تَرَكْنَاهَا لرَسُول الله ﷺ ، فجاء رَجُلٌ منَ المُشْركينَ وَسَيفُ رَسُول الله ﷺ معَلَّقٌ بالشَّجَرَة فَاخْتَرطَهُ، فَقَالَ: تَخَافُني ؟ قَالَ : ((لاَ)) فَقَالَ : فَمَنْ يَمْنَعُكَ منِّي ؟ قَالَ : ((الله)).

وَفي رِوَايَة أبي بَكْرٍ الإسْمَاعيلي في صَحيحه، قَالَ : مَنْ يَمْنَعُكَ منِّي ؟ قَالَ : ((اللهُ)) . قَالَ : فَسَقَطَ السيفُ منْ يَده ، فَأَخَذَ رسولُ الله ﷺ السَّيْفَ ، فَقَالَ : ((مَنْ يَمْنَعُكَ مني ؟)) . فَقَالَ : كُنْ خَيرَ آخذ . فَقَالَ : ((تَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ الله وَأَنِّي رَسُول الله ؟)) قَالَ : لاَ ، وَلَكنِّي أُعَاهدُكَ أنْ لاَ أُقَاتلَكَ ، وَلاَ أَكُونَ مَعَ قَومٍ يُقَاتلُونَكَ ، فَخَلَّى سَبيلَهُ ، فَأَتَى أصْحَابَهُ ، فَقَالَ : جئتُكُمْ منْ عنْد خَيْرِ النَّاسِ .

৫/৭৯। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নাজদের (বর্তমানে রিয়ায অঞ্চল) দিকে জিহাদে রওনা হলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (বাড়ী) ফিরতে লাগলেন তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে ফিরলেন। (রাস্তায়) প্রচুর কাঁটাগাছ ভরা এক উপত্যকায় তাঁদের দুপুরের বিশ্রাম নেওয়ার সময় হল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ (বিশ্রামের জন্য) নেমে পড়লেন এবং (সাহাবীগণও) গাছের ছায়ার খোঁজে তাঁরা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাবলার গাছের নীচে অবতরণ করলেন এবং তাতে স্বীয় তরবারি ঝুলিয়ে দিলেন, আর আমরা অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে গেলাম। অতঃপর হঠাৎ (আমরা শুনলাম যে,) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ডাকছেন। সেখানে দেখলাম যে, একজন বেদুঈন তাঁর কাছে রয়েছে। তিনি বললেন, আমার ঘুমের অবস্থায় এই ব্যক্তি আমার তরবারি খুলে আমার উপর ধরে আছে। অতঃপর আমি যখন জাগলাম তখন তরবারিখানি তার হাতে খুলা অবস্থায় দেখলাম।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(তারপর) সে আমাকে বলল, আমা হতে তোমাকে (আজ)কে বাঁচাবে? **আমি বললাম, আল্লাহ!** এ কথা আমি তিনবার বললাম। এবং তিনি তাকে কোন শাস্তি দিলেন না। অতঃপর তিনি বসে গেলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে জাবের বলেন যে, আমরা 'যাতুর রিক্বা'তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর (ফিরার সময়) যখন আমরা ঘন ছায়াবিশিষ্ট একটি গাছের কাছে এলাম তখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ছেড়ে দিলাম। (তিনি বিশ্রাম করতে লাগলেন।) ইতিমধ্যে একজন মুশরিক এল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। তারপর সে তা (খাপ থেকে) বের করে বলল, তুমি আমাকে ভয় করছ? তিনি বললেন, না। সে বলল তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? তিনি বললেন 'আল্লাহ'।

আবূ বাক্‌র ইসমাঈলীর 'সহীহ' গ্রন্থের বর্ণনায় আছে, সে বলল, আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তরবারিখানি তুলে নিয়ে বললেন, (এবার) তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? সে বলল, আপনি উত্তম তরবারিধারক হয়ে যান। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল? সে বলল, না। কিন্তু আমি আপনার সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আপনার বিরুদ্ধে কখনো লড়বো না। আর আমি সেই সম্প্রদায়েরও সাথ দেব না, যারা আপনার সাথে লড়বে। সুতরাং তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের নিকট এসে বলল, আমি তোমাদের নিকটে সর্বোত্তম মানুষের কাছ থেকে এলাম। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَن عُمَرَ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ ، تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً)) رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

৬/৮০। উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, **যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য ভরসা রাখ**, তবে তিনি তোমাদেরকে সেই মত রুযী দান করবেন যেমন পাখীদেরকে দান করে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে (বাসা থেকে) বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ করে (বাসায়) ফিরে। *(তিরমিযী, হাসান)*

عَن أبي عُمَارَةَ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَا فُلانُ ، إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فراشِكَ ، فَقُل : اللَّهُمَّ أَسْلَمتُ نَفْسي إِلَيْكَ ، وَوَجَّهتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضتُ أَمْري إِلَيْكَ ، وَأَلجأْتُ ظَهري إِلَيْكَ رَغبَةً وَرَهبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذي أَنْزَلْتَ ؛ وَنَبِيِّكَ الَّذي أَرْسَلْتَ . فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ لَيلَتِكَ مِتَّ عَلَى الفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيراً)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

وفي رواية في الصحيحين ، عن البراء ، قَالَ : قَالَ لي رَسُول اللهِ ﷺ : ((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصَّلاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيمَنِ ، وَقُلْ ... وذَكَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ : وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مَا تَقُولُ)).

৭/৮ ১। বারা ইবনে আযেব হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে অমুক! তুমি যখন বিছানায় শোবে তখন (এই দুআ) পড়, যার অর্থ, হে আল্লাহ! **আমি আমার আত্মা তোমাকে সঁপে দিলাম, আমার চেহারা তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার ব্যাপার তোমাকে সঁপে দিলাম এবং আমার পিঠ তোমার দিকে লাগিয়ে দিলাম;** তোমার (জান্নাতের) আগ্রহে ও (জাহান্নামের) ভয়ে। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণস্থল নেই। আমি সেই কিতাবের প্রতি ঈমান আনলাম যেটি তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং সেই রসূলের প্রতি যাঁকে তুমি পাঠিয়েছ। (অবশেষে তিনি বলেন,) অতঃপর তুমি যদি সেই রাতে মৃত্যুবরণ কর তাহলে তুমি ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি তুমি সকালে ওঠ তবে, তুমি (এর) উপকার পাবে।

বারা ইবনে আযেব থেকেই বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তুমি (রাতে শুবার জন্য) বিছানায় যাবে, তখন তুমি নামাযের মত ওযূ কর। তারপর ডানপাশে শুয়ে যাও এবং (উপরোক্ত দুআ) পড়। পুনরায় তিনি বললেন, তুমি উপরোক্ত দুআটি তোমার শেষ কথা কর। (অর্থাৎ, এই দুআ পড়ার পর অন্য দুআ পড়বে না বা কোন কথা বলবে না)।

عَن أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﷺ قَالَ : نَظَرتُ إِلَى أَقْدَامِ الْمُشْرِكِينَ وَنَحنُ فِي الغَارِ وَهُمْ عَلَى رُؤُوسِنا ، فقلتُ : يَا رسولَ الله ، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيهِ لأَبْصَرَنَا . فَقَالَ : ((مَا ظَنُّكَ يَا أَبا بَكرٍ باثنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৮/৮২। আবূ বাক্‌র ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুশরিকদের পায়ের দিকে তাকালাম যখন আমরা (সওর) গুহায় (লুকিয়ে) ছিলাম এবং তারা আমাদের মাথার উপরে ছিল। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যদি তাদের মধ্যে কেউ তার পায়ের নীচে তাকায়, তবে সে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। নবী ﷺ বললেন, **হে আবূ বাক্‌র! সে দু'জন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয়জন আল্লাহ।** *(বুখারী-মুসলিম)*

عن أمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله عَنها : أنَّ النَّبِيّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيتِه ، قَالَ : ((بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلتُ عَلَى اللهِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ)) حديثٌ صحيح ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحةٍ . قَالَ الترمذي : ((حديث حسن صحيح)) وهذا لفظ أبي داود

৯/৮৩। উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন বাড়ি থেকে বের হতেন তখন (এই দুআ) বলতেন যার অর্থ , আল্লাহর নাম নিয়ে (বের হলাম), **আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম।** হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি ভ্রষ্ট হই বা আমাকে ভ্রষ্ট করা হয়, আমার পদস্খলন হয় বা পদস্খলন করানো হয়, আমি অত্যাচারী হই অথবা অত্যাচারিত হই অথবা আমি মূর্খামি করি অথবা আমার প্রতি মূর্খামি করা হয় -এসব থেকে। *(তিরমিযী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

عن أنس ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((مَنْ قَالَ - يَعْني : إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيته - : بسم الله تَوَكَّلْتُ عَلَى الله ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بالله ، يُقالُ لَهُ : هُديتَ وَكُفيتَ وَوُقيتَ ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيطَانُ)) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . وَقالَ الترمذي : ((حديث حسن)) ، زاد أبو داود : ((فَيَقُولُ - يَعني : اَلشَّيْطَانُ لِشَيْطَانٍ آخَر : كَيفَ لَكَ بِرجلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ ؟))

১০/৮৪। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলবে 'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' অর্থাৎ, **আল্লাহর উপর ভরসা করলাম।** আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা সম্ভব নয়। তাকে বলা হবে, তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হল, আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ)* তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ এই শব্দগুলি বাড়তি বর্ণনা করেছেন, অতঃপর শয়তান অন্য শয়তানকে বলে যে, ঐ ব্যক্তির উপর তোমার কিরূপে কর্তৃত্ব চলবে, যাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে, যাকে যথেষ্টতা দান করা হয়েছে এবং যাকে (সকল অমঙ্গল) থেকে বাঁচানো হয়েছে।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ أَخَوانِ عَلَى عَهد النَّبيّ ﷺ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأتي النَّبيَّ ﷺ وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ لِلنَّبي ﷺ ، فَقَالَ : ((لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ)) . رواه الترمذي بإسناد صحيحٍ عَلَى شرط مسلم

১১/৮৫। আনাস ﷺ বলেন যে, নবী ﷺ-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের মধ্যে একজন নবী ﷺ-এর কাছে (দ্বীন শিক্ষার জন্য) আসত এবং আর একজন হাতের কোন কাজ করে উপার্জন করত। অতঃপর উপার্জনশীল (ভাইটা) নবী ﷺ-এর কাছে তার (শিক্ষার্থী) ভাইয়ের (কাজ না করার) অভিযোগ করল। নবী ﷺ বললেন, **সম্ভবতঃ তোমাকে তার কারণেই রুযী দেওয়া হচ্ছে।** *(ইমাম তিরমিযী এটিকে বিশুদ্ধ সূত্রে মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণনা করেছেন।)*

পরিচ্ছেদ - ৮

দ্বীনে অটল থাকার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ } [هود : ١١٢]

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি যেরূপ আদিষ্ট হয়েছ সেইরূপ সুদৃঢ় থাক। *(সূরা হুদ ১১২ আয়াত)*

তিনি আরোও বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ} [فصلت : ٣٠- ٣٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' তারপর তাতে অবিচলিত থাকে,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাদের নিকট ফেরেশ্তা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও। ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও; সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লার পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন। *(সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩০-৩২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [الأحقاف : ١٣-١٤]

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ অতঃপর এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল। *(সূরা আহকাফ ১৩-১৪ আয়াত)*

وَعَن أَبِي عَمْرٍو ، وَقِيلَ : أَبِي عَمْرَةَ سُفيَانَ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، قُلْ لِي فِي الإِسْلامِ قَولاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ . قَالَ : ((قُلْ : آمَنْتُ بِاللهِ ، ثُمَّ استَقِمْ)). رواه مسلم

১/৮৬। আবূ আম্র (মতান্তরে) আবূ আমরাহ সুফয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে ইসলামের এমন একটি কথা বলে দিন, যে সম্পর্কে আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা না করতে হয়। তিনি বললেন, তুমি বল যে, **আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, অতঃপর (তার উপর) অনড় থাক।** *(মুসলিম)*

وعن أبي هريرةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : ((قَارِبُوا وَسَدِّدُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ)) قالُوا : وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ((وَلاَ أنا إلاَّ أنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِرَحمَةٍ مِنهُ وَفَضْلٍ)). رواه مسلم

২/৮৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা (হে মুসলমানেরা!) (দ্বীনের ব্যাপারে) মিতাচারিতা অবলম্বন কর এবং সোজা হয়ে থাক। আর জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই স্বীয়কর্মের দ্বারা (পরকালে) পরিত্রাণ পাবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনিও নন? তিনি বললেন, আমিও নই। তবে আল্লাহ আমাকে তাঁর অনুগ্রহে ও দয়াতে ঢেকে রেখেছেন। *(মুসলিম)*

* উলামাগণ বলেন, 'ইস্তিক্বামাত' বা আল্লাহর দ্বীনে অটল থাকার অর্থ হল ঃ সর্ব কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁর আনুগত্য করা। এটি একটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ। এটি হল সর্ব কাজের জন্য সুন্দর নীতি। আর আল্লাহই তওফীকদাতা।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৯

আল্লাহ তাআলার বিশাল সৃষ্টিজগৎ, পৃথিবীর ধ্বংস, পরকালের ভয়াবহতা এবং ইহ-পরকালের বিষয়াদি নিয়ে, আত্মার ত্রুটি ও তার শুদ্ধীকরণ এবং তাকে আল্লাহর দ্বীনে অটল রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধকরণ নিয়ে

চিন্তা-ভাবনা করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا } [سبأ :٤٦]

অর্থাৎ, বল, আমি তোমাদের একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি ঃ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুজন করে অথবা একা একা দাঁড়াও এবং চিন্তা করে দেখ। *(সূরা সাবা ৪৬ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ } الآيات[آل عمران : ١٩٠-١٩١]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। *(সূরা আলে ইমরান ১৯০ - ১৯১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ } [الغاشية :١٧-٢١]

অর্থাৎ, তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে ওকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে যে, কিভাবে ওটাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূতলের দিকে যে, কিভাবে ওটাকে সমতল করা হয়েছে? অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক; তুমি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। *(সূরা গাশিয়াহ ১৭-২১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا } الآية[القتال : ١٠]

অর্থাৎ, তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি তাহলে দেখত (যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে।) *(সূরা মুহাম্মাদ ১০ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ১০

শুভকাজে প্রতিযোগিতা ও শীঘ্র করা এবং পুণ্যকামীকে পুণ্যের প্রতি তৎপরতার সাথে নির্দ্বিধায় সম্পাদন করতে উৎসাহিত করা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ } [البقرة : ١٤٨]

অর্থাৎ, এতএব তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ }

অর্থাৎ, তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। *(সূরা আলে ইমরান ১৩৩ আয়াত)*

এ বিষয়ে হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عن أبي هريرة ﷺ : أن رَسُول الله ﷺ ، قَالَ : ((بَادِرُوا بالأعْمَال فتناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِراً، وَيُمْسِي مُؤمِناً ويُصبحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِينَهُ بعَرَضٍ مِنَ الدُّنيا)). رواه مسلم

১/৮৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন তোমরা অন্ধকার রাতের টুকরোসমূহের মত (যা একটার পর একটা আসতে থাকে এমন) ফিত্নাসমূহ আসার পূর্বে **নেকীর কাজ দ্রুত করে ফেল**। মানুষ সে সময়ে সকালে মু'মিন থাকবে এবং সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে অথবা সন্ধ্যায় মু'মিন থাকবে এবং সকালে কাফের হয়ে যাবে। নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় করবে। *(মুসলিম)*

عن أبي سِرْوَعَة عُقبةَ بنِ الحَارِث ﷺ ، قَالَ : صَلَّيتُ وَرَاءَ النَّبيِّ ﷺ بالمَدِينَة العَصْرَ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعاً ، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بعْضِ حُجَرِ نِسَائِه ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِه ، فَخَرَجَ عَلَيهِمْ ، فَرأى أَنَّهمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرعَتِه ، قَالَ : ((ذَكَرتُ شَيئاً مِنْ تِبرٍ عِندَنَا فَكَرِهتُ أنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرتُ بِقِسْمَتِه)). رواه البخاري

وفي رواية لَهُ: ((كُنتُ خَلَّفتُ في البَيْتِ تِبراً مِنَ الصَّدَقةِ فَكَرِهتُ أنْ أُبَيِّتَهُ)).

২/৮৯। আবূ সিরওয়াআহ উক্ববাহ ইবনে হারেষ ﷺ বলেন যে, আমি নবী ﷺ-এর পিছনে মদীনায় আসরের নামায পড়লাম। অতঃপর সালাম ফিরে তিনি অতি শীঘ্র দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর লোকদের গর্দান টপকে তাঁর কোন এক স্ত্রীর কামরায় চলে গেলেন। লোকেরা তাঁর শীঘ্রতা দেখে ঘাবড়ে গেল। অতঃপর তিনি বের হয়ে এলেন; দেখলেন লোকেরা তাঁর শীঘ্রতার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে। তিনি বললেন, (নামাযে) আমার মনে পড়ল যে, (বাড়ীতে সোনা অথবা চাঁদির) একটি টুকরা রয়ে গেছে। আমি চাইলাম না যে, তা আমাকে আল্লাহর স্মরণে বাধা দেবে। যার জন্য আমি (দ্রুত বাড়ীতে গিয়ে) তা বন্টন করার আদেশ দিলাম।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আমি বাড়ীতে সাদকার একটি স্বর্ণখন্ড ছেড়ে এসেছিলাম। অতঃপর আমি তা রাতে নিজ গৃহে রাখা পছন্দ করলাম না। *(বুখারী)*

عَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِي ﷺ يَومَ أُحُد : أَرَأيتَ إنْ قُتِلتُ فَأَيْنَ أَنَــا ؟ قَــالَ : ((فِي الجَنَّة)) فَأَلْقَى تَمَرَات كُنَّ فِي يَده ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ . مُتَّفَقٌ عَلَيه

৩/৯০। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের দিন এক সাহাবী নবী ﷺ-কে বললেন, আপনি বলুন! আমি যদি (কাফেরদের হাতে) মারা যাই, তাহলে আমি কোথায় যাব? তিনি বললেন, জান্নাতে। এ কথা শোনামাত্র তিনি তাঁর হাতের খেজুরগুলো নিক্ষেপ করলেন তারপর (কাফেরদের সাথে) যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

عن أبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رسولَ الله ، أيُّ الــصَّدَقَة أعْظَــمُ أجْراً؟ قَالَ : ((أنْ تَصَدَّقَ وَأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ ، تَخشَى الفَقرَ وتَأمُلُ الغِنَى ، وَلاَ تُمهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغت الحُلقُومَ قُلْتَ لِفُلاَن كَذَا وَلِفُلاَن كَذَا ، وقَدْ كَانَ لِفُلان)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৪/৯১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! কোন্ সাদ্কাহ নেকীর দিক দিয়ে বড়? তিনি বললেন, তোমার সে সময়ের সাদকাহ করা (বৃহত্তম নেকীর কাজ) যখন তুমি সুস্থ থাকবে, মালের লোভ অন্তরে থাকবে, তুমি দরিদ্রতার ভয় করবে এবং ধন-দৌলতের আশা রাখবে। আর তুমি সাদকাহ করতে বিলম্ব করো না। পরিশেষে যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হবে তখন বলবে, অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত। অথচ তা অমুক (উত্তরাধিকারীর) হয়েই গেছে। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَن أَنَسٍ ﷺ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَ سَيفاً يَومَ أُحُد ، فَقَالَ : ((مَنْ يَأخُذُ منِّي هَذَا ؟)) فَبَسطُوا أيدِيَهُمْ كُلُّ إنسَان مِنْهُمْ يقُولُ : أنَا أنَا . قَالَ : ((فَمَنْ يَأخُذُهُ بِحَقِّه ؟)) فَأَحْجَمَ القَومُ، فَقَالَ أَبُــو دُجَانَةَ ﷺ : أنا آخُذُهُ بِحَقِّه ، فَأَخَذَهُ فَفَلَقَ به هَامَ المُشْرِكِينَ . رواه مسلم

৫/৯২। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ একখানি তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, আমার কাছ থেকে এই তরবারি কে নেবে? সাহাবীগণ নিজ নিজ হাতগুলো বাড়িয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই বলতে লাগলেন, আমি, আমি। তিনি বললেন, কে এর হক আদায়ের জন্য নেবে? (এ কথা শুনে) সবাই থমকে গেলেন। অতঃপর আবূ দুজানা ﷺ বললেন, আমি এর হক আদায়ের জন্য নেব। তারপর তিনি তা নিয়ে নিলেন এবং তার দ্বারা মুশরিকদের শিরোশ্ছেদ করতে থাকলেন। *(মুসলিম)*

عَنِ الزُّبَيرِ بنِ عَدِيّ ، قَالَ : أَتَيْنَا أَنَسَ بنَ مَالِك ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْه مَا نَلْقَى مِنَ الحَجَّــاجِ . فَقَــالَ : ((اصْبِرُوا ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَأتِي زَمَانٌ إلاَّ وَالَّذِي بَعدَهُ شَرٌّ مِنهُ حَتَّى تَلقَوا رَبَّكُمْ)) سَمِعتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

رواه البخاري

৬/৯৩। যুবাইর ইবনে আদী ﷺ বলেন, আমরা আনাস ইবনে মালেক ﷺ-এর নিকটে এলাম এবং তাঁর কাছে হাজ্জাজের অত্যাচারের অভিযোগ করলাম। তিনি বললেন, তোমরা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ধৈর্য ধারণ কর। কারণ, এখন যে যুগ আসবে তার পরবর্তী যুগ ওর চেয়ে খারাপ হবে, শেষ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। (আনাস ﷺ বলেন,) এ কথা আমি তোমাদের নবী ﷺ-এর কাছে শুনেছি। *(বুখারী)*

৭/৯৪। (এখানে বর্ণিত হাদীসটি অতি দুর্বল। দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১৬৬৬নং)

عن أبي هُرَيرة ﷺ : أن رَسُول الله ﷺ ، قَالَ يَومَ خَيبَر : ((لأُعْطِيَنَّ هذه الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيه)) قَالَ عُمَرُ ﷺ : مَا أحبَبْتُ الإِمَارَةَ إلاَّ يَومَئذٍ ، فَتَسَاوَرتُ لَهَا رَجَاءَ أنْ أُدْعَى لَهَا ، فَدَعَا رَسُولُ الله ﷺ عَليَّ بنَ أبي طَالب ﷺ فَأعْطَاهُ إيَّاهَا ، وَقَالَ : ((امْشِ وَلا تَلتَفتْ حَتَّى يَفتَحَ اللهُ عَلَيكَ)) فَسَارَ عليٌّ شيئاً ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلتَفتْ فَصَرَخَ : يَا رَسُولَ الله ، عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النّاسَ ؟ قَالَ : ((قاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللهُ ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله ، فَإذَا فَعَلُوا فقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَّ بِحَقِّهَا ، وحِسَابُهُمْ عَلَى الله)). رواه مسلم

৮/৯৫। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বারের দিন বললেন, নিশ্চয় আমি, এই পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে। আল্লাহ তাআলা তার হাতে বিজয় দান করবেন। উমার ﷺ বলেন, আমি কখনো কর্তৃত্বভার গ্রহণের ইচ্ছা করিনি (কিন্তু সেদিনই আমার বাসনা হল)। সুতরাং আমি এই আশাতে উঠে উঁচু হয়ে দাঁড়াতে থাকলাম যেন আমাকে এর জন্য ডাকা হয়। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী বিন আবী তালেব ﷺ-কে ডাকলেন। তারপর তিনি তার হাতে পতাকা তুলে দিয়ে বললেন, তুমি চলতে শুরু কর এবং কোন দিকে তাকাবে না যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিজয় দান করবেন। অতঃপর আলী কিছু দূর গিয়ে থেমে গেলেন এবং কোন দিকে না তাকিয়ে উঁচু আওয়াজে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কিসের জন্য লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব? তিনি বললেন, তুমি সে পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত তারা এ কথার সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া (কেউ সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল। যখন তারা এ কাজ করবে তখন নিঃসন্দেহে তাদের জান ও মালকে তোমার হাত হতে বাঁচিয়ে নেবে। কিন্তু তার অধিকারের সাথে (অর্থাৎ সে দিন কোন মুসলমানকে হত্যা করে তাহলে প্রতিশোধ স্বরূপ তাকে হত্যা করা বৈধ হবে এবং সে যদি কারোর মাল ছিনিয়ে নেয় অথবা যাকাত না দেয় তাহলে সে মাল তার কাছ থেকে আদায় করা জরুরী।) আর তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১১

মুজাহাদাহ বা দ্বীনের জন্য এবং আত্মা, শয়তান ও দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরলস চেষ্টা, টানা পরিশ্রম ও আজীবন সংগ্রাম করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } [العنكبوت : ٦٩]

অর্থাৎ, যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন। *(সূরা আনকাবূত ৬৯ আয়াত)*
তিনি অন্যত্রে বলেন,

{ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ } [الحجر : ٩٩]

অর্থাৎ, আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। *(সূরা হিজ্‌র ৯৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً } [المزمل : ٨]

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাতে মগ্ন হও। *(সূরা মুয্‌যাম্মিল ৮ আয়াত)*
তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ } [الزلزلة : ٧]

অর্থাৎ, সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। *(সূরা যিলযাল ৭ আয়াত)*
তিনি আরো বলেছেন,

{ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً } [المزمل : ٢٠]

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে মহত্তর পাবে। *(সূরা মুয্‌যাম্মিল ২০ আয়াত)*
তিনি আরো বলেছেন,

{ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ } [البقرة : ٢٧٣]

অর্থাৎ, আর তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৩ আয়াত)*
এ বিষয়ে সুবিদিত আয়াত অনেক রয়েছে। উক্ত মর্মের হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عَن أبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بالحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بالنَّوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحبَبْتُهُ كُنْتُ سَمعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، ويَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَنَّهُ)). رواه البخاري ১/৯৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে তার বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধের ঘোষণা রইল। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হল তা যা আমি তার উপর ফরয করেছি। (অর্থাৎ ফরযের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকটে বেশী পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে। আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই। *(বুখারী)*

('আমি তার কান হয়ে যাই----।' অর্থাৎ, আমার সন্তুষ্টি মোতাবেক সে শোনে, দেখে, ধরে ও চলে।)

عن أنس ﷺ ، عن النَّبيّ ﷺ فيما يرويه عن ربّه - عز وجل - ، قَالَ : ((إِذَا تَقَرَّبَ العَبْدُ إِلَيَّ شِبْراً تَقَرَّبْتُ إِلَيْه ذِرَاعاً ، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ منهُ بَاعاً ، وإِذَا أَتَاني يَمشي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً)). رواه البخاري

২/৯৭। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর মহান প্রভু হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন বান্দা আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, তখন আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যখন সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তখন আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে তখন আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। *(বুখারী)*

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((نِعْمَتَانِ مَغبونٌ فِيهِمَا كَثيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ ، وَالفَرَاغُ)). رواه البخاري

৩/৯৮। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এমন দুটি নিয়ামত আছে, বহু মানুষ সে দু'টির ব্যাপারে ধোকায় আছে। (তা হল) সুস্থতা ও অবসর। *(বুখারী)*

عن عائشة رَضي الله عنها : أنَّ النَّبيّ ﷺ كَانَ يقُومُ مِنَ اللَّيلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ : لِمَ تَصنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ الله ، وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ : ((أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً؟)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৪/৯৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ রাতে (এত দীর্ঘ) কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা দুখানি (ফুলে) ফেটে (দাগ পড়ে) যেত। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরূপ কাজ কেন করছেন? আল্লাহ তো আপনার আগের ও পিছের সমস্ত পাপ মোচন করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না? *(বুখারী-মুসলিম)*

১০০। মুগীরাহ বিন শু'বাহ কর্তৃক বুখারী-মুসলিমে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

عن عائشة رضي الله عنها ، أَنَّها قَالَتْ : كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ أَحْيَا اللَّيلَ ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَر . مُتَّفَقٌ عَلَيه

৫/১০১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, যখন (রমযানের শেষ) দশক শুরু হত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত জাগতেন, নিজ পরিবারকে জাগাতেন, (ইবাদতে) খুবই চেষ্টা করতেন এবং (এর জন্য) তিনি কোমর বেঁধে নিতেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعيفِ وَفِي كُلٍّ خَيرٌ. احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، واسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ . وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدرُ اللهِ ، وَمَا شَاءَ فَعلَ ؛ فإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الشَّيطَان)). رواه مسلم

৬/১০২। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, (দেহমনে) সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা বেশী প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যে কল্যাণ রয়েছে। তুমি ঐ জিনিষে যত্নবান হও যাতে তোমার উপকার আছে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর ও উৎসাহহীন হয়ো না। যদি তোমার কিছু ক্ষতি হয় তাহলে এ কথা বলো না যে, 'যদি আমি এ রকম করতাম তাহলে এ রকম হত।' বরং বল, আল্লাহর (লিখিত) ভাগ্য এবং তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন। কারণ, 'যদি' (শব্দ) শয়তানের কাজের দুয়ার খুলে দেয়। *(মুসলিম)*

عَنْهُ: أنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: ((حُجِبَت النَّارُ بالشَّهَوات ، وَحُجِبَت الجَنَّةُ بالمَكَارِه)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৭/১০৩। উক্ত রাবী ﷺ হতে এটিও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহান্নামকে মনোলোভা জিনিসসমূহ দ্বারা ঘিরে দেওয়া হয়েছে এবং জান্নাতকে ঘিরে দেওয়া হয়েছে কষ্টসাধ্য কর্মসমূহ দ্বারা। *(বুখারী-মুসলিম)*

'ঘিরে দেওয়া হয়েছে' অর্থাৎ ঐ জিনিস বা কর্ম জাহান্নাম বা জান্নাতের মাঝে পর্দা স্বরূপ, যখনই কেউ তা করবে, তখনই সে পর্দা ছিঁড়ে তাতে প্রবেশ করবে।

عن أبي عبد الله حُذَيفَةَ بن اليمان رضي الله عنهما ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ ﷺ ذَاتَ لَيلَة فَـافْتَتَحَ البقَرَةَ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ المئَة ، ثُمَّ مَضَى . فَقُلْتُ : يُصَلِّي بِهَا في ركعَة فَمَضَى، فقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا ، يَقرأُ مُتَرَسِّلاً : إِذَا مَرَّ بآية فِيهَا تَسبيحٌ سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بسُؤَال سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بتَعَوُّذ تَعَوَّذَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، فَجَعَلَ يَقُولُ : ((سُـبْحَانَ رَبِّـيَ العَظيم)) فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحواً منْ قيَامه ، ثُمَّ قَالَ : ((سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الحَمْـدُ)) ثُمَّ قَامَ طَويلاً قَريباً ممَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ : ((سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى)) فَكَانَ سُجُودُهُ قَريبـاً منْ قيَامه . رواه مسلم

৮/১০৪। আবূ আব্দুল্লাহ হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ﷺ বলেন যে, আমি এক রাত নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ পড়তে আরম্ভ করলেন। অতঃপর আমি মনে মনে) বললাম যে, তিনি একশো আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন। কিন্তু তিনি (তা না করে) ক্বিরাআত করতে থাকলেন। তারপর আমি (মনে মনে) বললাম যে, তিনি এই সূরা এক রাকাআতে সম্পন্ন করবেন; এটি পড়ে রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি (সূরা) নিসা আরম্ভ করলেন। তিনি তা সম্পূর্ণ পড়লেন। পুনরায় তিনি (সূরা) আলে ইমরান শুরু করলেন। সেটিও সম্পূর্ণ পড়লেন। (এত দীর্ঘ ক্বিরাআত সত্ত্বেও) তিনি ধীর শান্তভাবে থেমে থেমে পড়ছিলেন। যখন কোন এমন আয়াত এসে যেত যাতে তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা) আছে তখন তিনি (ক্বিরাআত বন্ধ করে) তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ) পড়তেন। আর যখন প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত এসে যেত তখন প্রার্থনা করতেন। যখন আশ্রয় চাওয়ার আয়াত আসত তখন আশ্রয় চাইতেন। অতঃপর তিনি রুকূ করলেন; তাতে তিনি বলতে লাগলেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম।' সুতরাং তাঁর রুকুও তাঁর কিয়ামের (দাড়ানোর) মত দীর্ঘ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন ও (রুকু হতে উঠে) প্রায় রুকু

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সম দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ করলেন এবং (সাজদায়) তিনি 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' (দীর্ঘ সময় ধরে) পড়লেন ফলে তাঁর সাজদাহ তাঁর কিয়ামের সমান হয়ে গেল। *(মুসলিম)*

عن ابن مسعود ﷺ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيلَةً ، فَأَطَالَ القِيامَ حَتَّى هَمَمْتُ بأمْرِ سُوءٍ ! قيل: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ ؟ قَالَ : هَمَمْتُ أنْ أجْلِسَ وَأَدَعَهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيه

৯/ ১০৫। ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন যে, আমি এক রাতে নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়লাম। অতঃপর তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমি খারাপ কাজের ইচ্ছা করলাম। তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে, আপনি কি ইচ্ছা করেছিলেন? তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, আমি বসে যাই এবং (তাঁর অনুসরণ) ছেড়ে দিই। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَن أَنَسٍ ﷺ ، عن رَسُول الله ﷺ ، قَالَ : ((يَتْبَعُ المَيتَ ثَلاَثَةٌ : أهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَملُهُ ، فَيَرجِعُ اثنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرجِعُ أهْلُهُ وَمَالُهُ ، وَيَبقَى عَملُهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১০/ ১০৬। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায় তার আত্মীয়স্বজন, তার মাল ও তার আমল। অতঃপর দুটি জিনিস ফিরে আসে এবং একটি জিনিস রয়ে যায়। তার আত্মীয়স্বজন ও তার মাল ফিরে আসে এবং তার আমল (তার সঙ্গে) রয়ে যায়। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيّ ﷺ : ((الجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ ، وَالنَّارُ مِثلُ ذلِكَ)). رواه البخاري

১১/ ১০৭। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, জান্নাত তোমাদের জুতোর ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী এবং জাহান্নামও তদ্রূপ। *(বুখারী)*

عن أبي فِراسٍ ربيعةَ بنِ كعبٍ الأسلميِّ خادمِ رَسُول الله ﷺ ، ومن أهلِ الصُّفَّة ﷺ ، قَالَ : كُنْتُ أبيتُ مَعَ رسول الله ﷺ فآتيه بِوَضُوئه وَحَاجَته ، فَقَالَ : ((سَلْني)) فقُلْتُ : اسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ في الجَنَّة . فَقَالَ : ((أَوَ غَيرَ ذلِكَ)) ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ ، قَالَ : ((فـأَعِنِّي عَلَـى نَفْـسِكَ بِكَثْـرَةِ السُّجُود)) رواه مسلم

১২/ ১০৮। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম ও আহলে সুফফার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আবূ ফিরাস রাবীআহ ইবনে কা'ব আসলামী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রাত কাটাতাম। আমি তাঁর কাছে ওযূর পানি এবং প্রয়োজনীয় বস্তু এনে দিতাম। (একদিন তিনি খুশী হয়ে) বললেন, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। আমি বললাম, আমি আপনার কাছে জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, এ ছাড়া আর কিছু? আমি বললাম, বাস ওটাই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি, অধিকাধিক সিজদা করে (অর্থাৎ প্রচুর নফল নামায পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য কর। *(মুসলিম)*

عَن أبي عَبدِ الله ، وَيُقَالُ : أَبُو عَبدِ الرَّحمَانِ ثَوبَانَ ــ مَولى رَسُولِ الله ﷺ ــ ﷺ ، قَالَ : سَـمِعْتُ رَسولَ الله ﷺ يَقُولُ : ((عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لله سَجْدَةً إلاَّ رَفَعَـكَ اللهُ بِهَـا

دَرجَةً ، وَحَطَّ عَنكَ بِهَا خَطِيئَةً)). رواه مسلم

১৩/ ১০৯। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম সাওবান ﷺ বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তুমি অধিকাধিক সাজদাহ করাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও। কারণ, তুমি যে কোন সাজদাহ করবে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারায় তোমাকে মর্যাদায় এক ধাপ উঁচু করে দেবেন এবং তোমা থেকে একটি গোনাহ মিটিয়ে দেবেন। *(মুসলিম)*

عَن أَبي صَفوَانَ عَبد اللهِ بنِ بُسْرٍ الأسلَمِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((خَيرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

১৪/ ১১০। আবূ সাফওয়ান আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র আসলামী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সর্বোত্তম মানুষ সেই ব্যক্তি যার বয়স দীর্ঘ হয় এবং আমল সুন্দর হয়। *(তিরমিযী, হাসান)*

عن أنس ﷺ ، قَالَ : غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ﷺ عن قتال بدرٍ ، فَقَالَ : يَا رسولَ الله ، غِبْتُ عَنْ أوّل قتال قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ ، لَئِن اللهُ أشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشركِينَ لَيُرِيَنَّ اللهُ مَا أصْنَعُ . فَلَمَّا كَانَ يَومُ أُحُد انْكَشَفَ الْمُسْلمونَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ أعْتَذِرُ إِلَيْكَ ممَّا صَنَعَ هؤُلاءِ ــ يعني : أصْحَابهُ ــ وأبْرَأُ إِلَيْكَ ممَّا صَنَعَ هؤُلاءِ ــ يَعني : الْمُشركِينَ ــ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعدُ بْنُ مُعاذ ، فَقَالَ : يَا سعدَ بنَ معاذ ، الجَنَّةُ وربِّ الكعْبَة إِنِّي أجدُ ريحَهَا منْ دُون أُحُد . قَالَ سعدٌ : فَمَا اسْتَطَعتُ يَا رسولَ الله مَا صَنَعَ ! قَالَ أنسٌ : فَوَجَدْنَا به بضْعاً وَثَمانينَ ضَرْبَةً بالسَّيف ، أَوْ طَعْنَةً برمْحٍ ، أَوْ رَمْيَةً بسَهْم ، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ به الْمُشْركونَ فما عَرَفهُ أَحَدٌ إلاَّ أُخْتُهُ ببَنَانه . قَالَ أنس : كُنَّا نَرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذه الآيَة نَزَلَت فيه وَفي أشبَاهه : {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْه} [الأحزاب : ٢٣] إِلَى آخرها . مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৫/ ১১১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমার চাচা আনাস ইবনে নাযর বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। (যার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন।) অতঃপর তিনি একবার বললেন, হে আল্লাহর রসূল! প্রথম যে যুদ্ধ আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে করলেন তাতে আমি অনুপস্থিত থাকলাম। যদি (এরপর) আল্লাহ আমাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য দান করেন তাহলে আমি কি করব আল্লাহ তা অবশ্যই দেখাবেন (অথবা দেখবেন)। অতঃপর যখন উহুদের দিন এল তখন মুসলিমরা (শুরুতে) ঘাঁটি ছেড়ে দেওয়ার কারণে পরাজিত হলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ, সঙ্গীরা যা করল তার জন্য আমি তোমার নিকট ওযর পেশ করছি। আর ওরা অর্থাৎ, মুশরিকরা যা করল তা থেকে আমি তোমার কাছে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছি। অতঃপর তিনি আগে বাড়লেন সামনে সা'দ ইবনে মুআযকে পেলেন। তিনি বললেন, হে সা'দ ইবনে মুআয! জান্নাত! কা'বার প্রভুর কসম! আমি উহুদ অপেক্ষা নিকটতর জায়গা হতে তার সুগন্ধ পাচ্ছি। (এই বলে তিনি শত্রুদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদত বরণ করলেন।) সা'দ বলেন হে আল্লাহর রসূল! সে যা করল আমি তা পারলাম না। আনাস ﷺ বলেন, আমরা তাঁর দেহে আশীর চেয়ে বেশি তরবারি, বর্শা বা তীরের আঘাত চিহ্ন পেলাম।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আর আমরা তাকে এই অবস্থায় পেলাম যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা তাঁর নাক-কান কেটে নিয়েছে। ফলে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। কেবল তাঁর বোন তাঁকে তাঁর আঙ্গুলের পাব দেখে চিনেছিল। আনাস ﷺ বলেন যে, আমরা ধারণা করতাম যে, (সূরা আহযাবের ২৩নং এই আয়াত তাঁর ও তাঁর মত লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। "মু'মিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, ওদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। ওরা তাদের লক্ষ্য পরিবর্তন করেনি।" *(বুখারী-মুসলিম)*

عَن أبي مَسعُود عُقبَةَ بنِ عَمرٍو الأنصَارِي البَدرِي ﷺ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ آيةُ الصَّدَقَة كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بشَيءٍ كَثِيرٍ ، فقالوا : مُراءٍ ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَصَدَّقَ بصَاعٍ، فقالُوا : إنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هَذَا ! فَنَزَلَتْ : {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ} [التوبة : ٧٩] . مُتَّفَقٌ عَلَيه، هذا لفظ البخاري

১৬/ ১১২। আবূ মাসউদ উক্ববাহ ইবনে আম্র আনসারী বাদরী ﷺ বলেন, যখন সাদকার আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন (সাদকা করার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) আমরা নিজের পিঠে বোঝা বহন করতাম (অর্থাৎ মুটে-মজুরের কাজ করতাম)। অতঃপর এক ব্যক্তি এল এবং প্রচুর জিনিস সাদকাহ করল। মুনাফিকরা বলল, এই ব্যক্তি রিয়াকার (লোককে দেখানোর জন্য দান করছে।) আর এক ব্যক্তি এল এবং সে এক সা' (আড়াই কিলো) জিনিস দান করল। তারা বলল, এ (ক্ষুদ্র) এক সা' দানের আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "বিশ্বাসীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা সাদকা দান করে এবং যারা নিজ পরিশ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না তাদেরকে যারা দোষারোপ করে এবং উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে উপহাস করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" *(সূরা তাওবাহ ৭৯, বুখারী-মুসলিম)*

عَن أبي ذَرٍّ جُندُب بنِ جُنَادَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ فِيمَا يَروِي عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، أَنَّهُ قَالَ : ((يَا عِبَادِي ! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكم مُحَرَّماً فَلا تَظَالَمُوا . يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاستَهدُونِي أهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلاَّ مَنْ أطْعَمْتُهُ فَاستَطعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ . يَا عِبَادِي ! كُلُّكُمْ عَارٍ إلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ . يَا عِبَادِي ! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بالَّليلِ وَالنَّهارِ وَأَنَا أغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً فَاسْتَغْفِرُونِي أغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفعِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عِبَادِي ! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذلكَ فِي مُلكِي شيئاً . يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذلكَ مِن مُلكِي شيئاً. يَا عِبَادِي! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأعْطَيتُ كُلَّ إنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذلكَ ممَّا عِنْدِي إلاَّ كَمَا يَنْقصُ المخِيْطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ . يَا عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَجَدَ غَيْرَ ذلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ)). قَالَ سعيد : كَانَ أَبُو إدريس إِذَا حَدَّثَ بِهذا الحديث جَثَا عَلَى رُكبتيه . رواه مسلم

১৭/১১৩। আবূ যার্র জুন্দুব বিন জুনাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর সুমহান প্রভু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আল্লাহ) বলেন, হে আমার বান্দারা! আমি অত্যাচারকে আমার নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট; কিন্তু সে নয় যাকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। অতএব তোমরা আমার নিকট সঠিক পথ চাও আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত; কিন্তু সে নয় যাকে আমি খাবার দিই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন; কিন্তু সে নয় যাকে আমি বস্ত্র দান করেছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত পাপ করে থাক আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অপকার করতে পারবে না এবং কখনো আমার উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পাপীর হৃদয়ের মত হৃদয়বান হয়ে যায় তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ তোমাদের মানুষ ও জ্বিন সকলেই একটি খোলা ময়দানে একত্রিত হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত জিনিস দান করি, তাহলে (এ দান) আমার কাছে যে ভাণ্ডার আছে তা হতে ততটাই কম করতে পারবে যতটা ছুঁচ কোন সমুদ্রে ডুবালে তার পানি কমিয়ে থাকে। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের জন্য গুনে রাখছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। সুতরাং যে কল্যাণ পাবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করুক। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু (অর্থাৎ অকল্যাণ) পাবে, সে যেন নিজকেই তিরস্কার করে।

(হাদীসের একজন বর্ণনাকারী) সাঈদ বলেন, আবূ ইদরীস (এই হাদীসের আর একজন বর্ণনাকারী) যখন এই হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন হাঁটু গেড়ে বসে যেতেন। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১২

শেষ বয়সে অধিক পরিমাণে পুণ্য করার প্রতি উৎসাহ দান

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন,

{ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ } [فاطر : ٣٧]

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। *(সূরা ফাত্বির ৩৭ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস ও সত্যানুসন্ধানী উলামাগণ বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, আমরা কি তোমাদেরকে ৬০ বছর বয়স দিইনি? পরবর্তী হাদীসটি এই অর্থের কথা সমর্থন করে। কেউ বলেন যে, এর অর্থ ১৮ বছর। আর কিছু লোক ৪০ বছর বলেন। এটি হাসান (বাসরী) কালবী ও মাসরুকের মত। বরং এ কথা ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা বলেন যে, যখন কোন মদীনাবাসী চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করেন, তখন তিনি নিজেকে ইবাদতের জন্য মুক্ত করেন। কিছু লোক এর অর্থ পরিণত বয়স করেছেন। আর আল্লাহর বাণীতে উক্ত 'সতর্ককারী' বলতে ইবনে আব্বাস ﷺ ও বেশীরভাগ আলেমের মতে স্বয়ং নবী ﷺ। কিছু লোকের নিকট সতর্ককারী হল বার্ধক্য। এটা ইকরামাহ, ইবনে উয়াইনাহ ও অন্যান্যদের মত।

এ মর্মে হাদীসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عن أبي هريرةَ ﷺ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((أعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِئٍ أَخَّرَ أجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً)).

رواه البخاري

১/১১৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির জন্য কোন ওজর পেশ করার অবকাশ রাখেন না (অর্থাৎ, ওজর গ্রহণ করবেন না), যার মৃত্যুকে তিনি এত পিছিয়ে দিলেন যে, সে ৬০ বছর বয়সে পৌঁছল। *(বুখারী)*

উলামাগণ বলেন, এই বয়সে পৌঁছে গেলে ওজর-আপত্তি পেশ করার আর কোন সুযোগ থাকবে না।

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : كَانَ عُمَرُ ﷺ يُدْخِلُنِي مَعَ أشْيَاخِ بَدرٍ فكأنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ في نفسه ، فَقَالَ : لِمَ يَدْخُلُ هَذَا معنا ولَنَا أبْنَاءٌ مثلُهُ ؟! فَقَالَ عُمَرُ : إنَّهُ مَنْ حَيثُ عَلِمْتُمْ ! فَدعاني ذاتَ يَومٍ فَأدْخَلَنِي مَعَهُمْ فَمَا رَأيتُ أنَّهُ دَعَانِي يَومَئذٍ إلاَّ لِيُرِيَهُمْ ، قَالَ : مَا تَقُولُونَ في قَــولِ اللهِ : {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ } ؟ [النصر : ١] فَقَالَ بعضهم : أُمِرْنَا نَحْمَدُ اللهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نَــصَرَنَا وَفَتحَ عَلَيْنَا ، وَسَكتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيئاً . فَقَالَ لِي : أَكَذلِكَ تقُولُ يَا ابنَ عباسٍ ؟ فقلت : لا. قَالَ : فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ : هُوَ أجَلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أعلَمَهُ لَهُ، قَالَ : { إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَــتْحُ } وَذَلِكَ عَلاَمَةُ أجَلِكَ { فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً } فَقَالَ عُمَرُ ﷺ : مَا أعلَمُ مِنْهَا إلاَّ مَا تَقُولُ . رواه البخاري

২/১১৫। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন যে, উমার ﷺ আমাকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে (তাঁর সভায়) প্রবেশ করাতেন। তাঁদের মধ্যে কিছু লোক মনে মনে ক্ষুন্ন হলেন। অতএব বললেন, এ আমাদের সঙ্গে কেন প্রবেশ করছে? এর মত (সমবয়স্ক) ছেলে তো আমাদেরও আছে। (এ কথা শুনে) উমার ﷺ বললেন, এ কে, তা তোমরা জান। সুতরাং তিনি একদিন আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁদের সঙ্গে (সভায়) প্রবেশ করালেন। আমার ধারণা ছিল যে, এদিন আমাকে ডাকার উদ্দেশ্য হল, তাদেরকে আমার মর্যাদা দেখানো। তিনি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(পরীক্ষাস্বরূপ সভার লোককে) বললেন, তোমরা আল্লাহর এই কথা "যখন আল্লাহর সাহায্য ও মহা বিজয় উপস্থিত হবে।" *(সূরা নাস্‌র ১ আয়াত)* এর ব্যাখ্য ব্যাপারে কি বলছ? কিছু লোক বললেন, আমাদেরকে এতে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন ও বিজয়ী করবেন তখন যেন আমরা তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। আর কিছু লোক নিরুত্তর থাকলেন। তাঁরা কিছুই বললেন না। (ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন,) অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইবনে আব্বাস! তুমিও কি এ কথাই বলছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি (এর ব্যাখ্যা) কি বলছ? আমি বললাম, তা হল আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মৃত্যু সংবাদ, যা আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন। তিনি বলেন "যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় সমাগত হবে।" আর সেটা হল তোমার মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। "তখন তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর ও তাঁর কাছে স্বীয় ত্রুটির ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই তিনি তাওবাহ গ্রহণকারী।" *(সূরা নাস্‌র ৩ আয়াত)* অতঃপর উমার ﷺ বললেন, এর অর্থ আমি তাই জানি যা তুমি বললে। *(বুখারী)*

عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : مَا صَلّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاةً بَعْدَ أنْ نَزَلَتْ عَلَيـــه : {إذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} إلاَّ يَقُولُ فِيهَا : ((سُبحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَينِ عَنهَا : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أنْ يقُولَ فِي رُكُوعِـــه وسُـــجُودِه : ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي)) ، يَتَأوَّلُ القُرآنَ . معنى : ((يَتَأَوَّلُ القُـــرآنَ)) أي يعمل مَا أُمِرَ بِهِ فِي القرآن فِي قوله تَعَالَى : { فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ }.

وفي رواية لمسلم : كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يُكثِرُ أنْ يَقُولَ قَبلَ أنْ يَمُـــوتَ : ((سُـــبحَانَكَ اللَّهُـــمَّ وَبِحَمدِكَ أسْتَغْفِرُكَ وَأتُوبُ إلَيْكَ)) . قَالَتْ عائشة : قُلْتُ : يَا رَسُول اللهِ ، مَا هذِهِ الكَلِماتُ الَّتِي أرَاكَ أحْدَثْتَها تَقُولُهَا ؟ قَالَ : ((جُعِلَتْ لِي عَلامَةٌ فِي أُمَّتِي إذَا رَأيْتُها قُلتُها {إذَا جَـــاءَ نَـــصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} ... إلَى آخِرِ السورة)).

وفي رواية لَهُ : كَانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُكثِرُ مِنْ قَولِ : ((سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمدِه أسْتَغفِرُ اللهَ وأتُوبُ إلَيْهِ)) . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رسولَ اللهِ ، أَراكَ تُكثِرُ مِنْ قَولِ سُـــبحَانَ اللهِ وَبِحَمـــدِه أسْـــتَغْفِرُ اللهَ وأتُوبُ إلَيْهِ ؟ فَقَالَ : ((أخبَرَنِي رَبِّي أنِّي سَأرَى عَلامَةً فِي أُمَّتِي فإذا رَأيْتُها أكْثَـــرْتُ مِـــنْ قَـــولِ : سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمدِه أسْتَغْفِرُ اللهَ وَأتُوبُ إلَيْهِ فَقَدْ رَأيْتُهَا: {إذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ} فتح مكّـــة ، {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً}))) .

৩/১১৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি অলফাত্‌হ' অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযে অবশ্যই এই (দুআ) পড়তেন 'সুবহানাকা রাব্বানা অবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী' (অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার প্রশংসায় তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা কর। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সহীহায়নের তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুকু ও সাজদায় অধিকাধিক 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা রাব্বানা অবিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী' পড়তেন। তিনি কুরআনের হুকুম তামিল করতেন। অর্থাৎ এই দুআ পড়ে তিনি কুরআনে বর্ণিত "(হে নবী) তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।" আল্লাহর এই আদেশ পালন করতেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অধিক পরিমাণে (এই দুআ) পড়তেন, 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা অবিহামদিকা আস্তাগফিরুকা অআতূবু ইলায়ক।' আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এই শব্দগুলো কি, যেগুলোকে আমি আপনাকে নতুন করে পড়তে দেখছি? তিনি বললেন, আমার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে একটি চিহ্ন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যখন আমি তা দেখব তখন এটি পড়ব। (চিহ্নটি হল) ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি অল্‌ফাত্‌হ---- শেষ পর্যন্ত।

মুসলিমের আর একটি বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ' (দুআটি) বেশী বেশী পড়তেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে বেশী বেশী 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ' (দুআটি) পড়তে দেখছি (কি ব্যাপার)? তিনি বললেন, আমার প্রভু আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে একটি চিহ্ন দেখব। সুতরাং আমি যখন তা দেখব তখন 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহী, আস্তাগফিরুল্লাহা অআতূবু ইলাইহ' (দুআটি) বেশী বেশী পড়ব। এখন আমি তা দেখে নিয়েছি, 'ইযা জা-আ নাসরুল্লাহি অলফাত্‌হ। যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। অর্থাৎ, মক্কাবিজয়। আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি অধিক তাওবা গ্রহণকারী।

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - تَابَعَ الوَحيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبلَ وَفَاتِهِ حَتَّى تُــوُفِّيَ أَكْثَرَ مَا كَانَ الوَحْيَ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/১১৭। আনাস ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর **মৃত্যুর পূর্বে** (পূর্বাপেক্ষা) বেশী অহী নিরবচ্ছিন্নভাবে অবতীর্ণ করেছেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيهِ)). رواه مسلم

৫/১১৮। জাবের ﷺ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐ অবস্থায় উঠানো হবে যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৩

পুণ্যের পথ অনেক

আল্লাহ তাআলা বলেন, { وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ } [البقرة: ٢١٥]

অর্থাৎ, তোমরা যে কোন সৎকাজ কর না কেন, আল্লাহ তা সম্যকরূপে অবগত। *(সূরা*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বাক্বারা ২ ১৫ আয়াত)

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ } [البقرة :١٩٧]

অর্থাৎ, তোমরা যে সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। *(ঐ ১৯৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ } [الزلزلة : ٧]

অর্থাৎ, কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলেও সে তা দেখতে পাবে। *(সূরা যিলযাল ৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ } [الجاثية : ١٥]

অর্থাৎ, যে সৎকাজ করে সে নিজ কল্যাণের জন্যই তা করে। *(সূরা জাষিয়াহ ১৫ আয়াত)*

এ বিষয়ে আয়াত অনেক রয়েছে এবং হাদীসও অগণিত রয়েছে। তার মধ্যে কিছু আমরা বর্ণনা করব।

عَن أبي ذَرٍّ جُنْدب بنِ جُنَادَةَ ﷺ ، قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أيُّ الأعمالِ أفْضَلُ ؟ قَالَ : ((الإيمانُ باللهِ وَالجِهادُ في سَبيله)) . قُلْتُ : أيُّ الرِّقَابِ أفْضَلُ ؟ قَالَ : ((أنْفَسُهَا عِنْدَ أهلِهَا وَأكثرُهَا ثَمَناً)) . قُلْتُ : فإنْ لَمْ أفْعَلْ ؟ قَالَ : ((تُعِينُ صَانِعاً أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ)) . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أرأيْتَ إنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ العَمَلِ ؟ قَالَ : ((تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ ؛ فإنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ)). مُتَّفَقٌ عليه

১/১১৯। আবূ যার্র ﷺ বলেন যে, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ কোন্ আমল সর্বোত্তম? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি বললাম, কোন্ গোলাম (কৃতদাস) স্বাধীন করা সর্বোত্তম? তিনি বললেন, যে তার মালিকের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ও অধিক মূল্যবান। আমি বললাম, যদি আমি এ সব (কাজ) করতে না পারি। তিনি বললেন, তুমি কোন কারিগরের সহযোগিতা করবে অথবা অকারিগরের কাজ করে দেবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমি (এর) কিছু কাজে অক্ষম হই (তাহলে কি করব)? তিনি বললেন, তুমি মানুষের উপর থেকে তোমার মন্দকে নিবৃত্ত কর। তাহলে তা হবে তোমার পক্ষ থেকে তোমার নিজের জন্য সাদকাহস্বরূপ। *(বুখারী-মুসলিম)*

عن أبي ذَرٍّ أيضاً ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى منْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسبيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحميدةٍ صَدَقَة ، وَكُلُّ تَهْليلَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكبيرَة صَدَقَةٌ ، وَأمْرٌ بالمعرُوفِ صَدَقَةٌ ، ونَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجزِىءُ مِنْ ذلكَ رَكْعَتَانِ يَركَعُهُما مِنَ الضُّحَى)).

رواه مسلم

২/১২০। আবূ যার্র ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাশ্তের দু'রাক্আত নামায যথেষ্ট হবে। *(মুসলিম)*

عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىءِ أَعمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي المَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ)). رواه مسلم

৩/ ১২১। ঐ আবূ যার্র ﷺ থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমার উম্মতের ভালমন্দ কর্ম আমার কাছে পেশ করা হল। সুতরাং আমি তাদের ভাল কাজের মধ্যে ঐ কষ্টদায়ক জিনিষও পেলাম, যা রাস্তা থেকে সরানো হয়। আর তাদের মন্দ কর্মসমূহের তালিকায় মসজিদে ঐ কফও পেলাম, যার উপর মাটি চাপা দেওয়া হয়নি। *(মুসলিম)*

* মাটি চাপা দেওয়ার কথা তিনি এই জন্য বলেছেন যে, সে যুগে মসজিদের মেঝে মাটিরই ছিল। বর্তমানে পাকা মেঝে কাপড় অথবা পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে।

وعَنْهُ : أنَّ ناساً قالوا : يَا رَسُولَ الله ، ذَهَبَ أهلُ الدُّثُور بالأُجُور ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أمْوَالِهِمْ ، قَالَ : ((أَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ به : إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَة صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكبيرَة صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحميدَة صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَة صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، أيَأتي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجْرٌ ؟ قَالَ : ((أرَأيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا في حَرامٍ أَكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ ؟ فكذَلكَ إذَا وَضَعَهَا في الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ)). رواه مسلم

৪/ ১২২। উপরোক্ত বর্ণনাকারী থেকেই বর্ণিত, কিছু সাহাবা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো বেশী নেকীর অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এই করছে যে,) নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদকাহ করছে। তিনি বললেন, আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদকাহ করার মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন করে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে? তিনি বললেন, কি রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে। *(মুসলিম)*

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ : ((لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَيئاً وَلَوْ أنْ تَلقَى أخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ)).

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

رواه مسلم

৫/ ১২৩। উক্ত আবূ যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি পুণ্যের কোন কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার (মুসলমান) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার। (অর্থাৎ হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ)। *(মুসলিম)*

عن أبي هريرةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيه صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَـوم تَطلُعُ فيه الشَّمْسُ : تَعْدلُ بَينَ الاثْنَين صَدَقَةٌ ، وتُعينُ الرَّجُلَ في دَابَّته ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرفَعُ لَـهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وبكلِّ خَطْوَةٍ تَمشيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَـدَقَةٌ ، وتُمـيطُ الأذَى عَنِ الطَّريقِ صَدَقَةٌ)). مُتَّفقٌ عَلَيه

ورواه مسلم أيضاً من رواية عائشة رَضي الله عنها ، قَالَتْ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((إِنَّهُ خُلـقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وثلاثمئة مفْصَل ، فَمَنْ كَبَّرَ الله ، وحَمـدَ الله ، وَهَلَّـلَ الله ، وَسَبَّحَ الله ، وَاسْتَغْفَرَ الله ، وَعَزَلَ حَجَراً عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ شَوْكَةً ، أَوْ عَظماً عَن طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ أَمَرَ بِمَعْرُوف ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنكَر ، عَدَدَ السِّتِّينَ والثَّلاثمئة فَإِنَّهُ يُمْسِي يَومَئِذٍ وقَدْ زَحْزَحَ نَفـسَهُ عَنِ النَّارِ)) .

৬/ ১২৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় একটি করে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা করে দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ দূরীভূত করাও সাদকাহ।

এটিকে ইমাম মুসলিম আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকেও বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদম সন্তানের মধ্যে প্রত্যেক মানুষকে ৩৬০ গ্রন্থির উপর সৃষ্টি করা হয়েছে। (আর প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় সাদকা রয়েছে।) সুতরাং যে ব্যক্তি 'আল্লাহু আকবার' বলল, 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলল, 'সুবহানাল্লাহ' বলল, 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলল, মানুষ চলার রাস্তা থেকে পাথর, কাঁটা অথবা হাড় সরাল, কিম্বা ভাল কাজের আদেশ করল অথবা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করল, (এবং সব মিলে ৩৬০ সংখ্যক পুণ্যকর্ম করল, সে ঐদিন এমন অবস্থায় সন্ধ্যা করল যে, সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূর করে নিল। *(বুখারী-মুসলিম)*

وعَنْهُ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ غَدَا إِلَى المَسْجِد أَوْ رَاحَ ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ في الجَنَّة نُزُلاً كُلَّمَا غَـدَا أَوْ رَاحَ)). مُتَّفقٌ عَلَيه

৭/ ১২৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, তার জন্য আল্লাহ মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করেন। যখনই সে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সেখানে যায়, তখনই তার জন্য ঐ মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করা হয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ، لاَ تَحْقِرنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شاة)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৮/ ১২৬। উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে মুসলিম নারীগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন প্রতিবেশিনীর (উপঢৌকনকে) অবশ্যই তুচ্ছ না ভাবে। যদিও তা ছাগলের খুর হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

وعَنْهُ ، عن النَّبِيّ ﷺ ، قَالَ : ((الإيمانُ بِضْعٌ وَسَبعُونَ أَوْ بِضعٌ وسِتُّونَ شُعْبَةً : فَأَفْضَلُهَا قَولُ : لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، والحياءُ شُعبَةٌ مِنَ الإيمان)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৯/ ১২৭। উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ঈমানের সত্তর অথবা ষাঠের বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম (শাখা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন (শাখা) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ (পাথর কাঁটা ইত্যাদি) দূরীভূত করা। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। *(বুখারী-মুসলিম)*

وعَنْهُ : أنَّ رَسُول الله ﷺ ، قَالَ : ((بَينَما رَجُلٌ يَمشي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيه العَطَشُ ، فَوَجَدَ بئراً فَنَزَلَ فِيهَا فَشرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ فإذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يأكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشِ مِثلُ الَّذي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ البِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أمْسَكَهُ بفيه حَتَّى رَقِيَ ، فَسَقَى الكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ)) قالوا : يَا رَسُول اللهِ ، إنَّ لَنَا في البَهَائِمِ أَجْراً ؟ فقَالَ : ((في كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه .

وفي رواية للبخاري : ((فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ ، فأدْخَلَهُ الجَنَّةَ)) وفي رواية لهما : ((بَيْنَما كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يقتلُهُ العَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إسْرَائِيل ، فَنَزَعَتْ مُوقَها فَاسْتَقَتْ لَهُ بِه فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِه)) .

১০/ ১২৮। উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা এক ব্যক্তি পথে চলছিল। তাকে খুবই পিপাসা লাগল। অতঃপর সে একটি কূপ পেল। সুতরাং সে তাতে নেমে পানি পান করল। অতঃপর বের হয়ে দেখতে পেল যে, (ওখানেই) একটি কুকুর পিপাসার জ্বালায় জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে ও কাদা চাঁটছে। লোকটি (অন্তরে) বলল, পিপাসার তাড়নায় আমি যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলাম, কুকুরটিও সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে। অতএব সে কূপে নামল তারপর তার চামড়ার মোজায় পানি ভর্তি করল। অতঃপর সে তা মুখে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনে নেকী রয়েছে।

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তাআলা তার এই আমলকে কবুল করলেন অতঃপর তাকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বুখারী-মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, কোন এক সময় একটি কুকুর একটি কূপের চারিপাশে ঘোরা-ফিরা করছিল। পিপাসা তাকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল। (এই অবস্থায়) হঠাৎ বনী ঈস্রাঈলের বেশ্যাদের মধ্যে এক বেশ্যা তাকে দেখতে পেল। অতঃপর সে তার চামড়ার মোজা খুলে তাতে (কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে তাকে পান করাল। সুতরাং এই আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করা হল।

وعَنْهُ ، عن النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَقدْ رَأيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ في الجَنَّةِ في شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَرِيقِ كَانَتْ تُؤذي المُسْلِمينَ)). رواه مسلم

وفي رواية : ((مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهرِ طَرِيقٍ ، فَقَالَ : وَاللهِ لأُنْحِيَنَّ هَذَا عَنِ المُسْلِمينَ لاَ يُؤذِيهِمْ ، فَأُدخِلَ الجَنَّةَ)). وفي رواية لهما : ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوكٍ عَلَى الطريقِ فأخَّرَه فَشَكَرَ اللهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ)).

১১/১২৯। উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। যে (পৃথিবীতে) রাস্তার মধ্য হতে একটি গাছ কেটে সরিয়ে দিয়েছিল, যেটি মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল। *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি রাস্তার উপর পড়ে থাকা একটি গাছের ডালের পাশ দিয়ে পার হল। সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি এটিকে মুসলিমদের পথ থেকে অবশ্যই সরিয়ে দেব; যাতে তাদেরকে কষ্ট না দেয়। সুতরাং তাকে (এর কারণে) জান্নাতে প্রবেশ করানো হল।

বুখারী ও মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, একদা এক ব্যক্তি রাস্তা চলছিল। সে রাস্তার উপর একটি কাঁটাওয়ালা ডাল দেখতে পেল। অতঃপর সে তা সরিয়ে দিল। আল্লাহ তাআলা তার এই আমল কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْن الجُمُعَةِ وَزِيادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ ، وَمَنْ مَسَّ الحَصَا فَقَدْ لَغَا)). رواه مسلم

১২/১৩০। উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করল, অতঃপর জুমআ পড়তে এল এবং মনোযোগ সহকারে নীরব থেকে খুতবাহ শুনল সে ব্যক্তির এই জুমআহ ও (আগামী) জুমআর মধ্যেকার এবং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের (ছোট) পাপসমূহ মাফ করে দেওয়া হল। আর যে ব্যক্তি (খুৎবাহ্ চলাকালীন সময়ে) কাঁকর স্পর্শ করল, সে অনর্থক কর্ম করল। (অর্থাৎ, সে জুমআর সওয়াব বরবাদ করে দিল।) *(মুসলিম)*

وعَنْهُ : أنَّ رَسُول الله ﷺ ، قَالَ : ((إذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ ، أَو المُؤمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا بِعَينيه مَعَ المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإذا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيه كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ ، فَإذَا غَسَلَ رِجْلَيه خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مشتها رِجْلاَهُ مَعَ المَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيّاً مِنَ الذُّنُوبِ)). رواه مسلم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১৩/ ১৩১। উক্ত আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুসলিম বা মু'মিন বান্দা যখন ওযূর উদ্দেশ্যে তার মুখমন্ডল ধৌত করে তখন ওযূর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার হাত দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে উভয় হাত দ্বারা ধারণ করার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার পা দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে তার দুপায়ে চলার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। শেষ অবধি সমস্ত গোনাহ থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে। *(মুসলিম)*

وعَنْهُ ، عن رَسُول الله ﷺ ، قَالَ : ((الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَة ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّراتٌ لمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَت الكَبَائِرُ)). رواه مسلم

১৪/ ১৩২। উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পাঁচ অক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে আর এক জুমআহ এবং এক রমযান থেকে আর এক রমযান পর্যন্ত (সংঘটিত সাগীরা গোনাহ) মুছে ফেলে; যদি কাবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায় তাহলে (নতুবা নয়)। *(মুসলিম)*

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((ألا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟)) قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ الله ، قَالَ : ((إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجِد ، وَانْتِظَارُ الصَّلاة بَعْدَ الصَّلاة فَذلكُمُ الرِّبَاطُ)). رواه مسلم

১৫/ ১৩৩। উক্ত আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা পাপসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং মর্যাদা বর্ধন করেন? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, কষ্টের সময় পূর্ণরূপে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদক্ষেপ করা (অর্থাৎ দূর থেকে আসা) এবং এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামাযের অপেক্ষা করা। সুতরাং এই হল (নেকী ও সওয়াবে) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত। *(মুসলিম)*

وعن أبي موسى الأشعريِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسولُ الله ﷺ : ((مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৬/ ১৩৪। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা (অর্থাৎ, ফজর ও আসরের) নামায পড়বে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحِيحاً)). رواه البخاري

১৭/ ১৩৫। উক্ত আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন বান্দা অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে তখন তার জন্য ঐ আমলের মতই (সওয়াব) লেখা হয়, যা সে গৃহে থেকে সুস্থ শরীরে সম্পাদন করত। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وعن جَابرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله ﷺ : ((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)). رواه البخاري

১৮/ ১৩৬। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক নেকীর কাজ সাদকাহ স্বরূপ। *(বুখারী)*

وعَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْساً إلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا سُرِقَ مِنهُ لَهُ صَدَقَةً ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً)). رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : ((فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْساً فَيَأْكُلَ مِنْهُ إنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ إلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَة إِلَى يَومِ القِيَامةِ)). وفي رواية لَهُ : ((لاَ يَغرِسُ مُسْلِمٌ غَرساً ، وَلاَ يَزرَعُ زَرعاً ، فَيَأكُلَ مِنهُ إنْسَانٌ وَلاَ دَابَةٌ وَلاَ شَيءٌ ، إلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)).

১৯/ ১৩৭। উক্ত জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে কোন মুসলিম গাছ লাগায়, অতঃপর তা থেকে যতটা খাওয়া হয় তা তার জন্য সাদকাহ হয়, তা থেকে যতটুকু চুরি হয় তা তার জন্য সাদকাহ হয় এবং যে কোন ব্যক্তি তার ক্ষতি করে সেটাও তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়। *(মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, মুসলিম যে গাছ লাগায় তা থেকে কোন মানুষ, কোন জন্তু এবং কোন পাখী যা কিছু খায় তা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, মুসলিম যে গাছ লাগায় এবং ফসল বুনে অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ, কোন জন্তু অথবা অন্য কিছু খায় তবে তা তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।

১৩৮। উক্ত হাদীসটি বুখারী-মুসলিম উভয়েই আনাস ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন যাতে يَرْزَؤُهُ শব্দ আছে।

وعَنْهُ ، قَالَ : أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَن يَنتَقِلُوا قُربَ المَسجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ ، فَقَالَ لهم : ((إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنتَقِلُوا قُربَ المَسجِد ؟)) فقالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُول الله قَدْ أَرَدْنَا ذلِكَ . فَقَالَ : ((بَنِي سَلِمَةَ ، دِيَارَكُمْ ، تُكْتَبْ آثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ)) رواه مسلم . وفي رواية : ((إِنَّ بِكُلِّ خَطوَةٍ دَرَجَةً)). رواه مسلم . رواه البخاري أيضاً بِمَعناه مِنْ رواية أنس ﷺ .

২০/ ১৩৯। উক্ত জাবের ﷺ হতেই বর্ণিত যে, বনু সালেমাহ মসজিদের নিকট স্থান পরিবর্তন করার ইচ্ছা করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছল। সুতরাং তিনি তাদেরকে বললেন, আমি খবর পেয়েছি যে, তোমরা স্থান পরিবর্তন করে মসজিদের নিকট আসার ইচ্ছা করছ? তারা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এর ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, হে বনূ সালেমাহ! তোমরা তোমাদের (বর্তমান) গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে। তোমরা আপন গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে। *(মুসলিম)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি হবে। *(মুসলিম)*

১৪০। ইমাম বুখারী (রহঃ)ও ঐ মর্মে আনাস ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন।

وعن أبي المنذر أُبيِّ بن كَعْب ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ لا أَعْلَمُ رَجلاً أَبْعَدَ مِنَ المَسْجِدِ مِنْهُ ، وَكَانَ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ ، فَقيلَ لَهُ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ: لَو اشْتَرَيْتَ حِمَاراً تَرْكَبُهُ في الظَلْمَاء وفي الرَّمْضَاء ؟ فَقَالَ: مَا يَسُرُّني أنَّ مَنْزِلي إِلَى جَنْبِ المَسْجِدِ إِنِّي أريدُ أنْ يُكْتَبَ لي مَمشَايَ إِلَى المَسْجِدِ وَرُجُــوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي ، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : ((قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذلكَ كُلَّهُ)). رواه مسلم

وفي رواية : ((إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ)) .

২১/১৪১। আবুল মুনযির উবাই ইবনে কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একটি লোক ছিল। আমি জানি না যে, অন্য কারো বাড়ি তার বাড়ির চেয়ে দূরে ছিল। তা সত্ত্বেও তার কোন নামায ছুটত না। অতঃপর তাকে বলা হল অথবা আমি (কা'ব) তাকে বললাম যে, তুমি যদি একটি গাধা কিনে আঁধারে ও ভীষণ রোদে তার উপর সওয়াব হয়ে আসতে (তাহলে তা তোমার পক্ষে ভাল হত?) সে বলল, আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার বাড়ি মসজিদ সংলগ্নে হোক। কারণ আমি তো এই চাই যে (দূর থেকে) আমার পায়ে হেঁটে মসজিদ যাওয়া এবং ওখান থেকেই পুনরায় বাড়ী ফিরা, সবকিছু যেন আমার নেকীর খাতায় লেখা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ (তার কথা শুনে) বললেন, আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত তোমার জন্য একত্র করে দিয়েছেন। *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, নিশ্চয় তোমার জন্য সেই সওয়াবই রয়েছে যার তুমি আশা করেছ।

عَن أبي مُحَمَّد عَبد الله بن عَمرو بن العَاص رَضيَ اللهُ عَنــهُمَا ، قَــالَ : قَــالَ رَسُــول الله ﷺ : ((أَرْبَعُونَ خَصْلَةً : أَعْلاَهَا مَنيحَةُ العَنْزِ ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَة مِنْهَا ؛ رَجَاءَ ثَوَابِهَا وتَــصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الجَنَّةَ)). رواه البخاري

২২/১৪২। আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চল্লিশটি সৎকর্ম আছে তার মধ্যে উচ্চতম হল, দুধ পানের জন্য (কোন দরিদ্রকে) ছাগল সাময়িকভাবে দান করা। যে কোন আমলকারী এর মধ্য হতে যে কোন একটি সৎকর্মের উপর প্রতিদানের আশা করে ও তার প্রতিশ্রুত পুরস্কারকে সত্য জেনে আমল করবে, তাকে আল্লাহ তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। *(বুখারী)*

عَن عَدي بن حَاتِم ﷺ ، قَالَ : سَمعتُ النَّبيّ ﷺ ، يَقُولُ : ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة)). مُتَّفَــقٌ عَلَيه. وَفي رِوَايَة لَهُمَا عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَينَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرى إِلاَّ مَا قَدَّمَ ، وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيه فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّار تلقَاءَ وَجْهِه، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَو بِشِقِّ تَمْرَة، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَة طَيِّبَة)).

২৩/১৪৩। আদী ইবনে হাতেম ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ করে হয়! *(বুখারী-মুসলিম)*

উক্ত আদী হতে বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার প্রতিপালক কথা বলবেন; তার ও তাঁর মাঝে কোন আনুবাদক থাকবে না। (সেখানে) সে তার ডানদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকে তা-ই দেখতে পাবে যা সে অগ্রিম পাঠিয়েছিল। এবং বামদিকে তাকাবে, সুতরাং সেদিকেও নিজের কৃতকর্ম

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দেখতে পাবে। আর সামনে তাকাবে, সুতরাং তার চেহারার সামনে জাহান্নাম দেখতে পাবে। অতএব তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; যদিও খেজুরের এক টুকরো সাদকাহ করে হয়। আর যে ব্যক্তি এরও সামর্থ্য রাখে না, সে যেন ভাল কথা বলে বাঁচে।

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أنْ يَأكُلَ الأَكْلَةَ ، فَيَحمَـدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ ، فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)). رواه مسلم

২৪/১৪৪। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খায়, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা পানি পান করে, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে। *(মুসলিম)*

عَن أَبِي مُوسَى ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((عَلَى كلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ)). قَالَ : أرأيتَ إنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ : ((يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ)) قَالَ : أرأيتَ إن لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ : ((يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ)) قَالَ : أرأيتَ إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، قَالَ : ((يَأمُرُ بالمعْرُوفِ أوِ الخَيْرِ)) قَالَ : أرَأيْتَ إنْ لَـمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : ((يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ ، فَإنَّهَا صَدَقَةٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه .

২৫/১৪৫। আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাদকাহ করা জরুরী। আবূ মূসা ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, যদি সে সাদকাহ করার মত কিছু না পায় তাহলে? তিনি বললেন, সে তার হাত দ্বারা কাজ করে (পয়সা উপার্জন করবে) অতঃপর তা থেকে সে নিজে উপকৃত হবে এবং সাদকাও করবে। পুনরায় আবূ মূসা ﷺ বললেন, যদি সে তাও না পারে? তিনি বললেন, যে কোন অভাবী বিপন্ন মানুষের সাহায্য করবে। আবূ মূসা ﷺ বললেন, যদি সে তাও না পারে? তিনি বললেন, সে মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দিবে। আবূ মূসা ﷺ বললেন, যদি সে এটাও না পারে? তিনি বললেন, সে (অপরের) ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, সেটাও হল সাদকাহ স্বরূপ। *(বুখারী-মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৪

ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন

আল্লাহ তাআলা বলেন, { طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى } [طه : ١]

অর্থাৎ, ত্বা-হা-। তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। *(সূরা ত্বাহা ১-২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة : ١٨٥]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিনতা তাঁর কাম্য নয়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)*

وعن عائشة رضي الله عنها : أنَّ النَّبِيَّ ﷺ دخل عَلَيْهَا وعندها امرأةٌ ، قَالَ : ((مَـنْ هـذه ؟)) قَالَتْ : هذِهِ فُلاَنَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلاتِهَا . قَالَ : ((مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَواللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

تَمَلُّوا)) وكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/ ১৪৬। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁর নিকট গেলেন, তখন এক মহিলা তাঁর কাছে (বসে) ছিল। তিনি বললেন, এটি কে? আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, অমুক মহিলা, যে প্রচুর নামায পড়ে। তিনি বললেন, "থামো! তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" আর সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার করে থাকে। *(বুখারী-মুসলিম)*

'আল্লাহ ক্লান্ত হন না' এ কথার অর্থ এই যে, তিনি সওয়াব দিতে ক্লান্ত হন না। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে সওয়াব ও তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া বন্ধ করেন না এবং তোমাদের সাথে ক্লান্তের মত ব্যবহার করেন না; যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে আমল ত্যাগ করে বস। সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা সেই আমল গ্রহণ করবে, যা একটানা করে যেতে সক্ষম হবে। যাতে তাঁর সওয়াব ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন থাকে।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : جَاءَ ثَلاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَمَّا أُخْبِروا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا وَقَالُوا : أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُم : أَمَّا أنا فَأُصَلِّي اللَّيلَ أبداً . وَقالَ الآخَرُ : وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَداً وَلا أُفْطِرُ . وَقَالَ الآخَر : وَأَنا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَداً . فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيهِم ، فَقَالَ : ((أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لله ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّساءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২/ ১৪৭। আনাস ﷺ বলেন যে, তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)। সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব। দ্বিতীয়জন বললেন, আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না। তৃতীয়জন বললেন, আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ)) قالها ثَلاثاً . رواه مسلم

৩/ ১৪৮। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস হোক।) এ কথা তিনি তিনবার বললেন। *(বুখারী)*

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنُ إلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ)). رواه البخاري .

وفي رواية لَهُ : ((سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاغْدُوا وَرُوحُوا ، وَشَيءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ ، القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا)).

৪/ ১৪৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺহতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও। *(বুখারী)*

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।

অর্থাৎ, অবসর সময়ে উদ্যমশীল মনে আল্লাহর ইবাদত কর; যে সময়ে ইবাদত করে তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং তা মনে ভারী বা বিরক্তিকর না হয়। আর তাহলেই অভীষ্টলাভ করতে পারবে। যেমন বুদ্ধিমান মুসাফির উক্ত সময়ে সফর করে এবং যথাসময়ে সে ও তার সওয়ারী বিশ্রাম গ্রহণ করে। (না ধীরে চলে এবং না তাড়াহুড়া করে।) ফলে সে বিনা কষ্টে যথা সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়।

وعن أنس ﷺ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ المَسْجِدَ فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَقَالَ : ((مَا هَذَا الحَبْلُ ؟)) قالُوا : هَذَا حَبْلٌ لِزَيْنَبَ ، فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((حُلُّوهُ ، لِيُصلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৫/ ১৫০। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ দেখলেন যে, একটি দড়ি দুই স্তম্ভের মাঝে লম্বা করে বাঁধা রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, এই দড়িটা কি (জন্য)? লোকেরা বলল, এটি যয়নাবের দড়ি। যখন তিনি (নামায পড়তে পড়তে) ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন এটার সঙ্গে ঝুলে যান। নবী ﷺ বললেন, এটিকে খুলে ফেল। তোমাদের মধ্যে (যে নামায পড়বে) তার উচিত, সে যেন মনে স্ফূর্তি থাকাকালে নামায পড়ে। তারপর সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে যেন শুয়ে যায়। *(বুখারী-মুসলিম)*

وعن عائشة رضي الله عنها : أنَّ رَسُول الله ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّومُ ، فإنَّ أحدكم إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৬/ ১৫১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন নামায পড়া অবস্থায় তোমাদের কারো তন্দ্রা আসবে, তখন তাকে ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত, যতক্ষণ না তার ঘুম চলে যাবে। কারণ, তোমাদের কেউ যদি তন্দ্রা অবস্থায় নামায পড়ে তাহলে সে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অনুভব করতে পারবে না যে, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে গালি দিচ্ছে। *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أَبِي عَبد اللهِ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الـصَّلَوَاتِ ، فَكَانتْ صَلاتُهُ قَصْداً وَخُطْبَتُهُ قَصْداً . رواه مسلم

৭/ ১৫২। আবূ আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে সামুরাহ ﷺ বলেন যে, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়তাম। সুতরাং তাঁর নামাযও মধ্যম হত এবং তাঁর খুৎবাও মধ্যম হত। *(বুখারী)*

وعن أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْب بنِ عَبد اللهِ ﷺ ، قَالَ : آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الـدَّرْدَاءِ ، فَـزارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرداءِ فَرَأى أُمَّ الدَّرداءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : أخُوكَ أَبُو الدَّرداءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا ، فَجاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً ، فَقَالَ لَهُ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : مَـا أنـا بِآكِلٍ حَتَّى تَأكُلَ فَأَكَلَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرداءِ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَمْ ، فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَـبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ : نَمْ . فَلَمَّا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ قَالَ سَلْمَانُ : قُمِ الآن ، فَصَلَّيَا جَمِيعـاً فَقَـالَ لَـهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيكَ حَقّاً ، وَلأَهْلِكَ عَلَيكَ حَقّاً ، فَأعْطِ كُـلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((صَدَقَ سَلْمَانُ)). رواه البخاري

৮/ ১৫৩। আবূ হুযাইফা অহব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন যে, নবী ﷺ (হিজরতের পর মদীনায়) সালমান ও আবূ দার্দার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবূ দার্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন। তিনি (আবূ দার্দার স্ত্রী) উম্মে দার্দাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে বললেন, তোমার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন, তোমার ভাই আবূ দার্দার দুনিয়ার কোন প্রয়োজনই নেই। (ইতিমধ্যে) আবূ দার্দাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলেন অতঃপর তাঁকে বললেন, তুমি খাও। কেননা, আমি রোযা রেখেছি। তিনি বললেন, যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না। সুতরাং আবূ দার্দাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। অতঃপর যখন রাত এল তখন (শুরু রাতেই) আবূ দার্দা নফল নামায পড়তে গেলেন। সালমান তাঁকে বললেন, (এখন) শুয়ে যাও। সুতরাং তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা থেকে) উঠে নফল নামায পড়তে গেলেন। আবার সালমান বললেন, শুয়ে যাও। অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ এসে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, এবার উঠে নফল নামায পড়। সুতরাং তাঁরা দু'জনে একত্রে নামায পড়লেন। অতঃপর সালমান তাঁকে বললেন, নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান কর। অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবী ﷺ বললেন, সালমান ঠিকই বলেছে। *(বুখারী)*

وعن أَبِي محمد عبد اللهِ بنِ عَمْرو بن العَاصِ رَضي اللهُ عنهما ، قَالَ : أُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنِّـي أَقُـولُ: وَاللهِ لأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلأَقُومَنَّ اللَّيلَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَنتَ الَّذِي تَقُولُ ذلِـكَ؟))

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قُلْتُهُ بأبي أنْتَ وأمِّي يَا رسولَ الله . قَالَ : ((فَإنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذلكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ، فإنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا وَذَلكَ مِثلُ صِيامِ الدَّهْرِ)) قُلْتُ : فَإنِّي أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلكَ ، قَالَ : ((فَصُمْ يَوماً وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ)) قُلْتُ : فَإنِّي أُطِيقُ أفضَلَ مِنْ ذلكَ ، قَالَ : ((فَصُمْ يَوماً وَأفْطِرْ يَوماً فَذلكَ صِيَامُ دَاوُد ﷺ ، وَهُوَ أعْدَلُ الصيامِ)) .

وفي رواية: ((هُوَ أفْضَلُ الصِّيامِ)) فَقُلْتُ: فَإنِّي أُطيقُ أفْضَلَ مِنْ ذلكَ، فَقَالَ رسولُ الله ﷺ: ((لاَ أفضَلَ مِنْ ذلكَ))، وَلأنْ أكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاثَةَ الأيَّامِ الَّتِي قَالَ رَسُول الله ﷺ أحَبُّ إليَّ مِنْ أهْلِي وَمَالِي.

وفي رواية : ((أَلَمْ أُخْبَرْ أنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وتَقُومُ اللَّيلَ ؟)) قُلْتُ : بَلَى ، يَا رَسُول الله ، قَالَ : ((فَلاَ تَفْعَلْ : صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ؛ فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإنَّ بِحَسْبِكَ أنْ تَصُومَ في كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أيَّامٍ ، فإنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثَالِهَا ، فَإنَّ ذلكَ صِيَامُ الدَّهْرِ)) فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ ، قُلْتُ : يَا رَسُول الله ، إنِّي أجِدُ قُوَّةً ، قَالَ : ((صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ الله دَاوُد وَلاَ تَزِد عَلَيه)) قُلْتُ : وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُد ؟ قَالَ : ((نِصْفُ الدَّهْرِ)) فَكَانَ عَبدُ الله يقول بَعدَمَا كَبِرَ : يَا لَيتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُول الله ﷺ .

وفي رواية : ((أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهرَ ، وَتَقْرَأُ القُرآنَ كُلَّ لَيْلَة ؟)) فقلت : بَلَى ، يَا رَسُول الله ، وَلَمْ أُرِدْ بذلكَ إلاَّ الخَيرَ ، قَالَ : ((فَصُمْ صَومَ نَبِيِّ الله دَاوُد ، فَإنَّهُ كَانَ أعْبَدَ النَّاسِ ، وَاقْرَأ القُرْآنَ في كُلِّ شَهْر)) قُلْتُ : يَا نَبِيَّ الله ، إنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلكَ ؟ قَالَ : ((فاقرأه في كل عشرين)) قُلْتُ : يَا نبي الله ، إني أطيق أفضل من ذلكَ ؟ قَالَ : ((فَاقْرَأهُ في كُلِّ عَشْر)) قُلْتُ : يَا نبي الله ، إنِّي أُطيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذلكَ ؟ قَالَ : ((فاقْرَأهُ في كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذلكَ)) فشدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ وَقالَ لي النَّبيّ ﷺ : ((إنَّكَ لا تَدري لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمُرٌ)) قَالَ : فَصِرْتُ إلَى الَّذي قَالَ لي النَّبيُّ ﷺ . فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ الله ﷺ .

وفي رواية : ((وَإنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً)) .

وفي رواية : ((لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ)) ثلاثاً .

وفي رواية: ((أَحَبُّ الصيامِ إلَى الله تَعَالَى صِيَامُ دَاوُد، وَأَحَبُّ الصَّلاةِ إلَى الله تَعَالَى صَلاةُ دَاوُدَ: كَانَ يَنَامُ نِصفَ اللَّيلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوماً وَيُفطِرُ يَوماً، وَلاَ يَفِرُّ إذَا لاقَى)).

وفي رواية قال : ((أنْكَحَنِي أَبِي امرَأةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ - أي : امْرَأَةَ وَلَدِه - فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا . فَتقُولُ لَهُ : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشاً ، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفاً مُنْذُ أتَيْنَاهُ . فَلَمَّا طَالَ ذلكَ عَلَيهِ ذَكَرَ ذلك للنَّبيِّ ﷺ ، فَقَالَ : ((القَنِي بِهِ)) فَلَقيتُهُ بَعد ذلك ، فَقَالَ :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

((كَيْفَ تَصُومُ ؟)) قُلْتُ : كُلَّ يَومٍ ، قَالَ : ((وَكَيْفَ تَخْتِمُ ؟)) قُلْتُ : كُلَّ لَيْلَةٍ ، وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ ، وَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِي يَقْرَؤُهُ ، يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيهِ بِاللَّيلِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّاماً وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيئاً فَارَقَ عَلَيهِ النَّبِيَّ ﷺ . كُلّ هذه الرِوَايَات صَحِيحَةٌ ، مُعظمُها في الصَّحِيحَين ، وَقَلِيل مِنْهَا في أحدهما .

৯/১৫৪। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আ'স ﷺ বলেন, নবী ﷺ-কে আমার ব্যাপারে সংবাদ দেওয়া হল যে, আমি বলছি, আল্লাহর কসম! আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন দিনে রোযা রাখব এবং রাতে নফল নামায পড়ব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি এ কথা বলছ? আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! নিঃসন্দেহে আমি এ কথা বলেছি, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। তিনি বললেন, তুমি এর সাধ্য রাখ না। অতএব তুমি রোযা রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। অনুরূপ (রাতের কিছু অংশে) ঘুমাও এবং (কিছু অংশে) নফল নামায পড় ও মাসে তিন দিন রোযা রাখ। কারণ, নেকীর প্রতিদান দশগুণ রয়েছে। তোমার এই রোযা জীবনভর রোযা রাখার মত হয়ে যাবে। আমি বললাম, আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখ আর দু'দিন রোযা ত্যাগ কর। আমি বললাম, আমি এর বেশী করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তাহলে একদিন রোযা রাখ আর একদিন রোযা ছাড়। এ হল দাউদ ﷺ-এর রোযা আর এ হল ভারসাম্যপূর্ণ রোযা।

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এটা সর্বোত্তম রোযা। কিন্তু আমি বললাম, আমি এর চেয়ে বেশী (রোযা) রাখার ক্ষমতা রাখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এর চেয়ে উত্তম রোযা আর নেই। (আব্দুল্লাহ বলেন,) যদি আমি রসূল ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী (প্রত্যেক মাসে) তিন দিন রোযা রাখার পদ্ধতি গ্রহণ করতাম, তাহলে তা আমার নিকট আমার পরিবার ও সম্পদ অপেক্ষা প্রিয় হত।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) "আমি কি এই সংবাদ পায়নি যে, তুমি দিনে রোযা রাখছ এবং রাতে নফল নামায পড়ছ? আমি বললাম, সম্পূর্ণ সত্য, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, পুনরায় এ কাজ করো না। তুমি রোযাও রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। নিদ্রাও যাও এবং নামাযও পড়। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে। তোমার জন্য প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা যথেষ্ট। কেননা, প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে তোমার জন্য দশটি নেকী রয়েছে আর এটা জীবনভর রোযা রাখার মত।" কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর নবী দাউদ ﷺ-এর রোযা রাখ এবং তার চেয়ে বেশী করো না। আমি বললাম, দাউদের রোযা কেমন ছিল? তিনি বললেন অর্ধেক জীবন। অতঃপর আব্দুল্লাহ বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলতেন, হায়! যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করতাম (তাহলে কতই না ভাল হত)!

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আর এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি সর্বদা রোযা রাখছ এবং প্রত্যহ রাতে কুরআন (খতম) পড়ছ। আমি বললাম (সংবাদ) সত্যই, হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু এতে আমার উদ্দেশ্য ভাল ছাড়া অন্য কিছু নয়। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর নবী দাউদের রোযা রাখ। কারণ, তিনি লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুযার ছিলেন। আর প্রত্যেক মাসে (একবার কুরআন খতম) পড়। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কুড়ি দিনে (কুরআন খতম) পড়। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর থেকে বেশী করার সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি প্রত্যেক দশদিনে (কুরআন খতম) পড়। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও বেশী ক্ষমতা রাখি। তিনি বললেন, তাহলে তুমি প্রত্যেক সাতদিনে (খতম) পড় এবং এর বেশী করো না (অর্থাৎ, এর চাইতে কম সময়ে কুরআন খতম করো না।) কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। আর নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন, তুমি জান না, সম্ভবতঃ তোমার বয়স সুদীর্ঘ হবে। আব্দুল্লাহ বলেন, সুতরাং আমি ঐ বয়সে পৌঁছে গেলাম যার কথা নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন। অবশেষে আমি যখন বুড়ো হয়ে গেলাম তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, হায়! যদি আমি আল্লাহর নবী ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করে নিতাম।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, (নবী ﷺ আমাকে বললেন,) আর তোমার উপর তোমার সন্তানের অধিকার আছে---।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তার কোন রোযা নেই (অর্থাৎ, রোযা বিফল যাবে) সে সর্বদা রোযা রাখবে। একথা তিনবার বললেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহর নিকট প্রিয়তম রোযা হচ্ছে দাউদ ﷺ-এর রোযা এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়তম নামায হচ্ছে দাউদ ﷺ-এর নামায। তিনি মধ্য রাতে শুতেন এবং তার তৃতীয় অংশে নামায পড়তেন এবং তার ষষ্ঠ অংশে ঘুমাতেন। তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ছাড়তেন। আর যখন শত্রুর সামনা-সামনি হতেন তখন (রণভূমি হতে) পলায়ন করতেন না।

আরোও এক বর্ণনায় আছে, (আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র) বলেন, আমার পিতা আমার বিবাহ এক উচ্চ বংশের মহিলার সঙ্গে দিয়েছিলেন। তিনি পুত্রবধুর প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতেন। তিনি তাকে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। সে বলত, এত ভালো লোক যে, সে কদাচ আমার বিছানায় পা রাখেনি এবং যখন থেকে আমি তার কাছে এসেছি সে কোনদিন আবৃত জিনিস স্পর্শ করেনি (অর্থাৎ, মিলনের ইচ্ছাও ব্যক্ত করেনি।) যখন এই আচরণ অতি লম্বা হয়ে গেল তখন তিনি (আব্দুল্লাহর পিতা) এ কথা নবী ﷺ-কে জানালেন। অতঃপর তিনি বললেন, তাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বল। সুতরাং পরবর্তীতে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কিভাবে রোযা রাখ? আমি বললাম, প্রত্যেক দিন। তিনি বললেন, কিভাবে কুরআন খতম কর? আমি বললাম, প্রত্যেক রাতে। অতঃপর তিনি ঐ কথাগুলি বর্ণনা করলেন যা পূর্বে গত হয়েছে। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র) তাঁর পরিবারের কাউকে (কুরআনের) ঐ সপ্তম অংশ পড়ে শুনাতেন, যা তিনি (রাতের নফল নামাযে) পড়তেন। দিনের বেলায় তিনি তা পুনঃ পড়ে নিতেন যেন তা (রাতে পড়া) তাঁর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যখন তিনি (দৈহিক) শক্তি সঞ্চয় করার ইচ্ছা করতেন তখন কিছুদিন রোযা রাখতেন না এবং গুনে রাখতেন ও পরে ততটাই রোযা রেখে নিতেন। কারণ, তিনি ঐ আমল পরিত্যাগ করা অপছন্দ করতেন যার উপর তিনি নবী ﷺ থেকে পৃথক হয়েছেন। এই বর্ণনাগুলি সবই বিশুদ্ধ। এগুলোর অধিকাংশ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে এবং যৎসামান্য এমন আছে যা এই দুটির মধ্যে একটিতে আছে।

وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأُسَيِّديِّ الكاتب أحد كتّاب رَسُول الله ﷺ قَالَ : لَقِيَنِي أَبُو بَكر ﷺ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتَ يَا حنْظَلَةُ ؟ قُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ ! قَالَ : سُبْحَانَ الله مَا تَقُولُ ؟! قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُول الله ﷺ يُذَكِّرُنَا بالجَنَّة وَالنَّار كأَنَّا رَأيَ عَيْنٍ، فإذَا خَرَجْنَا منْ عِنْد رَسُول الله ﷺ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَات نَسينَا كَثيراً ، قَالَ أَبُو بكر ﷺ : فَوَالله إنَّا لَنَلْقَى مثْلَ هَذَا، فانْطَلَقْتُ أَنَا وأَبُو بَكْر حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُول الله ﷺ . فقُلْتُ : نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُول الله ! فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : ((وَمَا ذَاكَ ؟)) قُلْتُ : يَا رَسُول الله ، نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بالنَّار والجَنَّة كأَنَّا رَأيَ العَيْن فإذَا خَرَجْنَا منْ عِنْدكَ عَافَسْنَا الأَزْوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالضَّيْعَات نَسينَا كَثيراً . فَقَالَ رَسُول الله ﷺ : ((وَالَّذي نَفْسي بيَده ، لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونونَ عِنْدي ، وَفي الذِّكْر ، لَصَافَحَتْكُمُ الملاَئكَةُ عَلَى فُرُشكُمْ وَفي طُرُقكُمْ ، لَكنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً)) ثَلاَثَ مَرَات . رواه مسلم

১০/ ১৫৫। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন কেরানী আবূ রিব্‌য়ী হান্‌যালাহ বিন রাবী' উসাইয়িদী ﷺ বলেন, একদা আবূ বাক্‌র ﷺ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে হানযালাহ! তুমি কেমন আছ? আমি বললাম, হানাযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে! তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, সুবহানাল্লাহ! এ কি কথা বলছ? আমি বললাম, (কথা এই যে, যখন) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায় জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য (পার্থিব) কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে যাই। আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! আমাদেরও তো এই অবস্থা হয়। সুতরাং আমি ও আবূ বাক্‌র গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে কি কথা? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে শুনান যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততিও কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতে, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। কিন্তু ওহে হানযালাহ! (সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না।) কিছু সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের জন্য)। তিনি এ কথা তিনবার বললেন। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : بَينَمَا النَّبيُّ ﷺ يَخطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْـهُ ، فَقَالُوا : أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ وَلاَ يَقْعُدَ ، وَلاَ يَسْتَظِل ، وَلاَ يَـتَكَلَّمَ ، وَيَـصُومَ ، فَقَالَ النَّبِيّ ﷺ : ((مُرُوهُ ، فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَقْعُدْ ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)). رواه البخاري

১১/ ১৫৬। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, কোন এক সময় নবী ﷺ খুৎবাহ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন যে, একটি লোক (রোদে) দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর তিনি তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল, আবূ ইসরাঈল। ও নযর মেনেছে যে, ও রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়া গ্রহণ করবে না, কথা বলবে না এবং রোযা রাখবে। নবী ﷺ বললেন, তোমরা ওকে আদেশ কর, ও যেন কথা বলে, ছায়া গ্রহণ করে, বসে এবং রোযা পুরা করে। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ১৫

আমলের রক্ষণাবেক্ষণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ} [الحديد : ١٦]

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। *(সূরা হাদীদ ১৬ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الأَنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد : ٢٧]

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদের অনুগামী করেছিলাম আমার রসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারয়্যাম তনয় ঈসাকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্ন্যাসবাদ এটা তো তারা নিজেরা প্রবর্তন করেছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিধান ছাড়া আমি তাদেরকে এ (সন্ন্যাসবাদে)র বিধান দিইনি; অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। *(সূরা হাদীদ ২৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً} [النحل : ٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার সুতা মজবুত করে পাকাবার পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। *(সূরা নাহল ৯২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন,

{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر : ٩٩]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। *(সূরা হিজ্‌র ৯৯ আয়াত)*

এ মর্মের অন্যতম হাদীস আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা)র হাদীস, "সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যা তার আমলকারী লাগাতার করে থাকে।" যা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে গত হয়েছে।

وَعَن عُمَرَ بنِ الخطَّاب ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِه مِنَ اللَّيلِ ، أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاة الفَجْرِ وَصَلاة الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيلِ)). رواه مسلم

১/ ১৫৭। উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার রাতের অযীফা (নামায বা তেলাঅত ইত্যাদি) রেখে ঘুমিয়ে যায় অতঃপর সে তা ফজর ও যোহরের মধ্য সময়ে পড়ে নেয়, তাহলে তার জন্য রাতে পড়ার মতই (সওয়াব) লেখা হয়। *(মুসলিম)*

وَعَن عَبد الله بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((يَا عبدَ الله ، لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلان، كَانَ يَقُومُ اللَّيلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২/ ১৫৮। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুক লোকের মত হয়ো না, যে রাতে নফল নামায পড়ত, অতঃপর তা ছেড়ে দিয়েছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَائشَةَ رَضِيَ الله عَنهَا ، قَالَتْ : كَانَ رَسُول الله ﷺ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاةُ مِنَ اللَّيلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيرِه، صَلَّى مِنَ النَّهارِ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً . رواه مسلم

৩/ ১৫৯। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) বলেন যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতের নামায কোন ব্যথা-বেদনা অথবা অন্য কোন কারণে ছুটে যেত, তখন তিনি দিনে বার রাকআত নামায পড়ে নিতেন। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৬

সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব ও তার কিছু আদব প্রসঙ্গে

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر : ٧]

অর্থাৎ, আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। *(সূরা হাশ্‌র ৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى } [النجم :٣-٤]

অর্থাৎ, সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। *(সূরা নাজ্‌ম ৩-৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } [آل عمران : ٣١]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ } [الأحزاب:٢١]

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(সূরা আহযাব ২১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } [النساء : ٦٥]

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ } [النساء : ٥٩] قَالَ العلماء : معناه إِلَى الكتاب والسُّنّة ،

অর্থাৎ, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। *(ঐ ৫৯ আয়াত)* উলামাগণ বলেন, এর অর্থ হল ঃ কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দাও।

তিনি আরো বলেন, { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ } [النساء : ٨٠]

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করল। *(ঐ ৮০ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন,

{ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللهِ } [الشورى : ٥٢-٥٣]

অর্থাৎ, আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর- সেই আল্লাহর পথ---। *(সূরা শূরা ৫২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور : ٦٣]

অর্থাৎ, সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্বাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। *(সূরা নূর ৬৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ } [الأحزاب : ٣٤]

অর্থাৎ, আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রাখ। *(সূরা আহযাব ৩৪ আয়াত)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হাদীসসমূহ ঃ-

عن أبي هريرةَ ﷺ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤالِهِمْ واخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১/ ১৬০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি যে ব্যাপারে তোমাদেরকে (বর্ণনা না দিয়ে) ছেড়ে দিয়েছি সে ব্যাপারে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না)। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিষ থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা হতে দূরে থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর। *(বুখারী ও মুসলিম)*

عن أَبي نَجيحٍ العِرباضِ بنِ سَارِيَةَ ﷺ قَالَ : وَعَظَنَا رسولُ اللهِ ﷺ مَوعظةً بَليغَةً وَجلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا: يَا رسولَ اللهِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ: ((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اختلافاً كَثِيراً ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

২/ ১৬১। আবূ নাজীহ ইরবায ইবনে সারিয়াহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত করে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

عَنْ أَبي هريرةَ ﷺ أنَّ رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ : ((كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أَبَى)). قيلَ : وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُول اللهِ ؟ قَالَ : ((مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)). رواه البخاري

৩/ ১৬২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয় যে অস্বীকার করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে সেই জান্নাত যেতে স্বীকার করবে। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

عَن أَبي مُسلِمٍ ، وَقِيلَ : أَبي إِيَاسٍ سَلَمَةَ بنِ عَمرِو بنِ الأَكوَعِ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُول الله ﷺ بشِمَالِه ، فَقَالَ : ((كُلْ بِيَمِينِكَ)) قَالَ : لا أَسْتَطِيعُ . قَالَ : ((لا استَطَعْتَ)) مَا مَنَعَــهُ إلاَّ الكِبْرُ فمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ . رواه مسلم

৪/ ১৬৩। আবূ মুসলিম মতান্তরে আবূ ইয়াস সালামাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আকওয়া' ﷺ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বাম হাতে খাবার খেল। তিনি বললেন, তুমি তোমার ডান হাতে খাও। সে বলল আমি পারব না। তখন তিনি বললেন, তুমি যেন না পারো। একমাত্র অহংকার তাকে ডান হাতে খাওয়া থেকে বাধা দিয়েছিল। অতঃপর সে তার ডান হাত তার মুখ পর্যন্ত উঠাতে পারেনি। *(মুসলিম)*

عن أَبي عبد الله النعمان بن بشير رَضيَ الله عنهما ، قَــالَ : سمعــت رَسُــول الله ﷺ ، يقــول : ((لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

وفي رواية لمسلم : كَانَ رَسُول الله ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كأَنَّما يُسَوِّي بِهَا القِدَاحَ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ . ثُمَّ خَرَجَ يَوماً فقامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فرأَى رَجلاً بَادِياً صَدْرُهُ ، فَقَالَ : ((عِبَادَ الله ! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)) .

৫/ ১৬৪। নু'মান বিন বাশীর ﷺ বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের (নামাযের) কাতার অবশ্যই সোজা কর, নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারা পরিবর্তন করে দেবেন। (অথবা তোমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।) *(বুখারী-মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাতারসমূহ এমনভাবে সোজা করতেন যেন তিনি তার দ্বারা তীর সোজা করছেন। যতক্ষণ না তিনি অনুভব করতেন যে, আমরা তার নিকট থেকে এর গুরুত্ব বুঝে নিয়েছি। অতঃপর একদিন তিনি (নামায পড়ার জন্য) বের হয়ে তিনি (ইমামের জায়গায়) দাঁড়ালেন। এমনকি তিনি তকবীর বলে নামায শুরু করতে যাচ্ছেন এমতাবস্থায় তিনি একটি লোককে দেখলেন যে, সে তার বুক কাতার থেকে বের করে রেখেছে। সুতরাং তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে, নচেৎ তিনি তোমাদের চেহারা পরিবর্তন করে দেবেন। (অথবা তোমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।)

عَن أَبي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : احْتَرقَ بَيْتٌ بالمَدِينَة عَلَى أَهْله منَ اللَّيلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رســولُ الله ﷺ بشَأنِهِمْ ، قَالَ : ((إِنَّ هذه النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ ، فَإِذَا نمْتُمْ ، فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৬/ ১৬৫। আবূ মূসা ﷺ বলেন যে, মদীনায় রাতের বেলায় একটি ঘর তার বাসিন্দা সমেত পুড়ে গেল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাদের সংবাদ দেওয়া হল তখন তিনি বললেন, এই আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমরা যখন ঘুমোতে যাবে তখন তা নিভিয়ে দাও। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ منَ الهُدَى والعِلْم كَمَثَلِ غَيثٍ أَصَابَ أَرْضاً فَكَانَتْ منْهَا طَائفَةٌ طَيِّبَةٌ ، قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلأَ والعُشْبَ الكَثِيرَ ، وَكَانَ منْهَا أَجَــادِبُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أمسَكَت المَاء فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوا وَزَرَعُوا ، وَأَصَابَ طَائفةً مِنْهَا أخرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لا تُمْسِكُ مَاءً وَلاَ تُنْبِتُ كَلأً ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأساً وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/ ১৬৬। আবূ মূসা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা ঐ বৃষ্টি সদৃশ যা যমীনে পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সব্জি উৎপন্ন করে। এবং তার এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হেদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করল। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা করল এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর সেই হেদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

عَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَاراً فَجَعَلَ الجَنَادِبُ والفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا ، وَأَنَا آخذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ ، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدَيَّ)).

رواه مسلم

৮/ ১৬৭। জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার ও তোমাদের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির মত যে আগুন প্রজ্বলিত করল। অতঃপর তাতে উচ্চুঙ্গ ও পতঙ্গ পড়তে আরম্ভ করল আর সে ব্যক্তি তা হতে তাদেরকে বাধা দিতে লাগল। আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাচ্ছি আর তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে (জাহান্নামের আগুনে) পতিত হচ্ছ। *(মুসলিম)*

عَنْهُ : أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ : ((إِنَّكُمْ لا تَدْرونَ فِي أَيِّهَا البَرَكَةُ)).

رواه مسلم

وفي رواية لَهُ : ((إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأخُذْهَا، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أذىً، وَلْيَأكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ ، وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالمنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أيِّ طَعَامِهِ البَرَكَةُ)).

وفي رواية لَهُ : ((إِنَّ الشَّيطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيءٍ مِنْ شَأنِه ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِه، فَإِذَ سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذىً ، فَلْيَأكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيطَانِ)).

৯/ ১৬৮। উক্ত জাবের ﷺ হতেই বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ (খাবার পর) আঙ্গুলগুলি ও বাসন চেঁটে খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, ওর মধ্যে কোন্‌টিতে বরকত আছে তা তোমরা জান না। *(মুসলিম)*

তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে, যখন তোমাদের কারো (হাত থেকে) গ্রাস পড়ে যাবে তখন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সে যেন তা তুলে নেয়। অতঃপর তাতে যে ময়লা থাকে তা পরিষ্কার করে তা খেয়ে নেয় এবং তা শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আঙ্গুল না চাঁটবে ততক্ষণ যেন সে রুমালে হাত না মুছে। কেননা, সে জানে না যে, তার কোন খাবারে বরকত নিহিত আছে।

তাঁর এক বর্ণনায় আছে, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের কারো নিকট তার প্রত্যেক কাজে হাজির হয়; এমনকি সে তার খাবার সময়েও হাজির হয়। সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কারো গ্রাস পড়ে যাবে তখন তাতে যে ময়লা থাকে তা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয় এবং তা শয়তানের জন্য না ছাড়ে।

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَوعِظَةٍ ، فَقَالَ : ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ مَحْشُورونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً { كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ } [الأنبياء: ١٠٤] ألا وَإِنَّ أَوَّلَ الخَلائِقِ يُكْسى يَومَ القِيَامَةِ إبراهيمُ ﷺ ، ألا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمالِ ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أُصَحَابِي . فَيُقَالُ : إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبدُ الصَّالِحُ : { وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ } إِلَى قوله: { العَزِيزُ الحَكِيمُ } [المائدة : ١١٧ - ١١٨] فَيُقَالُ لِي : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১০/ ১৬৯। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নসীহত করার জন্য আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। (আল্লাহ বলেন,) "যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছি আমি পুনর্বার তাকে সেই অবস্থায় ফিরাবো। এটা আমার প্রতিজ্ঞা, যা আমি পুরা করব। *(সূরা আম্বিয়া ১০৪ আয়াত)*

জেনে রাখো! কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্রাহীম ﷺ-কে বস্ত্র পরিধান করানো হবে। আরো শুনে রাখ! সে দিন আমার উম্মতের কিছু লোককে নিয়ে আসা হবে অতঃপর তাদেরকে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর আমি বলব হে প্রভু! এরা তো আমার সঙ্গী। কিন্তু আমাকে বলা হবে, এরা আপনার (মৃত্যুর) পর (দ্বীনে) কি কি নতুন নতুন রীতি আবিষ্কার করেছিল তা আপনি জানে না। (এ কথা শুনে) আমি বলব, যেমন নেক বান্দা (ঈসা ﷺ) বলেছিলেন, " যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি ছিলাম তাদের ক্রিয়াকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের ক্রিয়াকলাপের পর্যবেক্ষক। আর তুমি সর্ব বস্তুর উপর সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(সূরাহ মায়েদা ১১৭ আয়াত)* অতঃপর আমাকে বলা হবে যে, নিঃসন্দেহে আপনার ছেড়ে আসার পর এরা (ইসলাম থেকে) পিছনে ফিরে গিয়েছিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

عَن أَبِي سَعِيدٍ عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ ﷺ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الخَذْفِ، وَقَالَ : ((إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَلاَ يَنْكَأُ العَدُوَّ ، وإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وفي رواية : أنَّ قَريباً لابْنِ مُغَفَّل خَذَفَ فَنَهَاهُ ، وَقالَ : إنَّ رَسُول الله ﷺ نَهَى عَن الخَذْف ، وَقَالَ: ((إنَّهَا لاَ تَصيدُ صَيداً)) ثُمَّ عادَ ، فَقَالَ : أُحَدِّثُكَ أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَــى عَنْــهُ ، ثُــمَّ عُــدْتَ تَخذفُ!؟ لا أُكَلِّمُكَ أَبَداً.

১১/ ১৭০। আবূ সাঈদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (বৃদ্ধা ও তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা দিয়ে শিকার করা যায় না এবং শত্রুকে ঘায়েলও করা যায় না। বরং তাতে চোখ নষ্ট হয় ও দাঁত ভাঙ্গে। *(বুখারী-মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ইবনে মুগাফ্ফাল ﷺ-এর এক আত্মীয় দুই আঙ্গুল দিয়ে কাঁকর ছুঁড়ছিল। তা দেখে তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (ঐভাবে) কাঁকর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা দিয়ে শিকার করা যায় না। কিন্তু সে আবার ঐ কাজ করতে লাগল। তখন তিনি বলে উঠলেন, আমি তোমাকে বলছি রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন আবার তুমি ছুঁড়তে লাগলে? যাও! তোমার সাথে আর কথাই বলব না।

وعَن عَابِسِ بنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب ﷺ يُقَبِّلُ الحَجَرَ - يَعْني : الأسْوَدَ - وَيَقُــولُ: إني أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ، وَلَولا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيه

১২/ ১৭১। আ'বেস ইবনে রাবিআহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ-কে 'হাজরে আসওয়াদ' চুমতে দেখেছি, তিনি বলছিলেন, 'আমি সুনিশ্চিত জানি যে, তুমি একটা পাথর; তুমি না উপকার করতে পার আর না অপকার? আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমাকে চুমতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুমতাম না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৭

আল্লাহর বিধান মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। আর যাকে এর দিকে আহ্বান করা হবে ও তাকে ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া হবে, সে কি উত্তর দেবে?

মহান আল্লাহ বলেন,

{ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجــاً مِمَّــا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً } [النساء : ٦٥]

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [النور : ٥١]

অর্থাৎ, যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রসূলের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম। আর ওরাই হল সফলকাম। *(সূরা নূর ৫১ আয়াত)*

এই পরিচ্ছেদের সঙ্গে যে সব হাদীস সম্বন্ধ রাখে তার মধ্যে আবূ হুরাইরা ﷺ-এর সেই হাদীসটিও অন্তর্ভুক্ত; যা পূর্বোক্ত পরিচ্ছেদের প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আরো হাদীস রয়েছে, যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُول الله ﷺ : { لله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِه اللهُ } الآية[البقرة : ٢٨٣] اشْتَدَّ ذلكَ عَلَى أصْحَاب رَسُول الله ﷺ ، فَأتَوا رَسُولَ الله ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَب ، فَقَالُوا : أيْ رسُولَ الله ، كُلِّفْنَا منَ الأعمَال مَا نُطيقُ : الصَّلاةَ والجهَادَ والصِّيامَ والصَّدَقَةَ ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هذه الآيَةُ وَلا نُطيقُها .قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((أتُرِيدُونَ أنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الكتَابَين منْ قَبْلكُمْ: سَمعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بَلْ قُولُوا سَمعنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصيرُ)) فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا القومُ ، وَذَلَّتْ بهَا ألْسنَتُهُمْ أنْزَلَ اللهُ تَعَالَى في إثرهَا : { آمَنَ الرَّسُولُ بمَا أُنْزلَ إلَيْه منْ رَبِّه وَالْمُؤْمنُونَ كُلٌّ آمَنَ بالله وَمَلائكَته وَكُتُبه وَرُسُله لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد منْ رُسُله وَقَالُوا سَمعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإلَيْكَ الْمَصيرُ } [البقرة : ٢٨٥] فَلَمَّا فَعَلُوا ذلكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى ، فَأنزَلَ الله - عز وجل - : { لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخذْنَا إنْ نَسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة : ٢٨٦] قَالَ : نَعَمْ { رَبَّنَا وَلا تَحْملْ عَلَيْنَا إصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ منْ قَبْلنَا } قَالَ : نَعَمْ { رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به } قَالَ : نَعَمْ { وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرينَ } قَالَ : نَعَمْ . رواه مسلم

১/ ১৭২। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল, অর্থাৎ, 'আকাশমন্ডলী ও ভূমন্ডলের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। যদি তোমরা তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর অথবা তা গোপন কর আল্লাহ তোমাদের নিকট হতে তার হিসাব গ্রহণ করবেন।' *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৪ আয়াত)* তখন এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের জন্য প্রচন্ড ভারী মনে হল। ফলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলেন এবং তাঁরা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা (এমন) অনেক কাজের আদিষ্ট হয়েছি যা (সম্পাদন) করা আমাদের ক্ষমতাধীন; (যেমন) নামায, জিহাদ, রোযা ও সাদকাহ। আর এই আয়াতটি যে আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান)দের মত বলতে চাও যে, আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম? বরং তোমরা বল, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক। আমরা আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।' সুতরাং যখন লোকেরা আয়াতটি পড়ল এবং তাদের জিভে সেটি পঠিত হতে রইল, তখন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহ তাআলা তারপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন, 'রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও। সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফেরেশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে) আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।' *(সূরা বাক্বারা ২৮৫ আয়াত)* যখন তাঁরা এ কাজ করলেন, তখন পূর্ববর্তী আয়াতটিকে আল্লাহ মনসূখ (রহিত) করে দিলেন। অতঃপর (তার পরিবর্তে) অবতীর্ণ করলেন, 'আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! 'হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! 'আর তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।' আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ! *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ১৮

বিদআত এবং (দ্বীনে) নতুন নতুন কাজ আবিষ্কার করা নিষেধ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَل } [يونس : ٣٢]

অর্থাৎ, সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি আছে? *(সূরা ইউনুস ৩২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } [الأنعام : ٣٨]

অর্থাৎ, আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি। *(সূরা আনআম ৩৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ } [النساء : ٥٩]

অর্থাৎ, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)* অর্থাৎ, কিতাব ও সুন্নাহর দিকে।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ } [الأنعام : ١٥٣]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। সুতরাং এরই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ } [آل عمران :٣١]

অর্থাৎ, বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরো বহু আয়াত রয়েছে। আর হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عَن عَائشَةَ رَضِي الله عَنهَا ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَنْ أحْدَثَ فِي أمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه ، وفي رواية لمسلم : ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيه أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ)).

১/ ১৭৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল, যা তার মধ্যে নেই -তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।

وَعَن جَابِرٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَينَاهُ ، وَعَلاَ صَوتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيشٍ ، يَقُولُ : ((صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ)) وَيَقُولُ : ((بُعِثتُ أنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَينِ)) وَيَقْرِنُ بَيْنَ أُصبُعَيه السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى ، وَيَقُولُ: ((أمَّا بَعْدُ، فَإنَّ خَيْرَ الحَديث كِتَابُ الله، وَخَيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَة ضَلالَةٌ)) ثُمَّ يَقُولُ: ((أنَا أوْلَى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِنْ نَفسه، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْله، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَإلَيَّ وَعَلَيَّ)). رواه مسلم

২/ ১৭৪। জাবের ﷺ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত এবং তাঁর আওয়াজ উঁচু হত ও তাঁর ক্রোধ কঠিন রূপ ধারণ করত। যেন তিনি (শত্রু) সেনা থেকে ভীতি প্রদর্শন করছেন। তিনি বলতেন, (সে শত্রু) তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় হামলা করতে পারে। আর তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় মিলিত করে বলতেন যে, আমাকে এবং কিয়ামতকে এ দুটির মত (কাছাকাছি) পাঠানো হয়েছে। আর তিনি বলতেন, 'আম্মা বা'দ' (আল্লাহর প্রশংসা ও রসূল ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করার) পর নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রীতি। আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ এবং প্রত্যেক বিদআত পথভ্রষ্টতা। অতঃপর তিনি বলতেন, আমি প্রত্যেক মু'মিনদের নিকট তার আত্মা চেয়েও নিকটতম। যে ব্যক্তি মাল ছেড়ে (মারা) যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য এবং যে ঋণ অথবা অভাবী সন্তান-সন্ততি ছেড়ে যাবে, তার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/১৭৫। ইরবায ইবনে সারিয়ার যে (১৬১নং) হাদীসটি 'সুন্নাহ পালনের গুরুত্ব' পরিচ্ছেদে অতিবাহিত হয়েছে তা এখানেও উল্লেখ্য।

পরিচ্ছেদ - ১৯

যে ব্যক্তি ভাল অথবা মন্দ রীতি চালু করবে

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً} [الفرقان :٧٤]

অর্থাৎ, যারা (প্রার্থনা করে) বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর। *(সূরা ফুরক্বান ৭৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا } [الأنبياء : ٧٣]

অর্থাৎ, আর আমি তাদেরকে করলাম নেতা, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত। *(সূরা আম্বিয়া ৭৩ আয়াত)*

عَن أَبي عَمرٍو جَرِيرِ بنِ عَبد الله ﷺ، قَالَ: كُنَّا فِيْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ فَجَاءَهُ قَومٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوْ العَبَاءِ ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوف ، عَامَّتُهُمْ مِن مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ ، فَتَمَعَّرَ رَسُولُ الله ﷺ لَمَّا رَأَى بِهِمْ مِنَ الفَاقَة ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فصَلَّى ثُــمَّ خَطَــبَ ، فَقَالَ : (({ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ } إِلَى آخر الآية : { إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً }، والآية الأُخْرَى التي في آخر الحَشْرِ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُــرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ } تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرهمِهِ، مِنْ ثَوبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ ، مِنْ صَــاعِ تَمْرِهِ - حَتَّى قَالَ - وَلَوْ بِشِقِّ تَمرَةٍ)) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعجزُ عَنهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَومَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((مَنْ سَنَّ فِي الإِسلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَــنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيــهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ)). رواه مسلم

১/১৭৬। আবূ আম্র জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ছিলাম। অতঃপর তাঁর নিকট কিছু লোক এল, যাদের দেহ বিবস্ত্র ছিল, পশমের ডোরা কাটা চাদর (মাথা প্রবেশের মত জায়গা মাঝে কেটে) পরে ছিল অথবা 'আবা' (আংরাখা) পরে ছিল, তরবারি তারা নিজেদের গর্দানে ঝুলিয়ে রেখেছিল। তাদের অধিকাংশ মুযার গোত্রের (লোক) ছিল; বরং তারা সকলেই মুযার গোত্রের ছিল। তাদের দরিদ্রতা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। সুতরাং তিনি (বাড়ির ভিতর)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রবেশ করলেন এবং পুনরায় বের হলেন। তারপর তিনি বেলালকে (আযান দেওয়ার) আদেশ করলেন। ফলে তিনি আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি নামায পড়ে লোকদেরকে (সম্বোধন করে) ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, "হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দুজন থেকে বহু নরনারী (পৃথিবীতে) বিস্তার করেছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং জ্ঞাতি-বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" *(সূরা নিসা ১ আয়াত)* অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত যেটি সূরা হাশরের শেষে আছে সেটি পাঠ করলেন, "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।" *(সূরা হাশ্‌র ১৮ আয়াত)*

সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), কাপড়, এক সা' গম ও এক সা' খেজুর থেকে সাদকাহ করে। এমনকি তিনি বললেন, খেজুরের একটি টুকরা হলেও (তা যেন দান করে)। সুতরাং আনসারদের একটি লোক (চাঁদির) একটি থলে নিয়ে এল, লোকটির করতল যেন তা ধারণ করতে পারছিল না; বরং তা ধারণ করতে অক্ষমই ছিল। অতঃপর (তা দেখে) লোকেরা পরস্পর দান আনতে আরম্ভ করল। এমনকি খাদ্য সামগ্রী ও কাপড়ের দু'টি স্তূপ দেখলাম। পরিশেষে আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা যেন সোনার মত ঝলমল করছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে সে তার নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজের এবং ঐ লোকদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ مَسعُودٍ ﷺ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَ : ((لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْماً إلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لأَنَّهُ كَانَ أوَّلَ مَنْ سَنَّ القَتلَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২/ ১৭৭। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে কোন প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, তার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম সন্তান (কাবীল)এর উপর বর্তাবে। কেননা, সে হত্যার রীতি সর্বপ্রথম চালু করেছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ -২০

মঙ্গলের প্রতি পথ-নির্দেশনা এবং সৎপথ অথবা অসৎপথের দিকে আহবান করার বিবরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ} [القصص : ٨٧]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর। *(সূরা ক্বাস্বাস্ব ৮৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل : ١٢٥]

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। *(সূরা নাহল ১২৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة :٢]

অর্থাৎ, সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ} [آل عمران :١٠٤]

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে। *(সূরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত)*

وَعَن أَبِي مَسعُود عُقبةَ بنِ عَمرٍو الأَنصَارِي البَدرِي ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أجْرِ فَاعِلِه)). رواه مسلم

১/ ১৭৮। আবূ মাসউদ উক্ববাহ ইবনে আম্র আনসারী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ভাল কাজের পথ দেখাবে, সে তার প্রতি আমলকারীর সমান নেকী পাবে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ دَعَا إِلَى هُدَىً ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أجُورِ مَنْ تَبِعَه ، لاَ يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ أجُورِهِمْ شَيئاً ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ ، كَانَ عَلَيهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذلكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيئاً)). رواه مسلم

২/ ১৭৯। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি (কাউকে) সৎপথের দিকে আহবান করবে সে তার প্রতি আমলকারীদের সমান নেকী পাবে। এটা তাদের নেকীসমূহ থেকে কিছুই কম করবে না। আর যে ব্যক্তি (কাউকে) ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে তার উপর তার সমস্ত অনুসারীদের গোনাহ চাপবে। এটা তাদের গোনাহ থেকে কিছুই কম করবে না। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي العَبَّاسِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيْ ﷺ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ يَومَ خَيبَر : ((لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَداً رَجلاً يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيه ، يُحبُّ اللهَ وَرَسولَهُ ، ويُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ)) ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أيُّهُمْ يُعْطَاهَا . فَلَمَّا أصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلَى رسول الله ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أنْ يُعْطَاهَا. فَقَالَ : ((أينَ عَليُّ ابنُ أَبي طالب ؟)) فقيلَ: يَا رسولَ الله، هُوَ يَشْتَكي عَيْنَيه . قَالَ : ((فَأَرْسِلُوا إِلَيْه)) فَأُتِيَ به فَبَصَقَ رسولُ الله ﷺ في عَيْنَيْه ، وَدَعَا لَهُ فَبَرِىءَ حَتَّى كأنْ لَمْ يكُن بِه وَجَعٌ ، فأعْطاهُ الرَّايَةَ . فقَالَ عَليٌّ ﷺ : يَا رَسُول الله ، أقاتِلُهمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ : ((انْفُذْ عَلَى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/ ১৮০। আবূল আব্বাস সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার (যুদ্ধের) দিন বললেন, নিশ্চয় আমি আগামীকাল যুদ্ধ-পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন, আর সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলও তাকে ভালবাসেন। অতঃপর লোকেরা এই আলোচনা করতে করতে রাত কাটিয়ে দিল যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এটা দেওয়া হবে। অতঃপর সকালে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেল। তাদের প্রত্যেকেরই এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, পতাকা তাকে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। আলী ইবনে আবী ত্বালিব কোথায়? তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! তাঁর চক্ষুদ্বয়ে ব্যথা হচ্ছে। তিনি বললেন, তাকে ডেকে পাঠাও। সুতরাং তাঁকে ডেকে আনা হল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চক্ষুদ্বয়ে থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। ফলে তিনি এমন সুস্থ হয়ে গেলেন; যেন তাঁর কোন ব্যথাই ছিল না। অতঃপর তিনি তাঁকে যুদ্ধ-পতাকা দিলেন। আলী ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাদের সঙ্গে লড়তে থাকব? তিনি বললেন, তুমি প্রশান্ত হয়ে চলতে থাক; যতক্ষণ না তাদের নগর-প্রাঙ্গনে অবতরণ করেছ। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং তাদের উপর ইসলামে আল্লাহর যে জরুরী হক রয়েছে তাদেরকে সে ব্যাপারে অবগত করাও। **আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একটি মানুষকে হেদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য (আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ) লাল উঁটনী অপেক্ষাও উত্তম।** *(বুখারী ও মুসলিম)*

وعن أنس ﷺ : أن فتىً مِنْ أسلم ، قَالَ : يَا رَسُول الله ، إِنِّي أُرِيدُ الغَزْوَ وَلَيْسَ معي مَا أَتَجَهَّز بِهِ ، قَالَ : ((ائت فُلاَناً فإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ)) فَأَتَاهُ ، فَقَالَ: إِنَّ رسولَ الله ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ : أَعْطِنِي الَّذِي تَجَهَّزْتَ بِهِ ، فَقَالَ : يَا فُلاَنَةُ ، أَعْطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزْتُ بِهِ ، وَلا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيئاً ، فَوالله لاَ تَحْبِسِينَ مِنْهُ شَيئاً فَيُبَارِكَ لَكِ فِيهِ . رواه مسلم

৪/ ১৮১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আসলাম গোত্রের এক যুবক বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি জিহাদে যাবার ইচ্ছা করছি কিন্তু আমার কাছে তার প্রস্তুতির সরঞ্জাম নেই। তিনি বললেন, **তুমি অমুকের কাছে যাও।** কেননা সে (জিহাদের জন্য) প্রস্তুতি নেওয়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুতরাং সে (যুবকটি) তার নিকট এসে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে সালাম দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যে সরঞ্জাম তুমি (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করেছ তা তুমি আমাকে দাও। অতএব সে (তার স্ত্রীকে) বলল, হে অমুক! আমি জিহাদের জন্য যে সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছিলাম তুমি সব একে দিয়ে দাও এবং তা হতে কোন জিনিস আটকে রেখো না। আল্লাহর কসম! তুমি তার মধ্য হতে কোন জিনিস আটকে রাখলে, তোমার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ -২১

নেকী ও সংযমশীলতার কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة :٢]

অর্থাৎ, সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } [العصر]

অর্থাৎ, মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের। *(সূরা আস্‌র)*

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, লোকেরা অথবা তাদের অধিকাংশই এই সূরা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ব্যাপারে উদাসীন। *(তফসীর ইবনে কাসীর)*

وَعَن أَبي عَبد الرَّحمَان زَيد بن خَالد الجُهَني ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسولُ الله ﷺ : ((مَنْ جَهَّزَ غَازِياً في سَبيلِ الله فَقَدْ غَزَا ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً في أَهْله بِخَيرٍ فَقَدْ غَزَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১/ ১৮২। আবূ আব্দির রাহ্‌মান যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী ﷺ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সরঞ্জাম দিয়ে আল্লাহর পথে কোন মুজাহিদ প্রস্তুত করে দিল, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের পরিবারে উত্তমরূপে প্রতিনিধিত্ব করল, নিঃসন্দেহে সেও জিহাদ করল। (অর্থাৎ, সেও জিহাদের নেকী পাবে।) *(বুখারী মুসলিম)*

وَعَن أَبي سَعيد الخُدريْ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثَ بَعثاً إِلَى بَني لِحْيَان مِنْ هُذَيْلٍ ، فَقَالَ : ((لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا)). رواه مسلم

২/ ১৮৩। আবূ সাইদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ হুযাইল গোত্রের একটি শাখা বনু লিহ্‌ইয়ানের দিকে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ (করার ইচ্ছা) করলেন। সুতরাং তিনি বললেন, প্রত্যেক দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন যাবে; **আর সওয়াব দুজনেই পাবে।** *(মুসলিম)*

وَعَن ابن عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَقِيَ رَكْباً بالرَّوْحَاء، فَقَالَ : ((مَن القَوْمُ ؟)) قَالُوا : اَلْمُسلمُونَ ، فَقَالُوا : مَن أنتَ ؟ قَالَ : ((رَسُولُ الله)) ، فَرَفَعَت إِلَيْه امرأَةٌ صَبياً ، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، وَلَكِ أَجْرٌ)). رواه مسلم

৩/ ১৮৪। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রওহা নামক স্থানে এক কাফেলার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, তোমরা কারা? তারা বলল, (আমরা)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসলমান। তারা বলল, আপনি কে? তিনি বললেন, (আমি) আল্লাহর রসূল। অতঃপর একটি নারী তার এক বাচ্চাকে তাঁর দিকে তুলে বলল, এর কি হজ্জ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, **আর তুমিও নেকী পাবে।** *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبي مُوسَى الأشعَري ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، أَنَّه قَالَ : ((الخَازِنُ المُسْلِمُ الأمِينُ الَّذي يُنفِذُ مَا أُمِرَ بِه فيُعْطِيه كَامِلاً مُوَفَّراً طَيِّبَةً بِه نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذي أُمِرَ لَهُ بِه ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِين)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৪/ ১৮৫। আবূ মূসা আশআরী ﷺ হতে বর্ণিত নবী ﷺ বলেন, যে মুসলমান আমানাতদার কোষাধ্যক্ষ মালিকের আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং সে ভালো মনে তাকে পূর্ণ মাল দেয়, যাকে মালিক দেওয়ার আদেশ করে, **সেও সাদকাহকারীদের মধ্যে একজন গণ্য হয়।** *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ -২২

হিতাকাঙ্ক্ষিতার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন, { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } [الحجرات : ١٠]

অর্থাৎ, সকল ঈমানদাররা তো পরস্পর ভাই ভাই। *(সূরা হুজরাত ১০ আয়াত)*

তিনি নূহ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন,

{ وَأَنْصَحُ لَكُمْ } [الأعراف : ٦٢]

অর্থাৎ, (নূহ বলল,) আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি (বা হিতকামনা করছি)। *(সূরা আ'রাফ ৬২ আয়াত)*

তিনি হূদ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করে বলেন,

{ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ } [الأعراف : ٦٨]

অর্থাৎ, (হূদ বলল,) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা (বা হিতাকাঙ্ক্ষী)। *(সূরা ঐ ৬৮ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

عَن أَبي رُقَيَّةَ تَميمِ بنِ أوسٍ الدَّارِيِّ ﷺ : أنَّ النَّبيَّ ﷺ ، قَالَ : ((الدِّينُ النَّصيحةُ)) قلنا : لِمَـــنْ ؟ قَالَ : ((لله وَلِكتَابِه وَلِرَسُولِه وَلأئمَّة المُسْلمينَ وَعَامَّتِهِمْ)). رواه مسلم

১/ ১৮৬। আবূ রুক্বাইয়াহ তামীম বিন আওস দারী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, **দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম।** আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলমানদের শাসকদের জন্য এবং সকল সাধারণ মুসলমানদের জন্য। *(মুসলিম)*

عَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيه .

২/ ১৮৭। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া ও সকল **মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করার**

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উপর বায়আত করেছি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

عَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/ ১৮৮। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ -২৩

ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [آل عمران : ١٠٤]

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম। *(সূরা আলে ইমরান ১০৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } [آل عمران : ١١٠]

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, আর অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ কর, আর আল্লাহতে বিশ্বাস কর। *(সূরা আলে ইমরান ১১০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } [الأعراف : ١٩٩]

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। *(সূরা আ'রাফ ১৯৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন,

{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ }

অর্থাৎ, আর বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসিনী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। *(সূরা তাওবাহ ৭১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}[المائدة : ٧٨-٧٩]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল তারা দাউদ ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। *(সূরা মায়েদাহ ৭৮-৭৯ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন,

{ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } [الكهف :٢٩]

অর্থাৎ, বলে দাও, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সমাগত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক। *(সূরা ক্বাহফ ২৯ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেন,

{ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ } [الحجر :٩٤]

অর্থাৎ, অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছো তা প্রকাশ্যে প্রচার কর। *(সূরা হিজ্‌র ৯৪ আয়াত)*

তিনি অন্যত্রে বলেছেন,

{ فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ }

অর্থাৎ, যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল তখন যারা মন্দ কাজে বাধা দান করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করলাম এবং যারা অত্যাচারী ছিল তারা সত্যত্যাগ করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির সাথে পাকড়াও করলাম। *(সূরা আ'রাফ ১৬৫ আয়াত)*

এ মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। আর হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ-

عَن أبي سَعيد الخُدري ﷺ، قَالَ: سَمعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ: ((مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّـرْهُ بيَده ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلسَانه ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلْبه ، وَذَلكَ أضْعَفُ الإيمَان)). رواه مسلم

১/ ১৮৯। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে **যে ব্যক্তি গর্হিত কাজ দেখবে সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়**। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান। *(মুসলিম)*

عَن ابن مَسعُود ﷺ: أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: ((مَا مِنْ نَبيٍّ بَعَثَهُ اللهُ في أمَّة قَبْلي إلاَّ كَانَ لَهُ منْ أُمَّته حَوَارِيُّونَ وَأصْحَابٌ يَأخُذُونَ بسنَّته وَيَقْتَدُونَ بأَمْره ، ثُمَّ إنَّهَا تَخْلُفُ منْ بَعْدهمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيَده فَهُوَ مُؤْمنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَلبه فَهُوَ مُؤمنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلسَانه فَهُوَ مُؤمنٌ ، وَلَيسَ وَرَاءَ ذلكَ منَ الإيمَان حَبَّةُ خَرْدَل)). رواه مسلم

২/ ১৯০। ইবনে মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হল যে, তারা যা বলত তা করত না এবং

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তারা তা করত যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হত না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মু'মিন এবং **যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন**। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই। *(মুসলিম)*

عَن أبي الوَلِيد عُبَادَةَ بنِ الصَّامت ﷺ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ في العُسْرِ واليُسْرِ، والمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أنْ لاَ نُنازِعَ الأمْرَ أهْلَهُ إلاَّ أنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أنْ نَقُولَ بالحَقِّ أيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ في اللهِ لَوْمَةَ لائِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيه

৩/ ১৯১। উবাদাহ ইবনে স্বামেত ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। **আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।** *(বুখারী-মুসলিম)*

عَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: ((مَثَلُ القَائِمِ في حُدُودِ اللهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَومٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وَبَعْضُهُمْ أسْفَلَهَا، وَكَانَ الَّذِينَ في أسْفَلِهَا إذَا اسْتَقَوا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ، فَقَالُوا: لَوْ أنَّا خَرَقْنَا في نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنَا، فَإنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً، وَإنْ أخَذُوا عَلَى أيدِيهِمْ نَجَوا وَنَجَوْا جَمِيعاً)). رواه البخاري

৪/ ১৯২। নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি করে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।') নিচের তলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র করে দিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) **পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের**

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।" *(বুখারী)*

عَن أُمِّ المُؤمنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ هند بنت أَبِي أُمَيَّةَ حُذَيفَةَ رَضِيَ الله عَنهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أنه قَالَ : ((إِنَّهُ يُستَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتعرِفُونَ وتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ)) قَالوا: يَا رَسُول الله، ألا نُقَاتلهم؟ قَالَ: ((لاَ، مَا أَقَامُوا فيكُمُ الصَّلاةَ)). رواه مسلم

৫/ ১৯৩। উম্মুল মু'মেনীন উম্মে সালামাহ হিন্দ্ বিন্তে আবী উমাইয়া হুযাইফাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের (কিছু কাজ) তোমরা ভালো দেখবে এবং (কিছু কাজ) গর্হিত। সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের গর্হিত কাজকে) ঘৃণা করবে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং **যে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাবে সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে।** কিন্তু যে ব্যক্তি (তাতে) সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে)। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? তিনি বললেন, না; যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করবে। *(মুসলিম)*

عَن أُمِّ المُؤمنِينَ أُمِّ الحَكَمِ زَينَبَ بنت جَحشٍ رَضِيَ الله عَنهَا : أن النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً ، يَقُولُ: ((لا إلهَ إلاّ الله ، وَيلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَد اقْتَرَبَ ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأجُوجَ وَمَأجُوجَ مِثلَ هذه)) ، وحلّق بأُصبُعيه الإبهام وَالَّتي تَليهَا ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ الله ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৬/ ১৯৪। উম্মুল মু'মিনীন উম্মুল হাকাম যয়নাব বিনতে জাহশ (রাযিয়াল্লাহহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁর নিকট শঙ্কিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। তিনি বলছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই, আরবের জন্য ঐ পাপ হেতু সর্বনাশ রয়েছে যা সন্নিকটবর্তী। আজকে ইয়া'জুজ-মা'জুজের দেওয়াল এতটা খুলে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি (তার পরিমাণ দেখানোর জন্য) নিজ বৃদ্ধা ও তর্জনী দুই আঙ্গুল দ্বারা (গোলাকার) বৃত্ত বানালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে সৎলোক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, **যখন নোংরামি বেশী হবে।** *(বুখারী-মুসলিম)*

عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ !)) فقالوا : يَا رَسُول الله ، مَا لَنَا مِنْ مجالسنا بُدٌّ ، نتحدث فيهَا . فَقَالَ رسولُ الله ﷺ : ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إلاَّ المَجْلِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ)) . قالوا : وما حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رسولَ الله ؟ قَالَ : ((غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلام ، وَالأمْرُ بِالمَعْرُوفِ ، والنَّهيُ عن المُنْكَرِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيه

৭/ ১৯৫। আবূ সায়ীদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে মজলিসে না বসলে তো আমাদের উপায় নেই; আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তোমরা (সেখানে) না বসে মানবেই না, তখন তোমরা রাস্তার হক আদায় কর। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি সংযত করা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, **ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা**। *(বুখারী-মুসলিম)*

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أن رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأى خاتَماً مِنْ ذَهَبٍ في يَدِ رَجُلٍ فنَزَعَهُ فَطَرَحَـهُ ، وَقالَ : ((يَعْمِدُ أحَدُكُمْ إلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا في يَدِه !)) فَقيلَ للرَّجُلِ بَعدَمَا ذَهَبَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِه. قَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ آخُذُهُ أبَداً وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. رواه مسلم

৮/ ১৯৬। ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ একটি লোকের হাতে সোনার আংটি দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি তা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় আগুনের টুকরা নিয়ে তা স্বহস্তে রাখতে চায়! অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলে সেই লোকটিকে বলা হল, তুমি তোমার আংটি নিয়ে নাও এবং (তা বিক্রি করে অথবা উপঢৌকন দিয়ে) তার দ্বারা উপকৃত হও। সে বলল, না। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ যা ফেলে দিয়েছেন তা আমি কখনই তুলে নেব না। *(মুসলিম)*

عَن أَبي سَعيدٍ الحَسَنِ البَصري : أَنَّ عَائذَ بنَ عَمرٍو ﷺ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَاد ، فَقَـالَ : أي بُنَيَّ ، إنِّي سَمِعتُ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ)) فَإيَّاكَ أنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ : اجلِسْ فَإنَّمَا أنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أصْحَابِ مُحَمَّد ﷺ ، فَقَالَ : وهل كَانَتْ لَهُم نُخَالَةٌ إنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفي غَيْرِهِمْ . رواه مسلم

৯/ ১৯৭। আবূ সাঈদ হাসান বাসরী বর্ণনা করেন যে, আয়েয ইবনে আম্র ﷺ (ইরাকের গভর্নর) উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। অতঃপর (উপদেশ স্বরূপ) বললেন, বেটা! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে। সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো। যিয়াদ তাঁকে বলল, আপনি বসুন, আপনি তো মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবীদের চালা আটার অবশিষ্ট ভুসি (অপদার্থ)! তিনি বললেন, তাদের মধ্যেও কি ভুসি আছে? (কখনই না।) বরং ভুসি তো তাঁদের পরবর্তী এবং তাঁরা ছাড়া অন্যদের মধ্যে আছে। *(মুসলিম)*

عن حذيفة ﷺ ، عن النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ: ((وَالَّذي نَفْسي بِيَدِه، لَتَأْمُرُنَّ بِالمَعْرُوف ، وَلَتَنْهَـوُنَّ عَـنْ المُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ)). رواه الترمذي، وَقالَ : ((حديث حسن)) .

১০/ ১৯৮। হুযাইফাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে দুআ করবে; কিন্তু তা কবুল করা হবে না। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

عَن أَبي سَعيدٍ الخُدري ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((أفْضَلُ الجِهَادِ كَلِمَةُ عَـدْلٍ عِنْـدَ سُـلْطَانٍ جَائرٍ)). رواه أَبُو داود والترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن)) .

১১/ ১৯৯। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, অত্যাচারী বাদশাহর নিকট

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী হাসান সূত্রে)*

عَن أَبي عَبد الله طَارِق بن شِهَاب البَجَلِيِّ الأَحْمَسِيّ ﷺ : أنَّ رَجُلاً سأل النَّبِيّ ﷺ وَقَد وَضَعَ رِجلَهُ في الغَرْز: أيُّ الجِهاد أفضَلُ؟ قَالَ: ((كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَان جَائِر)). رواه النسائي بإسناد صحيح

১২/২০০। আবূ আব্দিল্লাহ ত্বারেক ইবনে শিহাব বাজালী আহমাসী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল এমতাবস্থায় যে, তিনি (সওয়ারীর উপর আরোহণ করার জন্য) পাদানে পা রেখে দিয়েছিলেন, কোন্ জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, অত্যাচারী বাদশাহর সামনে হক কথা বলা। *(নাসায়ী বিশুদ্ধ সূত্রে)*

১৩/২০১। হাদীসটি যয়ীফ। দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১১০৫নং)

عَن أَبي بَكرٍ الصِّدّيق ﷺ ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إنّكُم لتَقرَؤُون هَذِه الآيَة : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ } [المائدة : ١٠٥] وإني سمعت رَسُـــول الله ﷺ يقول : ((إنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يأخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أوشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْـــهُ)).

رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة

১৪/২০২। আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পড়ছ, "হে মু'মিনগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" *(সূরা মায়েদাহ ১০৫ আয়াত)* কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন লোকেরা অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখবে এবং তার হাত ধরে না নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে তার শাস্তির কবলে নিয়ে নেবেন। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ সনদ সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ -২৪

সেই ব্যক্তির শাস্তির বিবরণ যে ব্যক্তি ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে; কিন্তু সে নিজেই তা মেনে চলে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ } [البقرة : ٤٤]

অর্থাৎ, কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বুঝ না? *(সূরা বাক্বারাহ ৪৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যা কর না, তা তোমরা বল কেন? তোমরা যা কর না তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(সূরা স্বাফ ২-৩ আয়াত)*

তিনি শুআইব ﷺ-এর কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

{ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ } [هود :٨٨]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অর্থাৎ, (শুআইব বলল,) আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছি। *(সূরা হূদ ৮৮ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

وَعَن أَبِي زَيدٍ أُسَامَةَ بن حَارِثَةَ رَضِيَ الله عنهما ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ ، يَقُولُ : ((يُـؤْتَى بالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُلْقَى في النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِه فَيدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الحِمَارُ في الرَّحَـى ، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْه أَهْلُ النَّارِ ، فَيَقُولُونَ : يَا فُلانُ ، مَا لَكَ ؟ أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بالمَعْرُوفِ وَتنهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى ، كُنْتُ آمُرُ بالمَعْرُوفِ وَلا آتِيه ، وأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيه)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১/২০৩। আবূ যায়দ উসামাহ ইবনে যায়দ ইবনে হারেষাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার নাড়ী-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাকির চারিপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না (আমাদেরকে) সৎ কাজের আদেশ, আর অসৎ কাজে বাধা দান করতে? সে বলবে, অবশ্যই। আমি (তোমাদেরকে) সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম না এবং অসৎ কাজে বাধা দান করতাম অথচ আমি নিজেই তা করতাম! *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ -২৫

আমানত আদায় করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } [النساء : ٥٨]

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَـا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً } [الأحزاب : ٧٢]

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ। *(সূরা আহযাব ৭২ আয়াত)*

হাদীসমূহ ঃ

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ((آيةُ الْمُنافِقِ ثلاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه وفي رواية: ((وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ)) .

১/২০৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম (তবু সে মুনাফিক)।

وَعَن حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ ﷺ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَينِ قَدْ رأيْتُ أحَدَهُمَا وأنا أنتظرُ الآخَرَ : حَدَّثَنَا أَنَّ الأَمَانَةَ نَزلَت في جَذرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ نَزَلَ القُرآنُ فَعَلِمُوا مِنَ القرآن ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَن رَفعِ الأَمَانَةِ ، فَقَالَ : ((يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِه ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثلَ الوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّومَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِه ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثلَ أَثَرِ المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِراً وَلَيسَ فِيه شَيءٌ)) ثُمَّ أخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِه ((فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايعُونَ ، فَلا يَكَادُ أحدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ : إنَّ في بَنِي فُلان رَجُلاً أميناً ، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ : مَا أجْلَدَهُ ! مَا أَظْرَفَهُ ! مَا أعْقَلَهُ ! وَمَا في قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَّةِ مِن خَرْدَلِ مِنْ إيمَان)) . وَلَقَدْ أتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أيُّكُمْ بَايَعْتُ : لَئن كَانَ مُسْلِماً لَيَرُدَّنَّهُ عليَّ دِينُهُ ، وَإنْ كَانَ نَصْرانِيّاً أَوْ يَهُودِياً لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيه ، وَأَمَّا اليَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايعُ مِنْكُمْ إلاَّ فُلاناً وَفُلاناً)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২/২০৫। হুযাইফাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করেছে। তারপর তারা নবীর হাদীস থেকেও জ্ঞানার্জন করেছে। এরপর আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, "মানুষ এক ঘুম ঘুমানোর পর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় মানুষ এক ঘুম ঘুমাবে। আবারো তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন জ্বলন্ত আগুন গড়িয়ে তোমার পায়ে পড়লে যেমন একটা ফোস্কা পড়ে কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায় তার মত চিহ্ন থাকবে। তুমি তাকে ফোলা দেখবে; কিন্তু বাস্তবে তাতে কিছুই থাকবে না।" অতঃপর (উদাহরণ স্বরূপ) তিনি একটি কাঁকর নিয়ে নিজ পায়ে গড়িয়ে দিলেন। (তারপর বলতে লাগলেন,) "সে সময় লোকেরা বেচা-কেনা করবে কিন্তু প্রায় কেউই আমানত আদায় করবে না। এমনকি লোকে বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি (দুনিয়াদার) ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে, সে কতই না অদম্য! সে কতই না বিচক্ষণ! সে কতই না বুদ্ধিমান! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও থাকবে না।" (হুযাইফা বলেন,) ইতিপূর্বে আমার উপর এমন যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন কারো সাথে বেচাকেনা করতে কোন পরোয়া করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে তার দ্বীন তাকে আমার (খিয়ানত থেকে) বিরত রাখবে। আর খ্রিষ্টান অথবা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইয়াহুদী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি অমুক অমুক ছাড়া বেচা-কেনা করতে প্রস্তুত নই। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن حُذَيفَةَ وَأَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالاَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((يَجمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ المُؤمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الجَنَّةُ ، فَيَأتُونَ آدَمَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيهِ ، فَيَقُولُونَ : يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الجَنَّةَ ، فَيَقُولُ : وَهَلْ أخْرَجَكُمْ مِنَ الجَنَّةِ إلاَّ خَطِيئَةُ أبِيكُمْ ! لَسْتُ بِصَاحِبِ ذلِكَ ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إبْراهِيمَ خَلِيلِ اللهِ . قَالَ : فَيَأتُونَ إبرَاهِيمَ فَيَقُولُ إبراهيم : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ، اعْمَدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكلِيماً. فَيَأتُونَ مُوسَى ، فَيَقُولُ : لستُ بِصَاحِبِ ذلكَ ، اذْهَبُوا إِلَى عِيسى كلمة اللهِ ورُوحه ، فيقول عيسى : لستُ بصَاحِبِ ذلكَ ، فَيَأتُونَ مُحَمَّداً ﷺ فَيَقُومُ فَيُؤذَنُ لَهُ ، وتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَيَقُومَانِ جَنْبَتَي الصِّرَاطِ يَمِيناً وَشِمَالاً فَيَمُرُّ أوَّلُكُمْ كَالبَرْقِ)) قُلْتُ : بأبِي وَأُمِّي ، أيُّ شَيءٍ كَمَرِّ البَرقِ ؟ قَالَ : ((أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْن ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ ، وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِي بِهِمْ أعْمَالُهُمْ ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ ، يَقُولُ : رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ ، حَتَّى تَعْجِزَ أعْمَالُ العِبَادِ ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ لا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إلاَّ زَحْفاً ، وَفِي حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلاَلِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأمُورَةٌ بِأخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ ، فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ ، وَمُكَرْدَسٌ فِي النَّارِ)). وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ ، إنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفاً. رواه مسلم

৩/২০৬। হুযাইফাহ ও আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বর্কতময় মহান আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। অতঃপর মু'মিনগণ উঠে দাঁড়াবে; এমনকি জান্নাতও তাদের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। (যার কারণে তাদের জান্নাত যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে যাবে)। সুতরাং তারা আদম (সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি)র নিকট আসবে। অতঃপর বলবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) জান্নাত খুলে দেওয়ার আবেদন করুন। তিনি বলবেন, (তোমরা কি জান না যে,) একমাত্র তোমাদের পিতার ভুলই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে? সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আমার ছেলে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও। নবী ﷺ বলেন, অতঃপর তারা ইব্রাহীমের নিকট যাবে। ইব্রাহীম বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। আমি আল্লাহর খলীল (বন্ধু) ছিলাম বটে, কিন্তু আমি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নই। (অতএব) তোমরা মূসার নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন। ফলে তারা মূসার নিকট যাবে। কিন্তু তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ ঈসার নিকট যাও। কিন্তু ঈসাও বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। অতঃপর তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট আসবে। সুতরাং তিনি দাঁড়াবেন। অতঃপর তাঁকে (দরজা খোলার) অনুমতি দেওয়া হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সুতরাং উভয়ে পুল সিরাত্বের দু'দিকে ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মত গতিতে (অতি দ্রুতবেগে) পুল পার হয়ে যাবে। আমি (আবূ হুরাইরা) বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! বিদ্যুতের মত গতিতে পার হওয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন, তুমি কি দেখনি যে, বিদ্যুত কিভাবে চোখের পলকে যায় ও আসে? অতঃপর (দ্বিতীয় দল) বাতাসের মত গতিতে (পার হবে)। তারপর (পরবর্তী দল) পাখী উড়ার মত এবং মানুষের দৌড়ের মত গতিতে। তাদেরকে তাদের নিজ নিজ আমল (সিরাত্ব) পার করাবে। আর তোমাদের নবী পুল-সিরাতের উপর দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি বলবেন, হে প্রভু! বাঁচাও, বাঁচাও! শেষ পর্যন্ত বান্দাদের আমলসমূহ অক্ষম হয়ে পড়বে। এমনকি কোন কোন ব্যক্তি পাছা ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে (সিরাত্ব) পার হবে। আর সিরাত্বের দুই পাশে আঁকড়া ঝুলে থাকবে। যাকে ধরার জন্য সে আদিষ্ট তাকে ধরে নেবে। অতঃপর (কিছু লোক) জখম হলেও বেঁচে যাবে। আর কিছু লোককে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে ফেলা হবে। সেই সত্তার কসম যার হাতে আবূ হুরাইরার প্রাণ আছে! নিশ্চয় জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের (দূরত্বের পথ)। *(মুসলিম)*

وعن أَبي خُبيب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ، قَالَ : لَمَّا وَقفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الجَمَـل دَعَـاني فَقُمْتُ إِلَى جَنْبه ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ، إِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ اليَومَ إِلاَّ ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّي لا أراني إلاَّ سَـأُقْتَلُ اليوم مظلوماً، وإنَّ مِنْ أكبرَ هَمِّي لَدَيْني ، أفَتَرَى دَيْننا يُبقي من مالنا شَيئاً ؟ ثُمَّ قَالَ : يَا بُنَيَّ ، بعْ مَا لَنَا وَاقْضِ دَيْني ، وَأَوْصَى بالثُّلُث وَثُلُثه لبَنيه ، يعني لبني عبد الله بن الزبير ثُلُثُ الثُّلُث . قَـالَ : فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّين شَيءٍ فَثُلُثُه لبَنيكَ . قَالَ هشَام : وَكَانَ بَعْضُ وَلَد عَبْد الله قَـدْ وَازى بَعْضَ بَني الزُّبَيْر خُبيب وَعَبَّاد ، وَلَهُ يَوْمَئذ تسْعَةُ بَنينَ وَتسْعُ بَنَات . قَالَ عَبدُ الله : فَجَعَـلَ يُوصيني بدَيْنه وَيَقُولُ : يَا بُنَيَّ ، إنْ عَجَزْتَ عَن شَيْءٍ منْهُ فَاسْتَعنْ عَلَيه بمَوْلاَيَ . قَالَ : فَوَالله مَـا دَرَيْتُ مَا أرَادَ حَتَّى قُلْتُ : يَا أَبَت مَنْ مَوْلاَكَ ؟ قَالَ : الله . قَالَ : فَوَالله مَا وَقَعْتُ في كُرْبة مِـنْ دَيْنه إلاَّ قُلْتُ : يَا مَوْلَى الزُّبَيْر اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضيهُ . قَالَ : فَقُتلَ الزُّبَيْرُ وَلَم يَدَعْ دينَاراً وَلا درْهماً إلاَّ أَرَضينَ ، منْهَا الغَابَةُ وإحْدَى عَشْرَةَ دَاراً بالمَدينَة ، وَدَارَيْن بالبَـصْرَة ، ودَاراً بالكُوفَـة ، ودَاراً بمصْرَ . قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذي كَانَ عَلَيه أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأتيه بالمال ، فَيَسْتَودعُهُ إيَّاهُ ، فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ : لا ، وَلَكنْ هُوَ سَلَفٌ إِنِّي أخْشَى عَلَيه الضَّيْعَةَ. وَمَا وَلِيَ إمَارَةً قَطُّ وَلا جبَايَةً ولا خراجـاً وَلاَ شَيئاً إلاَّ أنْ يَكُونَ في غَزْوٍ مَعَ رسول الله ﷺ أَوْ مَعَ أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﷺ ، قَالَ عَبدُ الله: فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيه من الدَّيْن فَوَجَدْتُهُ ألْفيْ ألْف وَمئَتَي ألْف ! فَلَقيَ حَكيمُ بنُ حزَام عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْر ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أخي ، كَمْ عَلَى أخي منَ الدَّيْن ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ : مئَةُ ألْف . فَقَالَ حَكيمٌ : والله مَا أرَى أمْوَالَكُمْ تَسَعُ هذه . فَقَالَ عَبْدُ الله : أرَأَيْتُكَ إنْ كَانَتْ ألْفَي ألف وَمئَتَيْ ألْف ؟ قَالَ : مَا أرَاكُمْ تُطيقُونَ هَذَا ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيءٍ منْهُ فَاسْتَعينُوا بي ، قَالَ : وَكَانَ الزُّبَيرُ قَد اشْـتَرَى الغَابَةَ بسَبْعينَ ومئة ألف ، فَبَاعَهَا عَبدُ الله بألْفِ ألْف وَستّمئَة ألْف ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَـانَ لَـهُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

عَلَى الزُّبَيرِ شَيْءٌ فَلْيُوافِنَا بالغَابَة ، فَأَتَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَر ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ أَرْبَعمئة أَلْف ، فَقَالَ لعَبد الله : إنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكمْ ؟ قَالَ عَبدُ الله : لا ، قَالَ : فَإنْ شِئتُمْ جَعَلْتُمُوهَا فِيمَا تُؤَخِّرُونَ إنْ إخَّرْتُمْ ، فَقَالَ عَبدُ الله : لا ، قَالَ : فَاقْطَعُوا لِي قطْعَةً ، قَالَ عَبدُ الله : لَكَ مِنْ هاهُنَا إلَى هَاهُنَا . فَبَاعَ عَبدُ الله منهَا فَقَضَى عَنْهُ دَينَه وَأَوْفَاهُ ، وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ ، فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَة وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْر ، وَابْنُ زَمْعَة ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : كَمْ قُوِّمَت الغَابَةُ ؟ قَالَ : كُلُّ سَهْم بمئة ألف، قَالَ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنصْفٌ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَير : قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهماً بمئة ألف ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ : قَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا سَهْماً بمئة ألْف . وَقالَ ابْنُ زَمْعَةَ : قَدْ أَخَذْتُ سَهْماً بمئة ألْف ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : كَمْ بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَ : سَهْمٌ ونصْفُ سَهْم ، قَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بخَمْسِينَ وَمئة ألْف . قَالَ : وَبَاعَ عَبدُ الله بْنُ جَعفَر نَصِيبهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بستِّمئة ألْف ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِه ، قَالَ بَنُو الزُّبَيرِ : اقسمْ بَيْنَنَا ميراثَنا ، قَالَ : وَاللهِ لا أَقْسمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أنَادي بالمَوْسم أَرْبَعَ سنينَ : ألا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتنَا فَلْنَقْضِه . فَجَعَلَ كُلّ سَنَة يُنَادي في المَوْسمِ ، فَلَمَّا مَضَى أَرْبَعُ سنينَ قَسَمَ بيْنَهُمْ وَدَفَعَ الثُّلُثَ . وَكَانَ للزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَة ، فَأَصَابَ كُلَّ امرَأَة أَلْفُ ألف وَمِئَتَا أَلْف ، فَجَميعُ مَاله خَمْسُونَ أَلْفَ أَلْف وَمِئَتَا أَلْف . رواه البخاري

৪/২০৭। আবূ খুবাইব আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, যখন আমার পিতা যুবাইর) 'জামাল' যুদ্ধের দিন দাঁড়ালেন তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। সুতরাং আমি তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। অতঃপর তিনি বললেন, হে বৎস! আজকের দিন যারা খুন হবে সে অত্যাচারী হবে অথবা অত্যাচারিত। আমার ধারণা যে, আমি আজকে অত্যাচারিত হয়ে খুন হয়ে যাব। আর আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা আমার ঋণের। (হে আমার পুত্র!) তুমি কি ধারণা করছ যে, আমার ঋণ আমার কিছু সম্পদ অবশিষ্ট রাখবে (অর্থাৎ, ঋণ পরিশোধ করার পর কিছু মাল বেঁচে যাবে)? অতঃপর তিনি বললেন, হে আমার পুত্র! তুমি আমার সম্পদ বেচে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও। আর তিনি এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অসিয়ত করলেন এবং এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ তার অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর ﷺ-এর ছেলেদের জন্য অসিয়ত করলেন। তিনি বললেন, যদি ঋণ পরিশোধ করার পর আমার কিছু সম্পদ বেঁচে যায় তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্য।

(হাদীসের এক রাবী) হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহর কিছু ছেলে যুবাইরের কিছু ছেলে খুবাইব ও আব্বাদের সমবয়স্ক ছিল। সে সময় তাঁর নয়টি ছেলে ও নয়টি মেয়ে ছিল। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর তিনি (যুবাইর) তাঁর ঋণের ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত করতে থাকলেন এবং বললেন, হে বৎস! যদি তুমি ঋণ পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে যাও, তাহলে তুমি এ ব্যাপারে আমার মওলার সাহায্য নিও। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আল্লাহর কসম! তাঁর উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পারলাম না। পরিশেষে আমি বললাম, আব্বাজান! আপনার মওলা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কে? তিনি বললেন, আল্লাহ। আব্দুল্লাহ বলেন, অতঃপর আল্লাহর কসম! আমি তাঁর ঋণের ব্যাপারে যখনই কোন অসুবিধায় পড়েছি তখনই বলেছি, হে যুবাইরের মওলা! তুমি তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ঋণ আদায় করে দাও। সুতরাং আল্লাহ তা আদায় করে দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ বলেন, (সেই যুদ্ধে) যুবাইর খুন হয়ে গেলেন এবং তিনি (নগদ) একটি দীনার ও দিরহামও ছেড়ে গেলেন না। কেবল জমি-জায়গা ছেড়ে গেলেন; তার মধ্যে একটি জমি 'গাবাহ' ছিল আর এগারোটি ঘর ছিল মদীনায়, দুটি বাসরায়, একটি কুফায় এবং একটি মিসরে। তিনি বলেন, আমার পিতার ঋণ এইভাবে হয়েছিল যে, কোন লোক তাঁর কাছে আমানত রাখার জন্য মাল নিয়ে আসত। অতঃপর যুবাইর ﷺ বলতেন, **না, (আমানত হিসাবে নয়) বরং তা আমার কাছে ঋণ হিসাবে থাকবে। কেননা, আমি তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।** (কারণ আমানত নষ্ট হলে তার আদায় করা জরুরী নয়, কিন্তু ঋণ আদায় করা সর্বাবস্থায় জরুরী)।

তিনি কখনও গভর্নর হননি, না কদাচ তিনি ট্যাক্স, খাজনা বা অন্য কোন অর্থ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। (যাতে তাঁর মাল সংগ্রহে কোন সন্দেহ থাকতে পারে।) অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র, উমর ও উসমান ﷺদের সঙ্গে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন (এবং তাতে গনীমত হিসাবে যা পেয়েছিলেন সে কথা ভিন্ন)।

আব্দুল্লাহ বলেন, একদা আমি তাঁর ঋণ হিসাব করলাম, তো (সর্বমোট) ২২ লাখ পেলাম। অতঃপর হাকীম ইবনে হিযাম আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। হাকীম বললেন, হে ভাতিজা! আমার ভাই (যুবাইর)এর উপর কত ঋণ আছে? আমি তা গোপন করলাম এবং বললাম, এক লাখ। পুনরায় হাকীম বললেন, আল্লাহর কসম! আমার মনে হয় না যে, তোমাদের সম্পদ এই ঋণ পরিশোধে যথেষ্ট হবে। আব্দুল্লাহ বললেন, কি রায় আপনার যদি ২২ লাখ হয়? তিনি বললেন, আমার মনে হয় না যে, তোমরা এ পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখো। সুতরাং তোমরা যদি কিছু পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়, তাহলে আমার সহযোগিতা নিও।

যুবাইর এক লাখ সত্তর হাজারের বিনিময়ে 'গাবাহ' কিনেছিলেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ সেটি ১৬ লাখের বিনিময়ে বিক্রি করলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে সে আমার সঙ্গে 'গাবাহ'তে সাক্ষাৎ করুক। (ঘোষণা শুনে) আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁর নিকট এলেন। যুবাইরকে দেওয়া তাঁর ৪ লাখ ঋণ ছিল। তিনি আব্দুল্লাহকে বললেন, তোমরা যদি চাও তবে এ ঋণ তোমাদের জন্য মকুব করে দেব? আব্দুল্লাহ বললেন, না। তিনি বললেন, যদি তোমরা চাও যে, ঋণ (এখন আদায় না করে) পরে আদায় করবে, তাহলে তাও করতে পার। আব্দুল্লাহ বললেন, না। তিনি বললেন, তাহলে তুমি আমাকে এই জমির এক অংশ দিয়ে দাও। আব্দুল্লাহ বললেন, এখান থেকে এখান পর্যন্ত তোমার রইল।

অতঃপর আব্দুল্লাহ ঐ জমি (ও বাড়ি)র কিছু অংশ বিক্রি ক'রে তাঁর (পিতার) ঋণ পরিপূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিলেন। আর ঐ 'গাবাহ'র সাড়ে চার ভাগ বাকী থাকল। অতঃপর তিনি মুআবিয়াহর কাছে এলেন এমতাবস্থায় যে, তাঁর কাছে আম্‌র ইবনে উসমান, মুনযির ইবনে যুবাইর এবং ইবনে যামআহ উপস্থিত ছিলেন। মুআবিয়াহ তাঁকে বললেন, 'গাবাহ'র কত দাম হয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক ভাগের এক লাখ। তিনি বললেন, কয়টি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ভাগ বাকী রয়ে গেছে? তিনি বললেন, সাড়ে চার ভাগ। মুনযির ইবনে যুবাইর বললেন, আমি তার মধ্যে একটি ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম। আম্‌র ইবনে উসমান বললেন, আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম। ইবনে যামআহ বললেন, আমিও এক ভাগ এক লাখে নিয়ে নিলাম। অবশেষে মুআবিয়াহ বললেন, আর কত ভাগ বাকী থাকল? তিনি বললেন, দেড় ভাগ। তিনি বললেন, আমি দেড় লাখে তা নিয়ে নিলাম।

আব্দুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর তাঁর ভাগটি মুআবিয়ার কাছে ছয় লাখে বিক্রি করলেন।

অতঃপর যখন ইবনে যুবাইর ঋণ পরিশোধ করে শেষ করলেন, তখন যুবাইরের ছেলেরা বলল, (এবার) তুমি আমাদের মধ্যে আমাদের মীরাস বন্টন করে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের মধ্যে (তা) বন্টন করব না যতক্ষণ না আমি চার বছর হজ্জের মৌসমে ঘোষণা করব যে, যুবাইরের উপর যার ঋণ আছে সে আমাদের কাছে আসুক, আমরা তা পরিশোধ করে দেব। অতঃপর তিনি প্রত্যেক বছর (হজ্জের) মৌসমে ঘোষণা করতে থাকলেন। অবশেষে যখন চার বছর পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাদের মধ্যে (মীরাস) বন্টন করে দিলেন এবং এক তৃতীয়াংশ মাল (যাদেরকে দেওয়ার অসিয়ত ছিল তাদেরকে তা) দিয়ে দিলেন। আর যুবাইরের চারটি স্ত্রী ছিল। প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগে পড়ল বারো লাখ করে। তাঁর সর্বমোট পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল পাঁচ কোটি দু'লাখ। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ২৬

অন্যায়-অত্যাচার হারাম এবং অন্যায়ভাবে নেওয়া জিনিস ফেরৎ দেওয়া জরুরী

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعُ } [غافر :١٨]

অর্থাৎ, সীমালংঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে। *(সূরা মু'মিন ১৮ আয়াত)*

{ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ } [الحج :٧١]

অর্থাৎ, যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। *(সূরা হাজ্জ ৭১ আয়াত)*

হাদীসমূহ ঃ

এই পরিচ্ছেদে আবূ যার্র ﷺ-এর (১১৩নং) হাদীসটিও উল্লেখ্য, যেটি 'মুজাহাদাহ' পরিচ্ছেদের শেষে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَن جَابِرٍ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ . وَاتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ)). رواه مسلم

১/২০৮। জাবের ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন তোমরা অত্যাচার করা থেকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বাঁচো, কেননা অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকার স্বরূপ। (অর্থাৎ, অত্যাচারী সেদিন আলো পাবে না)। আর তোমরা কৃপণতা থেকে দূরে থাকো। কেননা, কৃপণতা পূর্ববর্তী লোকেদেরকে ধ্বংস করেছে। এ কৃপণতা তাদেরকে নিজেদের রক্তপাত করার এবং হারামকে হালাল জানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ((لَتُؤَدَّنَّ الحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَومَ القِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ)). رواه مسلم

২/২০৯। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমন কি শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট থেকে বদলা দেওয়া হবে। *(মুসলিম)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ ، والنَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَلا نَدْرِي مَا حَجَّةُ الوَدَاعِ حَتَّى حَمِدَ اللهَ رَسُول الله ﷺ وَأَثْنَى عَلَيهِ ثُمَّ ذَكَرَ المَسِيْحَ الدَّجَّال فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ ، وَقَالَ : ((مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إلاَّ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ إِنْ يَخْرُجْ فِيكُمْ فَما خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأنِه فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُم ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأَعْوَرَ وإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ اليُمْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ . ألا إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُم هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، ألا هَلْ بَلَّغْتُ ؟)) قالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ)) ثلاثاً ((وَيْلَكُمْ - أَوْ وَيْحَكُمْ - انْظُروا : لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)). رواه البخاري ، وروى مسلم بعضه

৩/২১০। ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমরা বিদায়ী হজ্জের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম। এমতবস্থায় যে, নবী ﷺ আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। আর আমরা জানতাম না যে, বিদায়ী হজ্জ কি? পরিশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর কানা দাজ্জালের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ যে নবীই পাঠিয়েছেন, তিনি তাঁর জাতিকে তার ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন। নূহ ও তাঁর পরে আগমনকারী নবীগণ তার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যদি সে তোমাদের মধ্যে বের হয় তবে তার অবস্থা তোমাদের উপর গোপন থাকবে না। তোমাদের কাছে এ কথা গোপন নয় যে, তোমাদের প্রভু কানা নয়, আর দাজ্জাল কানা হবে। তার ডান চোখ কানা হবে, তার চোখটি যেন (গুচ্ছ থেকে) ভেসে ওঠা আঙ্গুর। সতর্ক হয়ে যাও, **নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি তোমাদের রক্ত ও মাল হারাম করে দিয়েছেন।** যেমন তোমাদের এদিন হারাম তোমাদের এই শহরে, তোমাদের এই মাসে। শোনো! আমি কি (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছে দিয়েছি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি তিনবার বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। (অতঃপর বললেন,) তোমাদের জন্য বিনাশ অথবা আফশোস। দেখো, তোমরা আমার পর এমন কাফের হয়ে যেও না যে, তোমরা এক অপরের গর্দান মারবে। *(বুখারী, কিছু অংশ মুসলিম)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنهَا : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ ظَلَمَ قَيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ ، طُوِّقَهُ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৪/২১১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কারো জমি এক বিঘত পরিমাণ অন্যায়ভাবে দখল ক'রে নেবে, (কিয়ামতের দিন) সাত তবক (স্তর) যমীন তার গলায় লটকে দেওয়া হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبي مُوسَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((إِنَّ الله لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ ، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ))، ثُـمَّ قَرَأَ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}[هود : ١٠٢] مُتَّفَقٌ عَلَيه

৫/২১২। আবূ মূসা ﷺবলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন তিনি তাকে পাকড়াও করেন তখন তাকে ছাড়েন না। তারপর তিনি এই আয়াত পড়লেন - যার অর্থ, "তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে। যখন তিনি অত্যাচারী জনপদকে পাকড়াও করে থাকেন। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও কঠিন যন্ত্রণাদায়ক। *(সূরা হূদ ১০২ আয়াত, বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن مُعَاذٍ ﷺ ، قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ ، فَقَالَ : ((إِنَّكَ تَأتي قَوْماً مِنْ أهلِ الكِتَاب فَـادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ الله ، وَأَنِّي رسولُ الله ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِـذلِكَ ، فَـأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَـد افْتَرضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيلَة ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَـأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله قَـد افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ ؛ فإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৬/২১৩। মুআয ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (ইয়ামানের শাসকরূপে) পাঠাবার সময় বলেছিলেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথার সাক্ষ্যদানের প্রতি দাওয়াত দেবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর সাদকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের থেকে যাকাত উসূল করে যারা দরিদ্র তাদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তুমি (যাকাত নেওয়ার সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল নেওয়া থেকে দূরে থাকবে। আর অত্যাচারিতের বদ্দুআ থেকে বাঁচবে। কারণ তার বদ্দুআ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই (অর্থাৎ, শীঘ্র কবুল হয়ে যায়)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبي حُمَيد عَبد الرَّحمَان بن سَعد السَّاعدي ﷺ ، قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ : ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَة ، فَلَمَّا قَدِمَ ، قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ ، فَقَامَ رسولُ الله ﷺ عَلَى المِنْبَرِ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيه ، ثُمَّ قَالَ : ((أَمَّا بَعدُ ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى العَمَـلِ مِمَّا وَلاَّنِي الله ، فَيَأتِي فَيَقُولُ : هَذَا لَكُمْ وَهَذا هَدِيَّةٌ أُهْدِيتْ إِلَيَّ ، أَفَلا جَلَسَ في بيت أَبِيهِ أَوْ أُمِّـهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

حَتَّى تَأتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إنْ كَانَ صَادِقاً ، واللهِ لا يَأخُذُ أحَدٌ مِنْكُمْ شَيئاً بِغَيرِ حَقِّهِ إلاَّ لَقِـيَ اللهَ تَعَـالَى ، يَحْمِلُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَلا أعْرِفَنَّ أحَداً مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيراً لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُـوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ)) ثُمَّ رفع يديه حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ ، فَقَالَ : ((اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ)) ثلاثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/২১৪। আবূ হুমাইদ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ বলেন, নবী ﷺ আয্দ গোত্রের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মাল সহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ মিম্বরে উঠে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা ক'রে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কি না? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহি-রববিশিষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করেছ।"

আবূ হুমাইদ ﷺ বলেন, অতঃপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর তিনবার বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" *(বুখারী-মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيه ، مِنْ عِرضِه أَوْ مِـنْ شَيْءٍ ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ قَبْلَ أنْ لاَ يَكُونَ دِينَار وَلاَ دِرْهَمٌ ؛ إنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِـذَ مِنْـهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِه ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِه فَحُمِلَ عَلَيه)). رواه البخاري

৮/২১৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার (কোন মুসলমান) ভাইয়ের উপর তার সম্ভ্রম অথবা কোন বিষয়ে যুলুম করেছে, সে যেন আজই (দুনিয়াতে) তার কাছে (ক্ষমা চেয়ে) হালাল করে নেয়, ঐ দিন আসার পূর্বে যেদিন দীনার ও দিরহাম কিছুই থাকবে না। তার যদি কোন নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম এর পরিমাণ অনুযায়ী তা হতে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার নেকী না থেকে, তবে তার (মযলূম) সঙ্গীর পাপরাশি নিয়ে তার (যালেমের) উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((المُسْلِمُ مَـنْ سَـلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৯/২১৬। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ﷺ থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, প্রকৃত মুসলিম সেই, যার জিভ ও হাত থেকে সকল মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর প্রকৃত মুহাজির (দ্বীনের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

খাতিরে স্বদেশ ত্যাগকারী) সেই, যে আল্লাহ যে সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তা ত্যাগ করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ﷺ ، قَالَ : كَانَ عَلَى ثَقَل النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ ، فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُـول الله ﷺ : ((هُوَ فِي النَّارِ)) فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْه ، فَوَجَدُوا عَبَاءةً قَدْ غَلَّهَا . رواه البخاري

১০/২ ১৭। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী ﷺ-এর সামানের জন্য একটি লোক নিযুক্ত ছিল। তাকে কিরকিরাহ বলা হত। সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জাহান্নামী। অতঃপর (এ কথা শুনে) সাহাবীগণ তাকে দেখতে গেলেন (ব্যাপার কি?) তারপর তাঁরা একটি আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা ও ঢিলা জামা) পেলেন, সেটি সে (গনীমতের মাল থেকে) চুরি করে নিয়েছিল। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بنِ الحَارِث ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الزَّمَانَ قَد اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَات وَالأَرضَ: السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاثٌ مُتَوالِياتٌ: ذُو القَعْـدَة، وذُو الحِجَّة، وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشعْبَانَ، أيُّ شَهْر هَذَا ؟)) قُلْنَا : اللهُ وَرَسُـولُهُ أعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه، قَالَ : ((أَلَيْسَ ذَا الحِجَّة ؟)) قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : ((فَأيُّ بَلَد هَذَا ؟)) قُلْنَا : اللهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بِغَيرِ اسْمِه . قَالَ : ((أَلَيْسَ البَلْدَةَ ؟)) قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : ((فَأيُّ يَوْم هَذَا ؟)) قُلْنَا : اللهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بِغَيرِ اسْمِه . قَالَ : ((أَلَيسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟)) قُلْنَا : بَلَى . قَالَ : ((فَإِنَّ دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عليكم حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلا فَلا تَرْجعوا بعدي كُفّاراً يَضْرِبُ بَعْـضُكُمْ رِقَـابَ بَعْض، أَلا لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ)) ، ثُمَّ قَالَ : ((إِلاَّ هَلْ بَلَّغْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟)) قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১১/২ ১৮। আবূ বাকরাহ নুফাই ইবনুল হারিস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় যামানা (কাল) নিজের ঐ অবস্থায় ফিরে এল যেদিন আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ, দুনিয়া সৃষ্টি করার সময় যেরূপ বছর ও মাসগুলো ছিল, এখন পুনর্বার সে পুরাতন অবস্থায় ফিরে এল এবং আরবের মুশরিকরা যে নিজেদের মন মত মাসগুলোকে আগে-পিছে করেছিল তা এখন থেকে শেষ করে দেওয়া হল।) বছরে বারটি মাস; তার মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানীয়) মাস। তিনটি পরস্পর ঃ যুল ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহার্রাম। আর (চতুর্থ হল) মুযার গোত্রের রজব; যা জুমাদা ও শা'বান এর মধ্যে রয়েছে। এটা কোন্ মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম বলবেন। তিনি বললেন, এটা যুল-হিজ্জাহ নয় কি? আমরা বললাম, অবশ্যই। অতঃপর তিনি বললেন, এটা কোন্ শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নামে বলবেন। তিনি বললেন, এ শহর (মক্কা) নয় কি? আমরা বললাম, অবশ্যই। তিনি বললেন, আজ কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত। অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম, তিনি হয়তো এর অন্য নাম বলবেন। অতঃপর তিনি বললেন, এটা কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, অবশ্যই। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের (আপসের মধ্যে) এ রকমই হারাম (ও সম্মানীয়) যেমন তোমাদের এ দিনের সম্মান তোমাদের এ শহরে এবং তোমাদের এ মাসে রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সুতরাং তোমরা আমার পর এমন কাফের হয়ে যেও না যে, তোমরা এক অপরের গর্দান মারবে। শোনো! উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে (এ সব কথা) পৌঁছে দেয়। কারণ, যাকে পৌঁছাবে সে শ্রোতার চেয়ে অধিক স্মৃতিধর হতে পারে। অবশেষে তিনি বললেন, সতর্ক হয়ে যাও! আমি কি পৌঁছে দিলাম? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بنِ ثَعلَبَةَ الحَارِثِي ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ)) فَقَالَ رَجُلٌ : وإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : ((وإِنْ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ)). رواه مسلم

১২/২১৯। আবূ উমামাহ ইয়াস ইবনে ষা'লাবা হারেষী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (মিথ্যা) কসম খেয়ে কোন মুসলমানের হক মেরে নেবে, তার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম ওয়াজেব এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন। একটি লোক বলল, যদি তা নগণ্য জিনিষ হয় হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, যদিও তা পিল্লু গাছের একটি ডালও হয়। *(মুসলিম)*

وَعَن عَدِيّ بنِ عَمِيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : سمعت رَسُول الله ﷺ ، يقول : ((مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطاً فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ غُلُولاً يَأتِي به يَومَ القِيَامَة)) فَقَامَ إليه رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الأَنْصَارِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ ، قَالَ : ((وَمَا لَكَ ؟)) قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وكَذَا، قَالَ : ((وَأَنَا أَقُولُه الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِيءْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى)). رواه مسلم

১৩/২২০। আদী ইবনে আমীরাহ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমরা তোমাদের মধ্যে যাকে কোন কাজে নিযুক্ত করি, অতঃপর সে আমাদের কাছে ছুঁচ অথবা তার চেয়ে বেশী (কিম্বা কম কিছু) লুকিয়ে নেয়, তো এটা খিয়ানত ও চুরি করা হয়। কিয়ামতের দিন সে তা সঙ্গে নিয়ে হাজির হবে। এ কথা শুনে আনসারদের মধ্যে একজন কৃষ্ণকায় মানুষ উঠে দাঁড়ালেন, যেন আমি তাকে (এখন) দেখছি। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি (যে কাজের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছিলেন) তা আমার কাছ থেকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ফিরিয়ে নেন। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি আপনাকে এ রকম কথা বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি এখনো বলছি যে, যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করি সে যেন অল্প-বেশী (সমস্ত মাল) আমার কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর তা হতে তাকে যতটা দেওয়া হবে, তাইই সে গ্রহণ করবে এবং যা হতে তাকে বিরত রাখা হবে, সে তা থেকে বিরত থাকবে। *(মুসলিম)*

وعَن عُمَرَ بنِ الخَطَّاب ﷺ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَر أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ ﷺ ، فقَالُوا : فُلاَنٌ شَهِيدٌ ، وفُلاَنٌ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ ، فقالوا : فُلاَنٌ شَهِيدٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((كَلاَّ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّار فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءة)). رواه مسلم

১৪/২২১। উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, যখন খাইবারের যুদ্ধ হল তখন রসূল ﷺ-এর কিছু সাহাবী এসে বললেন, অমুক অমুক শহীদ হয়েছে। অতঃপর তাঁরা একটি লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, অমুক শহীদ। নবী ﷺ বললেন, কখনোই না। সে (গনীমতের) মাল থেকে একটি চাদর অথবা আংরাখা (বুক-খোলা লম্বা ও ঢিলা জামা) চুরি করেছিল, সেজন্য আমি তাকে জাহান্নামে দেখলাম। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبي قَتَادَةَ الحَارِث بنِ رِبعِيٍّ ﷺ ، عن رَسُول الله ﷺ : أَنَّهُ قَامَ فِيهِم، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الجِهَادَ في سَبِيلِ الله، وَالإِيمَانَ بالله أَفْضَلُ الأَعْمَال ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله ، تُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ : ((نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ في سبيلِ الله، وَأَنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِر)) ثُمَّ قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((كَيْفَ قُلْتَ ؟)) قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله ، أَتُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ : ((نَعَمْ ، وَأَنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ ، إِلاَّ الدَّيْنَ ؛ فإِنَّ جبريلَ عليه السلام قَالَ لي ذلكَ)). رواه مسلم

১৫/২২২। আবূ ক্বাতাদাহ হারেষ ইবনে রিবয়ী ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীদের) মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তাঁদের জন্য বর্ণনা করলেন যে, আল্লাহর পথে জিহাদ এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সর্বোত্তম আমল। এ শুনে একটি লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি বলুন, যদি আমাকে আল্লাহর পথে হত্যা করে দেওয়া হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন করে দেওয়া হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে খুন হও, তাহলে। পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি যেন বললে? সে বলল, আপনি বলুন, যদি আল্লাহর পথে আমাকে হত্যা করা হয়, তবে কি আমার পাপরাশি মোচন করে দেওয়া হবে? রসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। যদি তুমি আল্লাহর পথে ধৈর্যশীল ও নেকীর কামনাকারী হয়ে (শত্রুর দিকে) অগ্রগামী হয়ে এবং পিছপা না হয়ে (খুন হও, তাহলে)। কিন্তু ঋণ (ক্ষমা হবে না)। কেননা জিব্রীল عليه السلام আমাকে এ কথা বললেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ رَسولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((أَتدرُونَ مَنِ المُفْلِسُ ؟)) قَالُوا : المفْلِسُ فِينَا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

مَنْ لاَ دِرهَمَ لَهُ ولا مَتَاع ، فَقَالَ : ((إنَّ المُفْلسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يأتِي يَومَ القيامَـة بـصَلاَةٍ وَصِـيامٍ وزَكاة، ويأتِي وقَدْ شَتَمَ هَذَا ، وقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مالَ هَذَا ، وسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَـرَبَ هَـذَا ، فيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه ، وهَذَا مِنْ حَسناته ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُه قَبْل أنْ يُقضى مَا عَلَيه ، أُخِذَ مِنْ خَطَاياهُم فَطُرِحَتْ عَلَيه ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ)). رواه مُسلم

১৬/২২৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাব-পত্র নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে (আসল) নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের (নেকী) নিয়ে হাযির হবে। (কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে। কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে, কারো (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে। কারো রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে, এ (অত্যাচারিত)কে তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকীরাশি অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাদের পাপরাশিগুলি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম)*

وَعَن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنهَا : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((إنَّمَا أنا بَشَرٌ ، وَإنَّكُـمْ تَخْتَـصِمُونَ إلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجّتِه مِنْ بَعْضٍ ، فأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أسْمعُ ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ أخيه فَإنَّما أقطَعُ لَهُ قطعةً مِنَ النَّارِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৭/২২৪। উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তো একজন মানুষ আর তোমরা (বিবাদ করে) ফায়সালার জন্য আমার নিকট এস। হয়তো তোমাদের কেউ কেউ অন্যের তুলনায় অধিক বাক্‌পটু। আর আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি। সুতরাং আমি যদি কাউকে তার (মুসলিম) ভায়ের হক তার জন্য ফায়সালা করে দিই, তাহলে আসলে আমি তার জন্য আগুনের টুকরা কেটে দিই। *(বুখারী)*

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِه مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً)). رواه البخاري

১৮/২২৫। ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন যে, মু'মিন ব্যক্তি তার দ্বীনের প্রশস্ততায় থাকে; যতক্ষণ না সে অবৈধ রক্তপাতে লিপ্ত হয়। *(বুখারী)*

** (অর্থাৎ, খুন করলে দ্বীন সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং খুনী কুফরীর নিকটবর্তী হয়ে যায়।)*

وَعَن خَولَةَ بنتِ عَامِرٍ الأنصَارِيَّة ، وَهِيَ امرأَةُ حَمْزَةَ رَضِيَ الله عَنهُمَا ، قَالَتْ : سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ، يقول: ((إنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ الله بِغَيرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَة)). رواه البخاري

১৯/২২৬। হামযাহ ﷺ-এর স্ত্রী খাওলাহ বিনতে আমের আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কিছু লোক আল্লাহর মাল নাহক ব্যয়-বণ্টন করবে। সুতরাং তাদের জন্য কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন রয়েছে। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৭

মুসলিমদের মান-মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন ও তাদের অধিকার-রক্ষা এবং তাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ } [الحج : ٣٠]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম। *(সূরা হাজ্জ ৩০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } [الحج : ٣٢]

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ। *(সূরা হাজ্জ ৩২ আয়াত)*

তিনি বলেন,

{ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ } [الحجر : ٨٨]

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ। *(হিজ্‌র ৮৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة : ٣٢]

অর্থাৎ, এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দন্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। *(সূরা মায়েদাহ ৩২ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

وَعَن أَبي مُوسَى ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً)). وشبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه . مُتَّفَقٌ عَلَيه

১/২২৭। আবূ মূসা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য অট্টালিকার ন্যায় যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবূত করে রাখে। তারপর তিনি (বুঝাবার জন্য) তাঁর এক হাতের আঙ্গুলগুলি অপর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন। *(বুখারী)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنا ، أَوْ أَسْوَاقِنَا ، وَمَعَــهُ نَبْــلٌ فَلْيُمْسِكْ ، أَوْ لِيَقْبِضْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّه ؛ أَنْ يُصِيبَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২/২২৮। উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তীর সঙ্গে নিয়ে আমাদের কোন মসজিদ অথবা কোন বাজারের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করবে, তার উচিত হবে, হাতের চেটো দ্বারা তার ফলাকে ধরে নেওয়া। যাতে কোন মুসলিম তার দ্বারা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কোন প্রকার কষ্ট না পায়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنِ النُّعمَانِ بنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَـوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/২২৯। নু'মান ইবনে বাশীর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনদেন আপসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রীতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মত। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয় তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَبَّلَ النَّبِيُّ ﷺ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، وَعِنْدَهُ الأَقْـرَعُ بْـنُ حَابِس ، فَقَالَ الأَقْرَعُ : إن لِي عَشرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحداً . فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُـول اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((مَنْ لا يَرْحَمْ لاَ يُرْحَمْ !)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/২৩০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাসান ইবনে আলী ﷺ-কে চুমু দিলেন। ঐ সময় তাঁর নিকট আক্বরা' ইবনে হাবেস বসেছিলেন। আক্বরা' বললেন, আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোনদিন চুমু দিইনি। নবী ﷺ তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ عَلَـى رَسُـول اللهِ ﷺ ، فَقَـالُوا : أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ؟ فَقَالَ : ((نَعَمْ)) قَالُوا : لَكِنَّا وَاللهِ مَا نُقَبِّلُ! فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ((أَوَ أَمْلِك إِنْ كَانَ اللهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِكُم الرَّحْمَةَ !)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/২৩১। আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আপনারা কি আপনাদের শিশু-সন্তানদেরকে চুমু দিয়ে থাকেন? নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তারা বলল, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা চুমু দিই না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে আমি কি তার যিম্মেদার হতে পারি? *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن جَرِيرِ بنِ عَبدِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللهُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৬/২৩২। জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করবে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ للنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِه فَلْيُطَوِّل مَا شَاءَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭/২৩৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন লোকদের নিয়ে নামায পড়ে, তখন সে যেন সংক্ষেপ করে। কারণ তাদের মাঝে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ লোক থাকে। আর যখন কেউ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পারে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَائشَةَ رَضيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : إنْ كَانَ رَسُول الله ﷺ لَيَدَعُ العَمَلَ، وَهُوَ يُحبُّ أنْ يَعْمَــلَ بِهِ؛ خَشْيَةَ أنْ يَعمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عليْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيه

৮/২৩৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো (নফল) আমল করতে পছন্দ করা সত্ত্বেও এই ভয়ে ছেড়ে দিতেন যে, লোকেরা তা আমল করবে এবং তার ফলে তাদের উপর তা ফরয করে দেওয়া হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنْهَا رَضيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : نَهَاهُمُ النَّبيُّ ﷺ عنِ الوِصَالِ رَحمَةً لَهُمْ ، فَقَالُوا : إنَّكَ تُوَاصِــلُ ؟ قَالَ : ((إنّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسقِيني)). مُتَّفَقٌ عَلَيه .

৯/২৩৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সাহাবীদেরকে দয়াপূর্বক 'সওমে বিসাল' (বিনা ইফতারে একটানা রোযা) রাখতে নিষেধ করেছেন। তাঁরা বললেন, আপনি তো 'সওমে বিসাল' রাখছেন? তিনি বললেন, আমি তোমাদের মত নই। আমাকে তো আমার প্রতিপালক রাতে পানাহার করান। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অর্থাৎ, পানাহারকারীর মত শক্তি দান করেন।

وَعَن أَبي قَتادَةَ الحَارِث بنِ رِبعِي ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((إنِّي لأَقُومُ إلَى الصَّلاة ، وَأُرِيــدُ أنْ أُطَوِّلَ فِيهَا ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبيِّ فَأَتَجَوَّزَ في صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّه)). رواه البخاري

১০/২৩৬। আবূ কাতাদাহ্ হারেষ ইবনে রিবয়ী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি নামায পড়তে দাঁড়াই এবং আমার ইচ্ছা হয় তা দীর্ঘ করি। অতঃপর আমি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি। ফলে আমি তার মায়ের কষ্ট হওয়াটা অপছন্দ মনে ক'রে নামায সংক্ষিপ্ত করি। *(বুখারী)*

وَعَن جُنْدُب بنِ عَبد الله ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ في ذِمَّــةِ الله فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ الله مِنْ ذِمَّته بشَيءٍ ، فَإنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ منْ ذمَّته بشَيءٍ يُدْرِكْهُ ، ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ)). رواه مسلم

১১/২৩৭। জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ল সে আল্লাহর জামানতে চলে এল। সুতরাং আল্লাহ যেন তোমাদের কাছে তার জামানতের কিছু দাবী না করেন। কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর জামানতের কিছু দাবী করবেন, তাকে পাকড়াও করবেন। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় ক'রে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। *(মুসলিম)*

(বলা বাহুল্য, যে নামায পড়ে সে আল্লাহর জামানতে। সুতরাং সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ: ((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم ، لا يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه ، كَانَ اللهُ في حَاجَته ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَب يَومِ القِيَامَة، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَة)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১২/২৩৮। ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিম মুসলিমের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভায়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمُ ، لاَ يَخُونُهُ ، وَلاَ يَكْذِبُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالهُ وَدَمُهُ ، التَّقْوى هاهُنَا ، بِحَسْب امْرىءٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحْقِرَ أخَاهُ المُسْلِم)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن)) .

১৩/২৩৯। আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মিথ্যা বলবে না (বা মিথ্যাবাদী ভাববে না), তার সাহায্য না করে তাকে অসহায় ছেড়ে দেবে না। এক মুসলিমের মর্যাদা, মাল ও খুন অপর মুসলিমের জন্য হারাম। আল্লাহভীতি এখানে (অন্তরে) রয়েছে। কোন মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করাটাই একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((لاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَـدَابَرُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض ، وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَاناً ، المُسْلِمُ أخُو المُسْلم : لاَ يَظْلِمُـهُ ، وَلا يَحْقِرُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، التَّقْوَى هاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتً - بِحَسْب امْرئٍ مِنَ الشَّرِّ أنْ يَحقِرَ أخَاهُ المُسْلِمَ ، كُلُّ المُسْلم عَلَى المُسْلم حَرَامٌ، دَمُهُ ومَالُهُ وعِرْضُهُ)). رواه مسلم

১৪/২৪০। উক্ত রাবী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা এক অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে জিনিষের মূল্য বাড়িয়ে এক অপরকে ধোকা দিও না, এক অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, এক অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ ফিরায়ো না এবং এক অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার উপর কেনা-বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। আল্লাহভীতি এখানে রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার বললেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর মুসলিমের উপর হারাম। *(মুসলিম)*

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يُؤمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيهِ مَا يُحِبُّ لنَفْـسِهِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৬/২৪১। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((انْصُرْ أخَاكَ ظَالماً أَوْ مَظْلُوماً)). فَقَالَ رجل : يَا رَسُول الله،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

أنْصُرُهُ إذَا كَانَ مَظْلُوماً ، أرَأيْتَ إنْ كَانَ ظَالِماً كَيْفَ أنْصُرُهُ ؟ قَالَ : ((تَحْجُزُهُ ــ أَوْ تَمْنَعُهُ ــ مِنَ الظُّلْمِ فَإنَّ ذلكَ نَصرُهُ)). رواه البخاري

১৭।২৪২। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত। তিনি (আনাস ﷺ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল। অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো বুঝলাম। কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন, তুমি তাকে অত্যাচার করা হতে বাধা দেবে, তাহলেই তাকে সাহায্য করা হবে। *(বুখারী)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ : أنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم خَمْسٌ : رَدُّ الــسَّلامِ ، وَعِيَادَةُ المَريض ، وَاتِّبَاعُ الجَنَائِزِ ، وَإجَابَةُ الدَّعْوَة ، وتَشْميتُ العَاطِسِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه .

وفي رواية لمسلم : ((حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم ستٌّ : إذَا لَقيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيه ، وَإذَا دَعَاكَ فَأجبْهُ ، وإذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ، وإذَا عَطَسَ فَحَمدَ الله فَشَمِّتْهُ ، وَإذَا مَرِضَ فَعُدْهُ ، وَإذَا مَاتَ فَاتَّبِعْــهُ)) .

১৮/২৪৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুসলমানের উপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার রয়েছে ঃ (১) সালামের জবাব দেওয়া, (২) রোগী দেখতে যাওয়া, (৩) জানাযায় অংশ গ্রহণ করা, (৪) দাওয়াত গ্রহণ করা এবং (৫) কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দেওয়া। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, মুসলমানের উপর মুসলমানের অধিকার ছয়টি ঃ তুমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাকে সালাম দাও, সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত গ্রহণ কর, সে তোমার কাছে উপদেশ চাইলে তুমি তাকে উপদেশ দাও, সে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাব দাও, সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাও এবং সে মারা গেলে তার জানাযার অংশ গ্রহণ কর। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي عُمَارَةَ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ بِسَبعٍ ، وَنَهَانَا عَن سَبعٍ : أمَرَنَا بعيَادَة المَرِيض ، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَة ، وتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَإبْرَارِ المُقْسِمِ، ونَصْرِ المَظْلُوم ، وَإجَابَةِ الدَّاعِي ، وَإفْشَاءِ السَّلامِ ، ونَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ أَوْ تَخَتُّمٍ بالذَّهَبِ ، وَعَنْ شُرْبٍ بالفِضَّة ، وَعَن المَيَاثِرِ الحُمْرِ ، وَعَن القَسِّيِّ ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ والإسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ . مُتَّفَقٌ عَلَيه

১৯/২৪৪। আবূ উমারাহ বারা' ইবনে আযেব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাতটি কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সাতটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি রোগী দেখতে যেতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, কেউ হাঁচি দিলে তার জবাব দিতে, শপথকারীর শপথ রক্ষা করতে, নিপীড়িতদের সাহায্য করতে, সালামের প্রসার ঘটাতে এবং কেউ দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে সোনার আংটি পরতে, রূপার পাত্র ব্যবহার করতে, রেশমের জিনপোশ, কাস্সী, ইস্তাবরাক ও দীবাজ (সর্বপ্রকার রেশমী পোশাক) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ২৮

মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা জরুরী এবং বিনা প্রয়োজনে তা প্রচার করা নিষিদ্ধ

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

{ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ }

অর্থাৎ, যারা মু'মিনদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। *(সূরা নূর ১৯ আয়াত)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه مسلم

১/২৪৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে দুনিয়াতে কোন বান্দার দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। *(মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافىً إلاَّ المُجَاهِرِينَ، وَإنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ باللَّيلِ عَمَلاً ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيهِ ، فَيَقُولُ : يَا فُلانُ ، عَمِلتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْه)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

২/২৪৬। উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর এক প্রকার প্রকাশ এই যে, কোন ব্যক্তি রাতে কোন পাপকাজ করে যা আল্লাহ গোপন রাখেন। কিন্তু সকাল হলে সে বলে বেড়ায়, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেছিল যে, আল্লাহ তার পাপ গুপ্ত রেখেছিলেন। কিন্তু সে সকালে উঠে তার উপর আল্লাহর আবৃত পর্দা খুলে ফেলে! *(বুখারী ও মুসলিম)*

وعنه ، عن النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إذَا زَنَت الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَت الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ ، وَلا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ، ثُمَّ إنْ زَنَت الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ)) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৩/২৪৬। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, (কারো) দাসী যখন ব্যভিচার করে আর তা প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন সে যেন তাকে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং **তিরস্কার না করে**। অতঃপর দ্বিতীয়বার যদি ব্যভিচার করে, তাহলে সে যেন তাকে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত বেত্রাঘাত করে এবং **তিরস্কার না করে**। পুনরায় যদি ব্যভিচার করে, তাহলে যেন চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে দেয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : أُتِيَ النَّبِيِّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْراً ، قَالَ : ((اضْرِبُوهُ)) قَالَ أَبُو هريرة : فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِه ، والضَّارِبُ بِنَعْلِه ، وَالضَّارِبُ بِثَوبِه . فَلَمَّا انْصَرَفَ ، قَالَ بَعضُ القَومِ : أخْزَاكَ اللهُ، قَالَ : ((لا تَقُولُوا هَكَذا ، لاَ تُعِينُوا عَلَيهِ الشَّيْطَانَ)). رواه البخاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪/২৪৮। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) নবী ﷺ-এর নিকট এক মাতালকে উপস্থিত করা হল। তিনি তাকে প্রহার করার আদেশ দিলেন। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, আমাদের মাঝে কেউ তাকে হাত দ্বারা, কেউ জুতা দ্বারা এবং কেউ বা কাপড় দ্বারা প্রহার করল। লোকটি যখন চলে গেল, তখন এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তোকে লাঞ্ছিত করুক। তখন রসূল ﷺ বললেন, এরূপ বলো না; তার বিরুদ্ধে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ২৯

মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [الحج : ٧٧]

অর্থাৎ, উত্তম কাজ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা হাজ্জ ৭৭ আয়াত)*

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ: ((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم ، لا يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يُسْلِمُهُ. مَنْ كَانَ في حَاجَة أخيه ، كَانَ اللهُ في حَاجَته ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً ، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَب يَومِ القيَامَة، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ يَومَ القيامَة)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১/২৪৯। ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার উপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দেবে না। যে ব্যক্তি তার ভায়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন এক বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنيَا ، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُربَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القيَامَة ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيه في الدُّنْيَا وَالآخرَة ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنْيَا وَالآخرَة ، واللهُ في عَونِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَونِ أخيه ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَلْتَمِسُ فيه علْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّة . وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيت مِنْ بُيُوت اللهِ تَعَالَى ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فيمَنْ عِندَهُ . وَمَنْ بَطَّأَ به عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِع به نَسَبُهُ)). رواه مسلم

২/২৫০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন পার্থিব দুর্ভোগ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোন একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মুসলমান ভায়ের সহযোগিতা করতে থাকে আল্লাহও সে বান্দার সাহায্য করতে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

থাকেন। যে ব্যক্তি এমন পথে চলে যাতে সে (দ্বীনী) বিদ্যা অর্জন করে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও আপসে তা অধ্যয়ন করে, তখনই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে (আল্লাহর) রহমত আচ্ছাদিত করে নেয়, ফিরিশ্তা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী (ফিরিশ্তা)দের মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্গামী করেছে (অর্থাৎ নেকীর কাজ করেনি) তার বংশ তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না। *(মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩০

সুপারিশ করার মাহাত্ম্য

আল্লাহ বলেন,

{ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا } [النساء : ٨٥]

অর্থাৎ, কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে। *(সূরা নিসা ৮৫ আয়াত)*

وَعَن أَبِي مُوسَى الأشعَرِي ﷺ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أتاهُ طَالِبُ حَاجَة أقبَلَ عَلَى جُلَسَائِه ، فَقَالَ : ((اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ، وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّه مَا أحبَّ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

وفي رواية : ((مَا شَاءَ)).

১/২৫১। আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, যখন নবী ﷺ-এর নিকট কোন প্রয়োজন প্রার্থী আসত তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন, (এর জন্য) তোমরা সুপারিশ কর, তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর যবানে যা পছন্দ করেন তা ফায়সালা করে দেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যা ইচ্ছা করেন (তা ফায়সালা করে দেন)।

وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ وَزَوْجِهَا ، قَالَ: قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ رَاجَعْتِه!)) قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ تَأمُرُنِي ؟ قَالَ : ((إِنَّمَا أَشْفَعُ)) قَالَتْ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيه . رواه البخاري

২/২৫২। ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বারীরাহ ও তার স্বামীর (বিচ্ছেদের) ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বারীরাকে বললেন, তুমি যদি তার কাছে ফিরে যেতে (তাহলে ভাল হত)! সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি আমাকে আদেশ দিচ্ছেন ? তিনি বললেন, (না।) আমি (কেবলমাত্র) সুপারিশ করছি। সে বলল, (তাহলে) তার আমার কোন প্রয়োজন নেই। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩১

(বিবদমান) মানুষদের মধ্যে মীমাংসা (ও সন্ধি) করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء:١١٤]

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে) কল্যাণ আছে। *(সূরা নিসা ১১৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } [النساء : ١٢٨]

অর্থাৎ, বস্তুতঃ আপোষ করা অতি উত্তম। *(ঐ ১২৮ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ } [الأنفال : ١]

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর। *(সূরা আনফাল ১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ } [الحجرات : ١٠]

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর। *(সূরা হুজুরাত ১০ আয়াত)*

عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَـومٍ تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَينَ الاثْنَينِ صَدَقَةٌ ، وتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرفَعُ لَـهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وبكلِّ خَطْوَةٍ تَمشيهَا إِلَى الصَّلاةِ صَـدَقَةٌ ، وتُمـيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

১/২৫৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় একটি করে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা করে দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ দূরীভূত করাও সাদকাহ।

وَعَن أُمِّ كُلْثُومٍ بنتِ عُقْبَةَ بنِ أَبِي مُعَيطٍ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سمعتُ رسول اللهِ ﷺ ، يَقُـولُ : ((لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيراً ، أَوْ يقُولُ خَيْراً)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَفِي رِوَايَةِ مُسلِمٍ زِيَادَة ، قَالَتْ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرْخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُهُ النَّاسُ إلاَّ فِي ثَلاثٍ ، تَعْنِي : الحَرْبَ ، وَالإِصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَدِيثَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَحَدِيثَ المَرْأَةِ زَوْجَهَا.

২/২৫৪। উম্মে কুলসুম বিন্তে উক্ববাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করার জন্য (বানিয়ে) ভাল কথা পৌঁছে দেয় অথবা ভাল কথা বলে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় বর্ধিত আকারে আছে, উম্মে কুলসুম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি ঃ যুদ্ধের ব্যাপারে, লোকের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করার সময় এবং স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের (প্রেম) আলাপ-আলোচনায়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : سَمِعَ رسولُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيءٍ ، وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : ((أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لاَ يَفْعَلُ المَعْرُوفَ ؟)) ، فَقَالَ : أَنَا يَا رسولَ اللهِ ، فَلَهُ أَيُّ ذلكَ أَحَبَّ . مُتَّفَقٌ عَلَيه

৩/২৫৫। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দরজার নিকট দু'জন বিবাদকারীর উচ্চ আওয়ায শুনতে পেলেন। তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে কিছু ঋণ কমাবার এবং নম্রতা প্রদর্শন করার জন্য অনুরোধ করছিল। আর ঋণদাতা বলছিল, আল্লাহর কসম! আমি (এটা) করব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সে দু'জনের কাছে বেরিয়ে এসে বললেন, সে ব্যক্তি কোথায়, যে আল্লাহর উপর কসম খাচ্ছিল যে, সে ভাল কাজ (ঋণ কম এবং নম্রতা) করবে না? সে বলল, আমি, হে আল্লাহর রসূল! (এখন) সে (ঋণ কম করা অথবা সময় নেওয়া) যা পছন্দ করবে আমি তাতেই রাজি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي العَبَّاسِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمرِو بنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ ، فَخَرَجَ رَسولُ اللهِ ﷺ يُصْلِحُ بَينَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَانَتِ الصَّلاة ، فَجَاءَ بِلالٌ إِلَى أَبِي بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلاةُ فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاس ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ شِئْتَ ، فَأَقَامَ بِلالٌ الصَّلاةَ ، وتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ ، وَجَاءَ رَسُول اللهِ ﷺ يَمشي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ ، وَكَانَ أَبُو بكرٍ ﷺ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاة ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ الْتَفَتَ ، فإِذَا رَسُول اللهِ ﷺ ، فَأَشَارَ إِلَيْه رسولُ اللهِ ﷺ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ يَدَهُ فَحَمِدَ اللهَ ، وَرَجَعَ القَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ ، فَتَقَدَّمَ رَسُول اللهِ ﷺ ، فَصَلَّى للنَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : ((أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاة أَخَذْتُمْ فِي التَّصفيق ؟! إِنَّمَا التَّصفيق للنِّساء . مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاتِه فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ اللهِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أحدٌ حِينَ يقُولُ :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

سُبْحَانَ اللهِ ، إلاَّ الْتَفَتَ . يَا أَبَا بَكْرٍ : مَا مَنَعَكَ أنْ تُصَلِّي بالنَّاسِ حِينَ أشَرْتُ إلَيْكَ ؟)) ، فَقَـالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أنْ يُصَلِّي بالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/২৫৬। আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আম্র ইবনে আউফ গোত্রের কিছু লোকের মাঝে কিছু ঝগড়া-বিবাদ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাথে কিছু লোককে নিয়ে তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য সেখানে হাজির হলেন। সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আটকে গেলেন। অপর দিকে নামাযের সময় হয়ে গেল। সুতরাং বিলাল ﷺ আবূ বাক্র ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আটকে গেছেন। এদিকে নামাযেরও সময় হয়ে গেছে। আপনি কি নামাযের লোকেদের ইমামত করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি যদি চাও। অতঃপর বিলাল ﷺ নামাযের ইকামত দিলেন এবং আবূ বাক্র ﷺ এগিয়ে গিয়ে (তাহরীমার) তকবীর বললেন এবং লোকেরাও তকবীর বলল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন এবং কাতারগুলো অতিক্রম করে (প্রথম) কাতারে এসে দাঁড়ালেন। (তা দেখে) লোকেরা হাততালি দিতে শুরু করল। আবূ বাক্র ﷺ নামাযরত অবস্থায় কোন দিকে তাকালেন না, কিন্তু লোকেদের অধিক মাত্রায় হাততালির কারণে তিনি তাকিয়ে দেখতে পেলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে হাতের ইশারায় (নিজের জায়গায় থাকতে) নির্দেশ দিলেন। আবূ বাক্র ﷺ তাঁর হাত উপরে তুলে আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর কিবলার দিকে মুখ রেখে পিছনে ফিরে এসে কাতারে শামিল হলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে গিয়ে লোকদের ইমামাতি করলেন এবং নামায শেষ ক'রে লোকদের দিকে ফিরে বললেন, হে লোক সকল! কি ব্যাপার যে, নামায অবস্থায় কিছু ঘটতে দেখে তোমরা হাততালি দিতে শুরু করলে? (জেনে রেখো, নামাযে) হাততালি দেওয়া তো মহিলাদের কর্তব্য। নামায অবস্থায় কারো কিছু ঘটলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে। কারণ, এটা শুনলে কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পারবে না। হে আবূ বক্র! তোমাকে যখন ইশারা করলাম, তখন ইমামতি করতে তোমার কিসের বাধা ছিল? তিনি বললেন, আবূ কুহাফার ছেলের জন্য সঙ্গত ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে লোকেদের ইমামতি করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

পরিচ্ছেদ - ৩২

দুর্বল, গরীব ও খ্যাতিহীন মুসলিমদের মাহাত্ম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيـدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف : ٢٨]

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

وَعَن حَارِثَةَ بنِ وهْبٍ ﷺ قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ ؟ كُـلُّ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ضَعِيف مُتَضَعَّف ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

১/২৫৭। হারেষাহ ইবনে অহাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহর নামে কসম খায়, তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা করে দেন। আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن أَبِي عَبَّاسٍ سَهلِ بنِ سَعدٍ السَّاعِدِيِّ ﷺ ، قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ : ((مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا ؟)) ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ ، هَذَا واللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ . فَسَكَتَ رسولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا ؟)) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَولِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২/২৫৮। আবু আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কি? সে বলল, এ ব্যক্তি তো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহর কসম! সে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পার হয়ে গেল। তিনি ঐ (উপবিষ্ট) লোকটিকে বললেন, এ লোকটির ব্যাপারে তোমার অভিমত কি? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! এ তো একজন গরীব মুসলমান। সে এমন ব্যক্তি যে, সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে না এবং সে কোন কথা বললে, তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি ঐরূপ লোকদের চাইতে বহু উত্তম। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِي ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((احْتَجَّتِ الجَنَّةُ والنَّارُ ، فَقَالَتِ النَّارُ : فِيَّ الجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ . وَقَالَتِ الجَنَّةُ : فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُمْ ، فَقَضَى اللهُ بَيْنَهُمَا : إِنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا)). رواه مسلم

৩/২৫৯। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বললেন, জান্নাত ও জাহান্নামের বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে। আর জান্নাত বলল, দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাদের মধ্যে ফায়সালা করলেন যে, তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। এবং তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব। *(মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِنَّهُ لَيَأتِي الرَّجُلُ السَّمِينُ العَظِيمُ يَوْمَ القِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَناحَ بَعُوضَةٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৪/২৬০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন মোটা-তাজা বৃহৎ মানুষ আসবে, আল্লাহর কাছে তার মাছির ডানার সমানও ওজন হবে না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ : أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ ، أَوْ شَابّاً ، فَفَقَدَهَا ، أَوْ فَقَدَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ، أو عَنهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ . قَالَ : ((أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي)) فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا ، أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ : ((دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ)) فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّ هذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৫/২৬১। উক্ত রাবী থেকেই বর্ণিত, কালোবর্ণের একজন মহিলা অথবা যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (একদিন) দেখতে পেলেন না। সুতরাং তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? তাঁরা যেন তার ব্যাপারটাকে নগণ্য ভেবেছিলেন। তিনি বললেন, আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। সুতরাং তাঁরা তার কবরটি দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর জানাযা পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন, নিশ্চয় এ কবরসমূহ কবরবাসীদের জন্য অন্ধকারময়। আর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য আমার নামায পড়ার কারণে তা আলোময় করে দেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((رُبَّ أَشْعَثَ أَغبَرَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ)). رواه مسلم

৬/২৬২। উক্ত রাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বহু এমন লোকও আছে যার মাথা উস্কখুস্ক ধুলোভরা, যাদেরকে দুয়ার থেকে ঠেলে দেওয়া হয়। (কিন্তু সে আল্লাহর নিকট এত প্রিয় যে,) সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। *(মুসলিম)*

وَعَن أُسَامَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ . وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

৭।২৬৩। উসামাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতের দুয়ারে দাঁড়ালাম। অতঃপর দেখলাম যারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে তাদের অধিকাংশ গরীব-মিসকীন মানুষ। আর ধনবানদেরকে (তখনও হিসাবের জন্য) আটকে রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে (অন্যান্য)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমি জাহান্নামের দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে, যারা তাতে প্রবেশ করেছে তাদের বেশীরভাগই নারীর দল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي المَهْدِ إلاَّ ثَلاثَةٌ : عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِداً ، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيهَا ، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِه فَانْصَرَفَتْ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، فَقَالَ : أيْ رَبِّ أمِّي وَصَلاتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِه ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، فَقَالَ : أيْ رَبِّ أمِّي وَصَلاتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِه ، فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ المُومِسَاتِ . فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرائيل جُرَيْجاً وَعِبَادَتَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا ، فَقَالَتْ : إِنْ شِئْتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، فَأَتَتْ رَاعِياً كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِه ، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ ، قَالَتْ : هُوَ مِنْ جُرِيج ، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ ، فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا : زَنَيْتَ بِهذِه البَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ . قَالَ : أَيْنَ الصَّبيُّ ؟ فَجَاؤُوا بِه فَقَالَ : دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي ، فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرفَ أَتَى الصَّبيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِه ، وَقَالَ : يَا غُلامُ مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ : فُلانٌ الرَّاعِي ، فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِه ، وَقَالُوا : نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب . قَالَ : لاَ ، أعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ كَمَا كَانَتْ ، فَفَعَلُوا . وبَينَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّه فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّة فَارِهَة وَشَارَة حَسَنَة ، فَقَالَتْ أُمُّهُ : اللَّهُمَّ اجْعَل ابْنِي مِثْلَ هَذَا ، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْه فَنَظَرَ إِلَيْه ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِه فَجَعَلَ يَرتَضِعُ)) ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ وَهُوَ يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِأَصْبَعِه السَّبَّابَة فِي فِيه ، فَجَعَلَ يَمُصُّهَا ، قَالَ : ((وَمَرُّوا بِجَارِيَة وَهُم يَضْرِبُونَهَا ، ويَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، وَهِيَ تَقُولُ : حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ . فَقَالَتْ أُمُّهُ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا ، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ ونَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الحَدِيثَ، فَقَالَتْ : مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الهَيْئَة ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَهُ ، فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا بِهذِه الأَمَة وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ سَرَقْتِ ، فقلتُ : اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ؟! قَالَ : إِنَّ ذلك الرَّجُل كَانَ جَبَّاراً ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَإِنَّ هذِه يَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، وَلَمْ تَزْنِ وَسَرَقْتِ ، وَلَمْ تَسْرِقْ ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৮/২৬৪। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত নবী ﷺ বলেছেন, (নবজাত শিশুদের মধ্যে) দোলনায় তিনজনই মাত্র কথা বলেছে; মারয়্যামের পুত্র ঈসা, আর (বনী ইস্রাঈলের)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

জুরাইজের (পবিত্রতার সাক্ষী) শিশু। জুরাইজ ইবাদতগুযার মানুষ ছিল এবং সে একটি উপাসনালয় (আশ্রম) বানিয়েছিল। একদা সে সেখানে নামায পড়ছিল। এমন সময় তার মা তার নিকট এসে তাকে ডাকলে সে (মনে মনে) বলল, হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (দুটিই গুরুত্বপূর্ণ; কোন্‌টিকে প্রাধান্য দিই, তার সুমতি দাও)। সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। আর তার মা ফিরে গেল। পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আবার তার মা এসে ডাক দিল, জুরাইজ! সে (মনে মনে) বলল, হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কি করি?) সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। তার পরবর্তী দিনে সে নামাযে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় আবার তার মা এসে ডাক দিল, জুরাইজ! সে (মনে মনে) বলল, হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায (এখন কি করি?) সুতরাং সে নামাযে মশগুল থাকল। তখন (তিন তিন দিন সাড়া না পেয়ে তার মা তাকে বদ্দুআ দিয়ে) বলল, হে আল্লাহ! বেশ্যাদের মুখ না দেখা পর্যন্ত তুমি ওর মরণ দিও না।

বনী ইস্রাঈল জুরাইজ ও তার ইবাদতের কথা চর্চা করতে লাগল। এক মহিলা ছিল, যার দৃষ্টান্তমূলক রূপ-সৌন্দর্য ছিল। সে বলল, তোমরা চাইলে আমি ওকে ফিতনায় ফেলতে পারি। সুতরাং সে নিজেকে তার কাছে পেশ করল। কিন্তু জুরাইজ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করল না। পরিশেষে সে এক রাখালের কাছে এল, যে জুরাইজের আশ্রমে আশ্রয় নিত। সে দেহ সমর্পণ করলে রাখাল তার সাথে ব্যভিচার করল এবং বেশ্যা তাতে গর্ভবতী হয়ে গেল। অতঃপর সে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ করল তখন (লোকেদের জিজ্ঞাসার উত্তরে) বলল, এটি জুরাইজের সন্তান। সুতরাং লোকেরা জুরাইজের কাছে এসে তাকে আশ্রম হতে বেরিয়ে আসতে বলল। (সে বেরিয়ে এলে) তারা তার আশ্রম ভেঙ্গে দিল এবং তাকে মারতে লাগল। জুরাইজ বলল, কি ব্যাপার তোমাদের? (এ শাস্তি কিসের?) লোকেরা বলল, তুমি এই বেশ্যার সাথে ব্যভিচার করেছ এবং তার ফলে সে সন্তান জন্ম দিয়েছে। সে বলল, সন্তানটি কোথায়? অতঃপর লোকেরা শিশুটিকে নিয়ে এলে সে বলল, আমাকে নামায পড়তে দাও। সুতরাং সে নামায পড়ে শিশুটির কাছে এসে তার পেটে খোঁচা মেরে জিজ্ঞাসা করল, হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, অমুক রাখাল। অতএব লোকেরা (তাদের ভুল বুঝে এবং এই অলৌকিক ঘটনা দেখে) জুরাইজের কাছে এসে তাকে চুমা দিতে ও (বর্কত নিতে) স্পর্শ করতে লাগল। তারা বলল, আমরা তোমার আশ্রমকে স্বর্ণ দিয়ে বানিয়ে দিব। সে বলল, না, মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও, যেমন পূর্বে ছিল। সুতরাং তারা তাই করল।

(তৃতীয় শিশুর ঘটনা হচ্ছে বনী ইস্রাঈলের) এক শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় তার পাশ দিয়ে উৎকৃষ্ট সওয়ারীতে আরোহী এক সুদর্শন পুরুষ চলে গেল। তার মা দুআ করে বলল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে ওর মত করো। শিশুটি তখনি মায়ের দুধ ছেড়ে দিয়ে সেই আরোহীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, হে আল্লাহ আমাকে ওর মত করো না। তারপর মায়ের দুধের দিকে ফিরে দুধ চুষতে লাগল। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের তর্জনী আঙ্গুলকে নিজ মুখে চুষে শিশুটির দুধ পান দেখাতে লাগলেন। আমি যেন তা এখনো দেখতে পাচ্ছি। পুনরায় (তাদের) পাশ দিয়ে একটি দাসীকে লোকেরা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা বলছিল, তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস! আর দাসীটি বলছিল, 'হাসবিয়াল্লাহু অনি'মাল অকীল।' (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ও তিনিই উত্তম

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কর্মবিধায়ক।) তা দেখে মহিলাটি দুআ করল, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না। **ছেলেটি সাথে সাথে মায়ের দুধ ছেড়ে দাসীটির দিকে তাকিয়ে বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো।** অতঃপর মা-বেটায় কথোপকথন করল। মা বলল, একটি সুন্দর আকৃতির লোক পার হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো। তখন তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আবার ওরা ঐ দাসীকে নিয়ে পার হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না। কিন্তু তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো! (এর কারণ কি?) শিশুটি বলল, (তুমি বাহির দেখে বলেছ, আর আমি ভিতর দেখে বলেছি।) ঐ লোকটি স্বৈরাচারী, তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আর ঐ দাসীটির জন্য ওরা বলছে, তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস, অথচ ও এ সব কিছুই করেনি। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৩৩

অনাথ-এতীম, কন্যা-সন্তান ও সমস্ত দুর্বল ও দরিদ্রের সঙ্গে নম্রতা, তাদের প্রতি দয়া ও তাদের সঙ্গে বিনম্র ব্যবহার করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} [الحجر : ٨٨]

অর্থাৎ, মু'মিনদের জন্য তুমি তোমার বাহুকে অবনমিত রাখ। *(সূরা হিজ্‌র ৮৮ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الكهف : ٢٨]

অর্থাৎ, তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ } [الضحى : ٩-١٠]

অর্থাৎ, অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না এবং ভিক্ষুককে ধমক দিও না। *(সূরা যুহা ৯-১০ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الماعون:٦]

অর্থাৎ, তুমি কি দেখেছ তাকে, যে (দ্বীন বা) কর্মফলকে মিথ্যা মনে করে থাকে? সে তো ঐ ব্যক্তি, যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না। *(সূরা মাউন ১-৩ আয়াত)*

وَعَن سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ ﷺ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّةَ نَفرٍ ، فَقَالَ الْمُشرِكُونَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : اُطْرُدْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

هَؤُلاَءِ لاَ يَجْتَرِئُونَ عَلَيْنَا ، وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا ، فَوَقَعَ فِي نَفسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقَعَ فَحَدَّثَ نَفسَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } [الأنعام : ٥٢] رواه مسلم

১/২৬৫। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা ছ'জন লোক নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। ইতিমধ্যে মুশরিকরা নবী ﷺ-কে বলল, এদেরকে (আপনার মজলিস থেকে) তাড়িয়ে দিন, যেন এরা আমাদের ব্যাপারে দুঃসাহসী হতে না পারে। (সা'দ বলেন,) আমি, ইবনে মাসউদ, হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তি, বেলাল এবং আরও দু'জন ছিলেন যাদের নাম আমি করছি না। অতঃপর রসূল ﷺ-এর অন্তরে আল্লাহ যা ইচ্ছা করলেন তাই ঘটল। তারপর তিনি মনে মনে (তাদেরকে তাড়ানোর) কথা ভাবলেন। যার জন্য আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, "যারা তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না।" *(সূরা আনআম ৫২ আয়াত, মুসলিম)*

وَعَن أَبِي هُبَيرَةَ عَائِذ بنِ عَمرٍو الْمُزَنِي وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيعَةِ الرِّضْوَانِ ﷺ : أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ فِي نَفَرٍ ، فَقَالُوا : مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللهِ مِنْ عَدُوِّ اللهِ مَأْخَذَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ : أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِدِهِمْ ؟ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : ((يَا أَبَا بَكْرٍ ، لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ)). فَأَتَاهُمْ فَقَالَ : يَا إِخْوَتَاهُ ، أَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوا : لاَ ، يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أُخَيَّ . رواه مسلم

২/২৬৬। বায়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের একজন (সাহাবী) আবূ হুবাইরাহ আইয ইবনে আমর মুযানী ﷺ বলেন, (হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বায়আতের পর) আবূ সুফিয়ান (কাফের অবস্থায়) সালমান, সুহাইব ও বেলালের নিকট এল। সেখানে আরো কিছু সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা (আবূ সুফিয়ানের প্রতি ইঙ্গিত করে) বললেন, আল্লাহর তরবারিগুলো আল্লাহর শত্রুর হক আদায় করেনি। (এ কথা শুনে) আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, তোমরা এ কথা কুরাইশের বয়োবৃদ্ধ ও তাদের নেতার সম্পর্কে বলছ? অতঃপর আবূ বাক্‌র ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট এলেন এবং (এর) সংবাদ দিলেন। নবী ﷺ বললেন, হে আবূ বাক্‌র! সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, সুহাইব ও বেলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ, তাহলে তুমি আসলে তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ। সুতরাং আবূ বাক্‌র তাঁদের নিকট এসে বললেন, ভায়েরা! আমি কি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি? তাঁরা বললেন, না। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক ভাইজান! *(মুসলিম)*

وَعَن سَهلِ بنِ سَعدٍ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا)) وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا . رواه البخاري

৩/২৬৭। সাহল ইবনে সা'দ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকব। এ কথা বলার সময় তিনি (তাঁর) তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে উভয়ের মাঝে একটু ফাঁক রেখে ইশারা করে দেখালেন। *(বুখারী)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَافِلُ اليَتِيم لَهُ أَوْ لِغَيْرِه أَنَا وَهُوَ كَهَـاتَيْنِ فِي الجَنَّة)) وَأَشَارَ الرَّاوِي وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بالسَّبَّابَة وَالوُسْطَى . رواه مسلم

৪/২৬৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিজের অথবা অপরের অনাথ (এতীমের) তত্ত্বাবধায়ক; আমি এবং সে জান্নাতে এ দু'টির মত (পাশাপাশি) থাকব। বর্ণনাকারী আনাস ইবনে মালেক ﷺ তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলে দিকে ইঙ্গিত করলেন। *(মুসলিম)*

وَعَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((لَيْسَ المِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَـانِ ، وَلا اللُّقْمَـةُ وَاللُّقْمَتَانِ إِنَّمَا المِسكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَين : ((لَيْسَ المِسكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَـةُ واللُّقْمَتَـانِ ، وَالتَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ ، وَلَكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيه ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيـهِ ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ)) .

৫/২৬৯। উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মিসকীন সে নয় যাকে একটি খেজুর এবং দু'টি খেজুর এবং এক গ্রাস বা' দুগ্রাস (অন্ন) ফিরিয়ে দেয়। বরং মিসকীন তো ঐ ব্যক্তি, যে (অভাব থাকা সত্ত্বেও) চাওয়া থেকে দূরে থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "মিসকীন সে নয় যে এক অথবা দু টুকরা খেজুর কিংবা এক অথবা দু মুঠো খানা পেয়ে বিদায় হয়ে যায়। কিন্তু মিসকীন হল সেই ব্যক্তি, যে প্রয়োজন মোতাবেক যথেষ্ট রুযীর মালিক নয় এবং সাধারণতঃ লোকে তাকে অভাবী বলে চিনতেও পারে না; যাতে তাকে দান করা যায়। আর সে নিজে উঠে লোকের কাছে চায়ও না। (অর্থাৎ, পেটে ক্ষুধা রেখে মুখে লাজ করে।)

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَة وَالمِسْكِين ، كَالمُجَاهِـدِ فِي سَـبِيلِ اللهِ)) وَأحسِبُهُ قَالَ : ((وَكالقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ ، وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لاَ يُفْطِرُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৬/২৭০। উক্ত সাহাবী থেকেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বিধবা ও মিসকীনদের অভাব দূর করার চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য। (হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন) আমি ধারণা করছি যে, তিনি এ কথাও বললেন, সে ঐ নফল নামায আদায়কারীর মত যে ক্লান্ত হয় না এবং ঐ রোযা পালনকারীর মত যে রোযা ছাড়ে না। *(বুখারী)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَة ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأتِيهَا ، وَيُدْعَى إِلَيْهَـا مَـنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ)). رواه مسلم

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَين : عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِن قَولِه : ((بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَـةِ يُـدْعَى إِلَيْهَـا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ)).

৭/২৭১। উক্ত রাবী ﷺ হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার ঐ অলীমার খাবার, যাতে যে (স্বয়ং) আসে তাকে (অর্থাৎ, মিসকীনকে) বাধা দেওয়া হয় এবং যাকে আহবান করা হয় সে (অর্থাৎ, ধনী) আসতে অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল। *(মুসলিম)*

বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ হুরাইরা ﷺ বলতেন, অলীমার খাবার নিকৃষ্টতম খাবার যাতে বিত্তশালীদেরকে ডাকা হয় এবং দরিদ্রদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

وَعَن أَنَسٍ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْن حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَــا وَهُــوَ كَهَاتَيْنِ)) وضَمَّ أصَابِعَهُ . رواه مسلم

৮/২৭২। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যার লালন-পালন তাদের সাবালিকা হওয়া অবধি করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু'টি আঙ্গুলের মত পাশাপাশি আসব। অতঃপর তিনি তাঁর আঙ্গুলগুলি মিলিত ক'রে (দেখালেন)। *(মুসলিম)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابنَتَان لَهَا تَسْأَلُ ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيئاً غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَة ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ولَمْ تَأكُلْ مِنْهَا ، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرجَتْ ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَينَا ، فَأخْبَرْتُهُ فَقَالَ : ((مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هذِهِ البَنَاتِ بِشَيءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ، كُنَّ لَهُ سِتراً مِنَ النَّارِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৯/২৭৩। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন এক মহিলা তার দু'টি মেয়ে সঙ্গে নিয়ে আমার নিকট ভিক্ষা চাইল। অতঃপর সে আমার নিকট একটি খুরমা ব্যতীত কিছুই পেল না। সুতরাং আমি তা তাকে দিয়ে দিলাম। মহিলাটি তার দু'মেয়েকে খুরমাটি ভাগ করে দিল এবং সে নিজে তা থেকে কিছুই খেল না, অতঃপর সে উঠে বের হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নবী ﷺ এলেন। আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি বললেন, যাকে এই কন্যা সন্তান দিয়ে কোন পরীক্ষায় ফেলা হয়, তারপর যদি সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে এ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে অন্তরাল হবে। *(বুখারী, মুসলিম)*

وَعَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : جَاءَتنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا ، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمرَات ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَة مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعتْ إِلَى فِيها تَمْرَةً لِتَأكُلها ، فَاسْتَطعَمَتهَا ابْنَتَاهَــا ، فَــشَقَّت التَّمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأكُلَهَا بَيْنَهُمَا ، فَأعجَبَنِي شَأنُهَا ، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُــولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الجَنَّةَ ، أَوْ أعتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ)). رواه مسلم

১০/২৭৪। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মিসকীন মহিলা তার দু'টি কন্যাকে (কোলে) বহন ক'রে আমার কাছে এল। আমি তাকে তিনটি খুরমা দিলাম। অতঃপর সে তার কন্যা দু'টিকে একটি একটি করে খুরমা দিল এবং সে নিজে খাবার জন্য একটি খুরমা মুখ-পর্যন্ত তুলল। কিন্তু তার কন্যা দু'টি সেটিও খেতে চাইল। সুতরাং মহিলাটি যে খেজুরটি নিজে খেতে ইচ্ছা করেছিল সেটিকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিল। (আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন,) তার (এ) অবস্থা আমাকে মুগ্ধ করল। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা করলাম। নবী ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার জন্য তার এ কাজের বিনিময়ে জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن أَبي شُرَيحٍ خُوَيْلِد بنِ عَمرٍو الخُزَاعِيِّ ﷺ ، قَالَ : قَالَ النَّبيُّ ﷺ : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَــرِّجُ حَــقَّ الضَّعِيفَينِ : اليَتِيم وَالمَرْأة)). حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد

১১/২৭৫। আবূ শুরাইহ খুওয়াইলিদ ইবনে আম্‌র খুযায়ী ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি লোকদেরকে দুই শ্রেণীর দুর্বল মানুষের অধিকার সম্বন্ধে পাপাচারিতার ভীতিপ্রদর্শন করছি; ইয়াতীম ও নারী। *(নাসায়ী, উত্তম সূত্রে)*

وَعَن مُصعَب بنِ سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا، قَالَ: رَأى سَعدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: ((هَلْ تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ إلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ)). رواه البخاري هكذا مُرسلاً، فَإِنَّ مُــصعَبَ بنَ سَعدَ تَابعِيٌّ، وَرَوَاهُ الحَافظ أَبُو بَكرٍ البَرقَاني في صَحِيحِهِ مُتَّصِلاً عَن مُصعَبٍ، عَن أَبِيهِ ﷺ.

১২/২৭৬। মুসআব ইবনে সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ (তাঁর পিতা) সা'দ ধারণা করলেন যে, তার চেয়ে নিম্নশ্রেণীর লোকের উপর তাঁর মর্যাদা রয়েছে। নবী ﷺ বললেন, তোমাদেরকে দুর্বলদের কারণেই সাহায্য করা হয় এবং রুযী দেওয়া হয়। *(বুখারী মুরসাল সূত্রে। যেহেতু মুসআব বিন সা'দ তাবেঈ। তবে হাফেয আবূ বাক্‌র বারক্বানী তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুসআব নিজ পিতা হতে মুত্তাসিল সূত্রে বর্ণনা করেছেন।)*

وَعَن أَبي الدَّردَاءِ عُوَيمِرٍ ﷺ ، قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، يَقُولُ : ((ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ ، فَإِنَّمَــا تُنْصَرُونَ وتُرْزَقُونَ ، بِضُعَفَائِكُمْ)). رواه أَبُو داود بإسناد جيد

১৩/২৭৭। আবূ দারদা উআইমির ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার জন্য তোমরা দুর্বলদেরকে খুঁজে আনো, কেননা তোমাদের দুর্বলদের কারণেই তোমাদেরকে সাহায্য করা হয় এবং রুযী দেওয়া হয়। *(আবূ দাউদ, উত্তম সূত্রে)*

পরিচ্ছেদ - ৩৪

স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার অসিয়ত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف } [النساء :١٩]

অর্থাৎ, তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। *(সূরা নিসা ১৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَــةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً } [النساء : ١٢٩]

অর্থাৎ, তোমরা যতই সাগ্রহে চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের প্রতি সমান ভালোবাসা তোমরা কখনই রাখতে পারবে না। তবে তোমরা কোন এক জনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় ছেড়ে দিও না। আর যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর ও সংযমী হও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা নিসা ১২৯ আয়াত)*

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْراً ؛ فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ضِلعٍ ، وَإنَّ أعْوَجَ مَا في الضِّلَعِ أعْلاهُ ، فَإنْ ذَهَبتَ تُقيمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإنْ تَرَكْتَهُ ، لَمْ يَزَلْ أعْـوجَ ، فَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

وفي رواية في الصحيحين : ((المَرأةُ كالضِّلَعِ إنْ أقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ، وَإن اسْتَمتَعْتَ بِهَا ، اسْـتَمتَعْتَ وفِيهَا عوَجٌ)) .

وفي رواية لمسلم : ((إنَّ المَرأةَ خُلقَت مِنْ ضِلَع ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقة ، فإن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عوَجٌ ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَها ، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا)) .

১/২৭৮। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন তোমরা স্ত্রীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। কারণ নারীকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বেশী বাঁকা হল তার উপরের অংশ। যদি তুমি এটাকে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলে তো বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের জন্য মঙ্গলকামী হও। *(বুখারী ও মুসলিম)*

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, মহিলা পাঁজরের হাড়ের মত। যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও, তবে তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তুমি তার দ্বারা উপকার লাভ করতে চাও তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই তা লাভ করতে হবে।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, মহিলাকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনই একভাবে তোমার জন্য সোজা থাকবে না। এতএব তুমি যদি তার থেকে উপকৃত হতে চাও, তাহলে তার এ বাঁকা অবস্থাতেই হতে হবে। আর যদি তুমি তা সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে ভেঙ্গে ফেলা হল তালাক দেওয়া। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ زَمْعَةَ ﷺ : أنَّهُ سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَخْطُبُ ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذي عَقَرَهَا ، فَقَالَ رَسُول اللهِ ﷺ : (({ إذ انْبَعَثَ أشْقَاهَا } انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ ، عَارِمٌ مَنِيعٌ في رَهْطِه)) ، ثُـمَّ ذَكَـرَ النِّسَاءَ ، فَوعَظَ فِيهنَّ ، فَقَالَ : ((يَعْمِدُ أحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأتَهُ جَلْدَ العَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِـرِ يَومِه)). ثُمَّ وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ ، وَقالَ : ((لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَـلُ ؟!)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

২/২৭৯। আব্দুল্লাহ ইবনে যামআহ ﷺ নবী ﷺ-কে খুৎবাহ দিতে শুনলেন। তিনি (খুৎবার মাধ্যমে) (সালেহ নবীর) উটনী এবং ঐ ব্যক্তির কথা আলোচনা করলেন, যে ঐ উটনীটিকে কেটে ফেলেছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তাদের মধ্যকার সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠল। *(সূরা শাম্স ১২ আয়াত)* (অর্থাৎ) উটনীটিকে মেরে ফেলার জন্য এক দুরন্ত তার বংশের মধ্যে চরিত্রহীন প্রভাবশালী ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল। অতঃপর নবী ﷺ মহিলাদের কথা আলোচনা করলেন এবং তাদের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কেউ তার স্ত্রীকে দাসদের মত প্রহার করে। অতঃপর সম্ভবতঃ দিনের শেষে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। (এরূপ উচিত নয়।) পুনরায় তিনি তাদেরকে বাতকর্মের ব্যাপারে হাসতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ এমন কাজে কেন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হাসে, যে কাজ সে নিজেও করে? *(বুখারী ও মুসলিম)*

وعن أَبي هريرة ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله ﷺ : ((لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)) ، أَوْ قَالَ : ((غَيْرَهُ)) رواه مسلم

৩/২৮০। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারী (স্ত্রীকে) ঘৃণা না করে। যদি সে তার একটি আচরণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে অন্য আচরণে সন্তুষ্ট হবে। *(মুসলিম)*

وَعَن عَمرو بنِ الأحوَصِ الجُشَمِي ﷺ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ يَقُولُ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ الله تَعَالَى ، وَأَثْنَى عَلَيهِ وَذَكَّرَ وَوَعظَ ، ثُمَّ قَالَ : ((ألا وَاسْتَوصُوا بالنِّساءِ خَيْراً ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئاً غَيْرَ ذلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلاً ؛ أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقّاً ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً ؛ فَحَقُّكُمْ عَلَيهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ؛ أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ)) رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

৪/২৮১। আম্র ইবনে আহ্ওয়াস জুশামী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বিদায় হজ্জে নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, তিনি সর্বপ্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করলেন এবং উপদেশ দান ও নসীহত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, শোনো! তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। কেননা, তারা তোমাদের নিকট কয়েদী। তোমরা তাদের নিকটে এ (শয্যা-সঙ্গিনী হওয়া, নিজের সতীত্ব রক্ষা করা এবং তোমাদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) ছাড়া অন্য কোনও জিনিষের অধিকার রাখ না। হ্যাঁ, সে যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতার কাজ করে (তাহলে তোমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখ)। সুতরাং তারা যদি এমন কাজ করে, তবে তাদেরকে বিছানায় আলাদা ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে মার। কিন্তু সে মার যেন যন্ত্রণাদায়ক না হয়। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না। মনে রাখ, তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে, অনুরূপ তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তোমাদের অধিকার হল, তারা যেন তোমাদের বিছানায় ঐ সব লোককে আসতে না দেয় যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর এবং তারা যেন ঐ সব লোককে তোমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি না দেয় যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর। আর শোনো! তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তাদেরকে ভালোরূপে খেতে-পরতে দিবে। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

* কয়েদী অর্থাৎ বন্দিনী। স্বামীর হুকুম পালনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীকে বন্দিনীর সাথে তুলনা করেছেন। যন্ত্রণাদায়ক না হয় ঃ অর্থাৎ, তাতে কেটে-ফুটে না যায় এবং কঠিন ব্যথা না হয়। অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করো না ঃ অর্থাৎ, এমন পথ অনুসন্ধান করো না, যাতে তাদেরকে নাজেহাল করে কষ্ট দাও। (অথবা তালাক ইত্যাদি দেওয়ার কথা ভেবো না।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

وَعَن مُعَاوِيَةَ بن حَيدَةَ ﷺ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، مَا حَقُّ زَوجَةِ أَحَدِنَا عَلَيهِ ؟ قَالَ : ((أنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلاَ تَضْرِبِ الوَجْهَ ، وَلا تُقَبِّحْ ، وَلا تَهْجُــرْ إلاَّ في البَيْتِ)). حديثٌ حسنٌ رواه أَبُو داود وَقالَ : معنى ((لا تُقَبِّحْ)) أي : لا تقل : قبحك الله .

৫/২৮২। মুআবিয়াহ ইবনে হাইদাহ ﷺ বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপর কতটুকু? তিনি বললেন, তুমি খেলে তাকে খাওয়াবে এবং তুমি পরলে তাকে পরাবে। (তার) চেহারায় মারবে না, তাকে 'কুৎসিত হ' বলবে না এবং তার থেকে পৃথক থাকলে বাড়ীর ভিতরেই থাকবে। (অর্থাৎ অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করার জন্য বিছানা পৃথক করতে পারা যাবে, কিন্তু রুম পৃথক করা যাবে না।) *(আবূ দাউদ, হাসান সূত্রে)*

* 'কুৎসিত হ' বলবে না ঃ অর্থাৎ, 'আল্লাহ তোমাকে কুৎসিত করুক' বলে অভিশাপ দিবে না।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((أَكْمَلُ المُؤمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وخِيَارُكُمْ خِيَارُكُم لِنِسَائِهِمْ)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح)) .

৬/২৮৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মু'মিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম। *(তিরমিযী)*

وَعَن إِيَاسِ بنِ عَبدِ الله بنِ أَبِي ذبَاب ﷺ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ الله)) فجــاء عُمَرُ ﷺ إِلَى رسول الله ﷺ ، فَقَالَ : ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، فَرَخَّصَ في ضَرْبِهِنَّ ، فَأَطَافَ بآلِ رَسُولِ الله ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ((لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كثيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أولَئكَ بخِيَارِكُمْ)). رواه أَبُو داود بإسناد صحيح

৭/২৮৪। ইয়াস ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা আল্লাহর বান্দীদেরকে প্রহার করবে না। পরবর্তীতে উমার ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, মহিলারা তাদের স্বামীদের উপর বড় দুঃসাহসিনী হয়ে গেছে। সুতরাং নবী ﷺ প্রহার করার অনুমতি দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের নিকট বহু মহিলা এসে নিজ নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আরম্ভ করল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মুহাম্মাদের পরিবারের নিকট প্রচুর মহিলাদের সমাগম, যারা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। (জেনে রাখ, মারকুটে) ঐ (স্বামী)রা তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ নয়। *(আবূ দাউদ, বিশুদ্ধ সূত্রে)*

وَعَن عَبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ الله عَنهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، قَالَ : ((الدُّنْيَا مَتَــاعٌ ، وَخَيرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)). رواه مسلم

৮/২৮৫। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পৃথিবী এক উপভোগ্য সামগ্রী এবং তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী হচ্ছে পুণ্যময়ী নারী। *(মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৫

স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ } [النساء : ٣٤]

অর্থাৎ, পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যময়ী নারীরা অনুগতা এবং পুরুষের অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে (স্বামীর ধন ও নিজেদের ইজ্জত) রক্ষাকারিণী; আল্লার হেফাযতে (আদেশ ও তওফীকে) তারা তা হেফাযত করে। *(সূরা নিসা ৩৪ আয়াত)*

হাদীসসমূহ ঃ-

১/২৮৬। এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস বিদ্যমান রয়েছে; তার মধ্যে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে উল্লিখিত আম্‌র ইবনে আহওয়াস ﷺ-এর (২৮ ১নং) হাদীসটি অন্যতম।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امرَأَتَهُ إِلَى فرَاشِهِ فَلَمْ تَأتِهِ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : ((إِذَا بَاتَتِ المَرأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)) .

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأبَى عَلَيهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنها)) .

২/২৮৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে (স্বামী) তার প্রতি রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তাকে সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে (অন্যত্র) রাত্রিযাপন করে, তখন ফিরিশ্তাবর্গ সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।

আর এক বর্ণনায় আছে যে, সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ বিছানার দিকে আহবান করার পর সে আসতে অস্বীকার করলে যিনি আকাশে আছেন তিনি (আল্লাহ) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যে পর্যন্ত না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ أيضاً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِه ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِه إِلاَّ بِإِذنه)). مُتَّفَقٌ عَلَيه وهذا لفظ البخاري

৩/২৮৮। উক্ত সাহাবী ﷺ থেকেই বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া কোন নারীর জন্য নফল রোযা রাখা বৈধ নয় এবং স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে তার ঘরে কাউকে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়াও তার জন্য বৈধ নয়। *(বুখারী ও মুসলিম,*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শব্দগুলি বুখারীর)

وَعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((كُلُّكُم رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: وَالأميرُ رَاعٍ ، والرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أهْلِ بَيتِه ، وَالمَرْأةُ رَاعِيةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِها وَوَلَدِه ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৪/২৮৯। ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল, সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল, অতএব সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতা ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن أَبِي عَلِيٍّ طَلْقِ بنِ عَلِيٍّ ﷺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأتِه وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور)) . رواه الترمذي والنسائي ، وَقالَ الترمذي : ((حديث حسن صحيح))

৫/২৯০। আবূ আলী ত্বাল্ক ইবনে আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার প্রয়োজনে আহবান করবে, তখন সে যেন (তৎক্ষণাৎ) তার নিকট যায়। যদিও সে উনানের কাছে (রুটি ইত্যাদি পাকানোর কাজে ব্যস্ত) থাকে। *(তিরমিযী হাসান সূত্রে)*

وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لَوْ كُنْتُ آمِراً أحَداً أنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأمَرْتُ المَرأةَ أنْ تَسْجُدَ لزَوجِهَا)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن صحيح))

৬/২৯১। আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদাহ করার আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদাহ করে। *(তিরমিযী হাসান সূত্রে)*

৭/২৯২। এখানে উল্লিখিত হাদীসটি যয়ীফ। *(যয়ীফ জামেউস সাগীর ২২২৭নং)*

وَعَن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ ﷺ ، عن النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((لاَ تُؤْذِي امْرَأةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الحُورِ العِينِ لاَ تُؤذِيهِ قَاتَلكِ اللهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا)). رواه الترمذي ، وَقالَ : ((حديث حسن))

৮/২৯৩। মুআয বিন জাবাল কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, যখনই কোন মহিলা দুনিয়াতে নিজ স্বামীকে কষ্ট দেয়, তখনই তার সুনয়না হূর (বেহেশ্তী) স্ত্রী (অদৃশ্যভাবে) ঐ মহিলার উদ্দেশ্যে বলে, আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন। ওকে কষ্ট দিস্ না। ও তো তোর নিকট সাময়িক মেহমান মাত্র। অচিরেই সে তোকে ছেড়ে আমাদের কাছে এসে যাবে। *(তিরমিযী)*

وَعَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّساء)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৯/২৯৪। উসামাহ ইবনে যায়েদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমি আমার পর পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বেশী ক্ষতিকারক অন্য কোন ফিত্না ছাড়লাম না। *(বুখারী ও মুসলিম)*

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচ্ছেদ - ৩৬

পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة : ٢٣٣]

অর্থাৎ, জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। *(সূরা বাক্বারাহ ২৩৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا}

অর্থাৎ, সামর্থ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। *(সূরা ত্বালাক্ব ৭ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন, { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ } [سبأ : ٣٩]

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার বিনিময় দেবেন। *(সূরা সাবা' ৩৯ আয়াত)*

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدِينار أَنْفَقْتَـهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّـذِي أَنْفَقْتَـهُ عَلَى أَهْلِكَ)). رواه مسلم

১/২৯৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় কর, এক দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় কর, এক দীনার কোন মিসকীনকে সদকাহ কর এবং এক দীনার তুমি পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। এ সবের মধ্যে ঐ দীনারের বেশী নেকী রয়েছে যেটি তুমি পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করবে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أَبِي عَبدِ اللهِ ، وَيُقَالُ لَهُ : أَبو عَبدِ الرَّحمَانِ ثَوبَانَ بنِ بُجْدُد مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدِينارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ)). رواه مسلم

২/২৯৬। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বাধীনকৃত গোলাম আবূ আব্দুল্লাহ মতান্তরে আবূ আব্দুর রহমান ষাওবান ইবনে বুজদুদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (সওয়াবের দিক দিয়ে) সর্বশ্রেষ্ঠ দীনার সেইটি, যে দীনারটি মানুষ নিজ সন্তান-সন্ততির উপর ব্যয় করে, যে দীনারটি আল্লাহর রাস্তায় তার সওয়ারীর উপর ব্যয় করে এবং সেই দীনারটি যেটি আল্লাহর পথে তার সঙ্গীদের পিছনে খরচ করে। *(মুসলিম)*

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لِي أَجرٌ فِي بَنِي أَبِي سَـلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هكَذَا وَهكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيّ ؟ فَقَالَ : ((نَعَمْ ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْـتِ عَلَيْهِمْ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩/২৯৭। উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি (আমার প্রথম স্বামী) আবূ সালামাহর সন্তান-সন্ততির উপর ব্যয় করি, তাতে কি আমি নেকী পাব? আমি তো তাদেরকে এভাবে ছেড়ে দিতে পারছি না, তারা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের উপর ব্যয় করার দরুন নেকী পাবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن سَعدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ ﷺ في حَدِيثِه الطَّوِيلِ الَّذي قَدَّمنَاهُ في أَوَّلِ الكِتَابِ في بَـــابِ النِّيَـــةِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لَهُ : ((وإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فِيِّ امرأتك)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৪/২৯৮। সা'দ ইবনে আবী অক্কাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর দীর্ঘ (বিগত ৬ নম্বর) হাদীসে বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বলেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও বিনিময় তুমি পাবে! *(বুখারী, মুসলিম)*

وعَن أَبي مَسْعُودٍ البَدْرِي ﷺ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَـــسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৫/২৯৯। আবূ মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, সওয়াবের আশায় কোন মুসলমান যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তখন তা সাদকাহ হিসাবে গণ্য হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((كَفَى بِـــالمَرْءِ إِثْمَاً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ)). حديث صحيح رواه أَبُو داود وغيره .

وَرَوَاهُ مُسلِمٌ في صَحِيحِه بِمَعنَاهُ ، قَالَ : ((كَفَى بِالمَرْءِ إِثْمَاً أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ)) .

৬/৩০০। আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একটি মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটা যথেষ্ট যে, সে তাদের (অধিকার) নষ্ট করবে (অর্থাৎ, তাদের ভরণ-পোষণে কার্পণ্য করবে) যাদের জীবিকার জন্য সে দায়িত্বশীল। *(আবূ দাউদ প্রমুখ, সহীহ)*

উক্ত অর্থ সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, (নবী ﷺ বলেন,) মানুষের পাপী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যার খাদ্যের মালিক, তার খাদ্য সে আটকে রাখে।

وَعَن أَبي هُرَيرَةَ ﷺ : أَنَّ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فيه إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْـــزِلاَنِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً)). مُتَّفَقٌ عَلَيه

৭/৩০১। আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফিরিশ্তা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের বিনিময় দিন। আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস দিন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

وَعَنهُ ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ ، قَالَ : ((اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُـــولُ ، وَخَيْـــرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ)) رواه البخاري

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৮/ উক্ত সাহাবী হতেই বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, উপরের (দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (হারাম ও ভিক্ষা করা থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবশূন্য করে দেন। *(বুখারী)*

পরিচ্ছেদ - ৩৭

নিজের পছন্দনীয় ও প্রিয় জিনিস খরচ করার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } [آل عمران :٩٢]

অর্থাৎ, তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। *(সূরা আলে ইমরান ৯২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } [البقرة : ٢٦٧]

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি জমি হতে তোমাদের জন্য যা উৎপাদন করে থাকি তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর। এমন মন্দ জিনিস দান করার সংকল্প করো না, যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৭ আয়াত)*

عَن أَنَسٍ ﷺ ، قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ ﷺ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ . قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيَةُ: { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ : { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ تَعَالَى ، أَرْجُو بِرَّهَا ، وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((بَخٍ ! ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ)) ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ ، وبَنِي عَمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com